



নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন

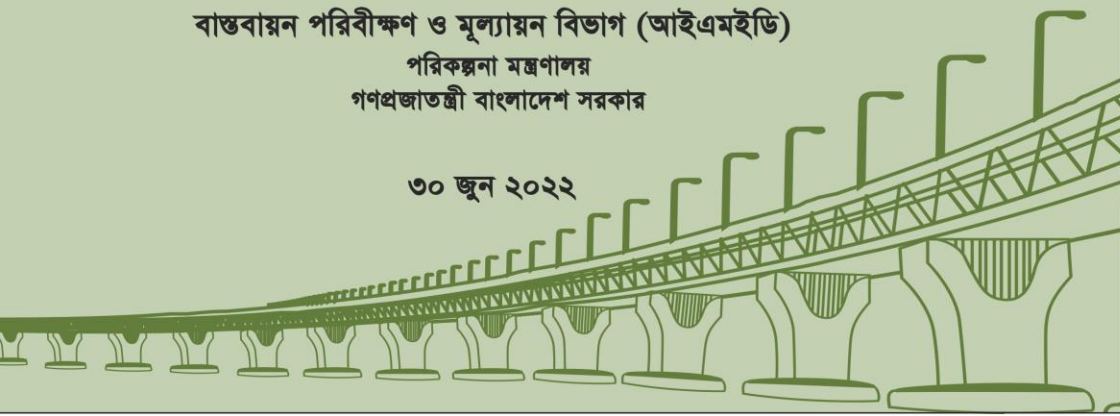
নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে
জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য
অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প



বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩০ জুন ২০২২



সূচিপত্র

নির্বাহী সারসংক্ষেপ	I
Acronyms	III
Glossary	IV
প্রথম অধ্যায়	
প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা	১
১.১ প্রকল্পের পটভূমি	১
১.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য	১
১.৩ অনুমোদন/সংশোধন/মেয়াদ বৃদ্ধি	১
১.৪ অর্থায়নের অবস্থা (মূল/সংশোধন-এর হ্রাস/বৃদ্ধির হার)	১
১.৫ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজসমূহ	১
১.৬ অঙ্গাভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা	২
১.৭ প্রকল্পের কর্ম-পরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা	৫
১.৮ লগ ফ্রেম	৯
১.৯ এক্সিট প্ল্যান	১০
১.১০ টেকসইকরণ পরিকল্পনা	১০
দ্বিতীয় অধ্যায়	
নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালন পদ্ধতি ও সময়ভিত্তিক পরিকল্পনা	১১
২.১ ভূমিকা	১১
২.২ পরামর্শক/ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (TOR)	১১
২.৩ এলাকা নির্বাচন	১৩
২.৪ সমীক্ষা পদ্ধতি (Study Methodology)	১৩
২.৫ সংখ্যাগত জরিপ (Quantitative Survey)	১৪
২.৬ গুণগত জরিপ (Qualitative Survey)	১৫
২.৭ সমীক্ষা পরিচালনার ধাপ	১৬
২.৮ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টস (তথ্য-উপাত্ত, প্রতিবেদন, ডিজাইন) সংগ্রহ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণ	১৭
২.৯ ভৌত কাজের পরীক্ষা-নিরীক্ষা	১৭
২.১০ সমীক্ষা ব্যবস্থাপনা (Study Management)	১৮
২.১১ সম্ভাব্যতা যাচাই জরিপ (Feasibility Study)	১৯
২.১২ সময়ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	১৯
তৃতীয় অধ্যায়	
ফলাফল পর্যালোচনা	২১
৩.১ প্রকল্পের অগ্রগতি	২১
৩.২ ক্রয় কার্যক্রম	২৫
৩.৩ উদ্দেশ্য অর্জন (মার্চ ২০২২ পর্যন্ত)	২৭
৩.৪ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা	২৭
৩.৫ পিআইসি ও পিএসসি সভা	২৮
৩.৬ অডিট সম্পর্কিত	২৮
৩.৭ জরিপ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল	২৮
৩.৮ দলীয় আলোচনা (FGD) থেকে প্রাপ্ত ফলাফল	৩৭
৩.৯ কেআইআই (KII) থেকে প্রাপ্ত ফলাফল	৩৯
৩.১০ সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ	৪১
৩.১১ স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা প্রাপ্ত ফলাফল	৪৩
৩.১২ কেস স্টাডি	৪৫
৩.১৩ সময়মত প্রকল্পটি শেষ না হলে যা করণীয়	৫০

চতুর্থ অধ্যায়

প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক পর্যালোচনা.....	৫১
৪.১ প্রকল্পের SWOT ম্যাট্রিক্স.....	৫১
৪.২ SWOT বিশ্লেষণ.....	৫১

পঞ্চম অধ্যায়

পর্যালোচনা হতে প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণ.....	৫৬
৫.১ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি.....	৫৬
৫.২ ভৌত কাজের অগ্রগতি.....	৫৬
৫.৩ ক্রয় কার্যক্রম.....	৫৭
৫.৪ উদ্দেশ্য অর্জন (মার্চ ২০২২ পর্যন্ত).....	৫৯
৫.৫ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা.....	৬০
৫.৬ পিআইসি ও পিএসসি সভা.....	৬০
৫.৭ অডিট সম্পর্কিত.....	৬০

ষষ্ঠ অধ্যায়

সুপারিশ ও উপসংহার.....	৬২
৬.১ সুপারিশমালা.....	৬২
৬.২ উপসংহার.....	৬২
সংযুক্তিসমূহ:.....	৬৪
সংযুক্তি-১: কেআইআই: ক্রয় সংক্রান্ত প্রশ্নমালা: ১.....	৬৪
সংযুক্তি-২: কেআইআই: ক্রয় সংক্রান্ত প্রশ্নমালা: ২.....	৬৬
সংযুক্তি-৩: কেআইআই: ক্রয় সংক্রান্ত প্রশ্নমালা: ৬.....	৬৮
সংযুক্তি-৪: কেআইআই: ক্রয় সংক্রান্ত প্রশ্নমালা: ৭.....	৭০
সংযুক্তি-৫: তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের টুল.....	৭২
সংযুক্তি-৬: টেকনিক্যাল ও স্ট্রিয়ারিং কমিটি সভার সুপারিশসমূহ.....	৮৫

সারণি তালিকা

সারণি ১: প্রকল্প অনুমোদন এবং বাস্তবায়নকাল	১
সারণি ২: প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)	২
সারণি ৩: পণ্য ক্রয়	৫
সারণি ৪: পণ্য ক্রয়	৮
সারণি ৫: ভূমি উন্নয়নসহ অন্যান্য মূলধন ব্যয়	৮
সারণি ৬: পরামর্শক সেবা	৯
সারণি ৭: লগফেম অনুযায়ী লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, আউটপুট ও ইনপুটসমূহ	৯
সারণি ৮: পরিকল্পিত ও প্রকৃত নমুনার মৌজাভিত্তিক বণ্টন	১৪
সারণি ৯: ল্যাবরেটরি পরীক্ষা-নিরীক্ষা	১৭
সারণি ১০: নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের সময়ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা	২০
সারণি ১১: প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও পুঞ্জিভূত অগ্রগতি	২১
সারণি ১২: বছরভিত্তিক অর্থায়নের অবস্থা, মার্চ ২০২২	২১
সারণি ১৩: ভূমি উন্নয়ন ও আনুষঙ্গিক নির্মাণ কাজের প্রধান কার্যক্রম	২২
সারণি ১৪: অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন	২৩
সারণি ১৫: কার্য, পণ্য ও সেবা ক্রয় পরিকল্পনা	২৫
সারণি ১৬: প্রকল্পে নিয়োজিত জনবল (মার্চ ২০২২ পর্জন্ত)	২৮
সারণি ১৭: খানা প্রধানের বয়স	২৯
সারণি ১৮: শিক্ষাগত যোগ্যতা	২৯
সারণি ১৯: খানা প্রধানের পেশা	২৯
সারণি ২০: বসতঘরের ধরন	৩০
সারণি ২১: পানীয় জলের উৎস	৩০
সারণি ২২: ব্যবহৃত পায়খানা	৩১
সারণি ২৩: রান্না বান্নার জন্য ব্যবহৃত জ্বালানি	৩১
সারণি ২৪: জমি অধিগ্রহণ	৩২
সারণি ২৫: ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি	৩২
সারণি ২৬: ক্ষতিপূরণ পেতে অসুবিধা	৩২
সারণি ২৭: ক্ষতিপূরণ পাওয়ায় সন্তুষ্টি	৩৩
সারণি ২৮: জমি অধিগ্রহণের পূর্বে অবহিতকরণ সভা	৩৩
সারণি ২৯: পরিবারের মাসিক আয়	৩৪
সারণি ৩০: অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার সুবিধা	৩৫
সারণি ৩১: অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার ফলে নতুন পেশা	৩৫
সারণি ৩২: পরিবারের সদস্যদের নতুন পেশা গ্রহণের জন্য অথবা দক্ষতা বাড়ানোর জন্য প্রশিক্ষণ	৩৫
সারণি ৩৩: প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পরিবেশ ও সমাজের উপর প্রভাব	৩৬

লেখচিত্র তালিকা

লেখচিত্র ১: আর্থিক ব্যয় বিভাজন	৪
লেখচিত্র ২: ভূমি উন্নয়ন অগ্রগতি	২৩
লেখচিত্র ৩: জমি অধিগ্রহণ	৩১
লেখচিত্র ৪: ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি	৩২
লেখচিত্র ৫: ক্ষতিপূরণ পাওয়ায় সন্তুষ্টির মাত্রা	৩৩
লেখচিত্র ৬: অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার সুবিধাসমূহ	৩৪
লেখচিত্র ৭: প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পরিবেশ ও সমাজের উপর প্রভাব	৩৬
লেখচিত্র ৮: অর্থনৈতিক অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য মতামত/সুপারিশ	৩৭

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

মৌলিক অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে বিনিয়োগ পরিবেশ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার ও জাপানের উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা জাইকার যৌথ অর্থায়নে ‘নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন’ শীর্ষক প্রকল্পটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি মে ০৫, ২০১৯ সালে ‘একনেক’ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি ৬২০ একর জমির উপর অবস্থিত এবং এতে মোট প্রকল্প ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ২৫৮২.১৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে বাংলাদেশ সরকার ১৮% ও জাইকা প্রকল্প সাহায্য হিসেবে বাকি ৮২% অর্থ প্রদান করবে এবং এটির বাস্তবায়ন কাল মার্চ ২০১৯ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত। উল্লেখ্য যে, প্রকল্প বাস্তবায়ন পরবর্তীতে সুমিতোমো কর্পোরেশন, জাপান ও বেজা মিলে গঠিত যৌথ কোম্পানিটি অর্থনৈতিক অঞ্চলের ডেভেলপার হিসেবে অভ্যন্তরীণ সড়ক, পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন লাইন, শিল্প প্লট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন করবে। শিল্প প্লট বরাদ্দ ও দীর্ঘমেয়াদী লিজের মাধ্যমে অর্জিত আয় থেকে অর্থনৈতিক অঞ্চলের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় নির্বাহ করা হবে।

প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গগুলো হচ্ছে- ভূমি উন্নয়ন, সীমানা প্রাচীর, পানি নিষ্কাশন খাল, পানি সংরক্ষণাগার নির্মাণ, বৈদ্যুতিক সাব স্টেশন এবং সঞ্চালন লাইন নির্মাণ, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা এবং সিটি গেট স্টেশনসহ গ্যাস সঞ্চালন লাইন স্থাপন ও এক্সেস রোড নির্মাণ। প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, মার্চ ২০২২ পর্যন্ত মাটি ভরাট কাজের ৮২%, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজের ৪৪% ও পিভিডি কাজের ২০% সমাপ্ত হয়েছে। ‘ডেলিগেটেড ওয়ার্ক’-এর আওতায় বিদ্যুৎ, গ্যাস পাইপ লাইন ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার অগ্রগতির মধ্যে বিদ্যুতের কাজের মূল নকশা ও রুট সার্ভে শেষ হয়েছে। গ্যাসের ক্ষেত্রে স্থাপনা নির্মাণের জন্য ঠিকাদার নির্বাচন করা হয়েছে। টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে রুট সার্ভে সমাপ্ত হয়েছে ও ঠিকাদার নির্বাচন প্রক্রিয়াধীন আছে। উক্ত ইউটিলিটিসমূহের ভৌত কাজ এখনও শুরু হয়নি। সমীক্ষায় দেখা যায় যে, মার্চ ২০২২ সাল পর্যন্ত প্রকল্পের সম্পাদিতব্য কার্য চুক্তির আওতায় আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মাত্র ২৫%। এছাড়া, ‘ডেলিগেটেড ওয়ার্ক’-এর আওতায় সম্পাদিতব্য কাজের আর্থিক অগ্রগতি (নির্ধারিত সংস্থাসমূহের অনুকূলে অর্থ স্থানান্তরের পরিমাণ) ৫%। সার্বিক প্রকল্পের আওতায় মূল কার্য চুক্তির মাধ্যমে সম্পাদিতব্য কাজ চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে (জানুয়ারি ২০২৩) সমাপ্ত হবে। এছাড়া ‘ডেলিগেটেড ওয়ার্ক’-এর আওতায় গ্যাস ও টেলিযোগাযোগ কার্যক্রম ডিসেম্বর ২০২২-এর মধ্যে সমাপ্ত হলেও বিদ্যুৎ সাব-স্টেশন নির্মাণ কার্যক্রমটি ডিসেম্বর ২০২৪-এ সমাপ্ত হতে পারে। ফলে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হতে পারে।

প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় ক্রয়সমূহ, যথা-কার্য, পণ্য ও সেবা, পিপিআর-২০০৮ এবং জাপানিজ ODA গাইডলাইন ২০১২ অনুসরণ করে সম্পন্ন করা হচ্ছে। ডিপিপিতে দেখা যায় যে, মোট ক্রয় প্যাকেজের সংখ্যা ১০টি। এর মধ্যে কার্য প্যাকেজের সংখ্যা-৬টি, পণ্য প্যাকেজের সংখ্যা-৩টি এবং সেবা প্যাকেজের সংখ্যা-১টি। ৬টি কার্য প্যাকেজের মধ্যে ৩টি Delegated Works ক্রয় পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে, কম্পিউটার ও এক্সেসরিজ (GD2) ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে। পরামর্শক সেবা (PS1) প্যাকেজটির ক্রয় শেষে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

আড়াইহাজারে জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য যথাযথ নিয়মকানুন মেনে ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। যাদের ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে তাদের প্রায় ৯০% ক্ষতিপূরণ পেয়েছে। দুই তৃতীয়াংশ জমিদাতা জানিয়েছেন তাদের ক্ষতিপূরণ পেতে কোন অসুবিধা হয়নি। পারিবারিক বিরোধ বা জমির উপর মামলা থাকায় কিছু সংখ্যক ভূমি মালিক ক্ষতিপূরণ পাননি। প্রায় ৮৪% জানিয়েছেন তারা ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমে সন্তুষ্ট। অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা হলে কী কী সুবিধা পাওয়া যাবে এ প্রশ্নের জবাবে তারা জানান, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ব্যবসার সুযোগ, এলাকায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ঘরবাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি, স্থানীয় পর্যায়ে উদ্যোক্তা তৈরি ইত্যাদি। অধিকাংশ উত্তরদাতা মনে করেন যে, চাকরি প্রত্যাশী শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ।

চীন এবং ভিয়েতনামে ক্রমাগতভাবে শ্রমের মূল্য বেড়ে যাওয়ায় জাপানি বিনিয়োগকারীগণ তাদের বিনিয়োগের বিকল্প গন্তব্য খুঁজছেন। বাংলাদেশ হতে পারে তাদের কাছে একটি বিকল্প গন্তব্যস্থান বিশেষকরে শ্রম-ঘন শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থানান্তরের ক্ষেত্রে। সেক্ষেত্রে প্রকল্পটি জাপানিদের কাছে একটা ‘টেস্ট-কেস’ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে জাপানিদের কাছে আমাদের কর্মদক্ষতা প্রকাশ পাবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ ধরনের অন্য প্রকল্প গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত

হলে জাপানি বিনিয়োগ আকর্ষণের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হবে। এছাড়া, সমধর্মী প্রকল্প বা উদ্যোগ গ্রহণে তারা এগিয়ে আসতে পারেন।

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষাটি পরিচালনা করা হয় সংখ্যাগত এবং গুণগত জরিপের মাধ্যমে। সংখ্যাগত জরিপে Stratified Random Sampling মাধ্যমে ৭টি গ্রামের ৩৯২ জন এলাকাসীসীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। গুণগত জরিপে মোট ১২টি এফজিডি অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া, প্রকল্প-সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে মোট ২৪টি কেআইআই পরিচালনা করা হয়। সমীক্ষায় দেখা যায় যে, প্রকল্প এলাকায় খানা প্রধানের শিক্ষার হার ৭০%। খানা প্রধানগণ প্রধানত ৪টি পেশায় সম্পৃক্ত, যেমন- ব্যবসা-বাণিজ্য, দিনমজুর, কৃষিকাজ ও সাধারণ চাকরিজীবী। সমীক্ষায় দেখা যায়, জরিপকৃত এলাকার প্রায় ৫০% পরিবারের সদস্য পাকা ও সেমিপাকা বাড়িতে বসবাস করেন। পানীয় জলের উৎস প্রধানত দুটি, যেমন-টিউবওয়েল ও পুকুর। প্রায় ৪% খানা পিট ল্যাট্রিন ও বুলন্ত পায়খানা ব্যবহার করে যেটি পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক। গ্রামগুলোতে সম্পূর্ণভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়েছে। গত ১৭ই এপ্রিল ২০২২ তারিখে প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের উপর স্থানীয় পর্যায়ে মতবিনিময় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক, সুযোগ ও ঝুঁকি নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং প্রকল্প সমাপ্তির পর স্থানীয় যুবশ্রেণির কর্মসংস্থানের জন্য কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় যাতে তারা দক্ষ পেশাজীবী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করতে পারেন।

ফাপাড (Foreign Aided Project Audit Directorate) কর্তৃক এ পর্যন্ত দুটি অডিট হয়েছে, ১ম বার ২০১৯-২০ অর্থবছরে এবং ২য় বার ২০২০-২১ অর্থবছরে। ২০১৯-২০২০ সালের আর্থিক প্রতিবেদনের নিরীক্ষা রিপোর্ট তৈরি হয়েছে ১৪/১০/২০২০ তারিখে। মোট ৭টি অডিট আপত্তি ছিল যা ইতোমধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- মবিলাইজেশন এডভান্স এডজাস্টমেন্ট না করা, হোটেল বিলে ভ্যাট না দেয়া, বীমা প্রিমিয়াম না দেয়া, কয়েকটি আইটেমের লেজার ঠিকমত তৈরি না করা ইত্যাদি। গত ০৪ এপ্রিল ২০২২ তারিখ ২০২০-২১ অর্থবছরের নিরীক্ষা প্রতিবেদনে মোট ৬টি অডিট আপত্তি ছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে সবগুলোর জবাব দেয়া হয়েছে।

নিবিড় পরিবীক্ষণে ব্যবহৃত বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রসার ত্বরান্বিত করার জন্য অর্থনৈতিক অঞ্চলের ভৌত অবকাঠামো কাজ আগামী জুন ২০২৩ সালের মধ্যে শেষ করতে প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। ইউটিলিটি (বিদ্যুৎ, গ্যাস ও টেলিযোগাযোগ) স্থাপনের কাজ দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করা প্রয়োজন। প্রকল্পের অভ্যন্তরে যাতে পরিবেশ দূষণকারী ও জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর শিল্প কারখানা গড়ে না উঠে তার প্রতি কর্তৃপক্ষকে সজাগ থাকা দরকার। মোট ১০টি প্যাকেজের মধ্যে বাকি যে ৬টি প্যাকেজে এখনও ক্রয় করা হয়নি সেগুলো চাহিদা সাপেক্ষে ডিপিপি বর্ণিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা প্রয়োজন। প্রকল্প এলাকার আশেপাশের জলাবদ্ধতা নিরসনে প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে খাল পুনরুদ্ধার ও পুনঃখনন কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। গ্রিন ইকোনোমিক জোন তৈরি করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃক্ষরোপণ ও সবুজবেষ্টনী তৈরি করা প্রয়োজন। নির্মাণাধীন JEZ-এর অভ্যন্তরে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য পেশাগত ক্ষেত্রে আঘাতজনিত দুর্ঘটনা ও ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শ থেকে রক্ষার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার (OHS) উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন এবং বর্তমানে চলমান অবকাঠামো নির্মাণ কাজে স্থানীয় দক্ষ জনশক্তিকে কাজে সম্পৃক্ত করে প্রকল্প কাজকে ত্বরান্বিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

Acronyms

BEZA	: Bangladesh Economic Zones Authority
BIDS	: Bangladesh Institute of Development Studies
BOQ	: Bill of Quantity
BSEZ	: Bangladesh Special Economic Zone
BTCL	: Bangladesh Telecommunications Company Limited
CCGP	: Cabinet Committee on Government Purchase
CGS	: City Gate Station
DPP	: Development Project Proposal
ECNEC	: Executive Committee of the National Economic Council
FAPAD	: Foreign Aided Projects Audit Directorate
FDI	: Foreign Direct Investment
FGD	: Focus Group Discussion
IA	: Important Assumptions
ICB	: International Competitive Bidding
IGS	: Intermediate Grid Sub-Station
IBAS	: Integrated Budget and Accounting System
JICA	: Japan International Cooperation Agency
JEZ	: Japanese Economic Zone
KII	: Key Informant Interview
LILO	: Line In Line Out
LTM	: Limited Tendering Method
MMCFD	: Million Standard Cubic Feet per Day
MOV	: Means of Verification
NCB	: National Competitive Bidding
ODA	: Overseas Development Agency
OTM	: Open Tendering Method
OVI	: Objectively Verifiable Indicator
PBS	: Palli Bidyut Samity
PGCB	: Power Grid Company Bangladesh
PIC	: Project Implementation Committee
PSC	: Project Steering Committee
PVD	: Prefabricated Vertical Drain
SWOT	: Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats
TBS	: Town Border Station
TOC	: Tender Opening Committee
TOR	: Terms of Reference
TOS	: Tender Opening Sheet

Glossary

সিটি গেট স্টেশন (City Gate Station)

একটি গ্যাস পরিমাপ এবং চাপ নিয়ন্ত্রক এবং রিটিউনিং প্যাকেজ যা একটি গ্যাস পাইপলাইনে একটি শহরের সীমার বাইরে ইনস্টল করা হয়।

টাউন বর্ডার স্টেশন (Town Boarder Station)

শহরের অভ্যন্তরে আবাসিক ভোক্তাদের জন্য বস্টন ব্যবস্থার দিকে নিয়ে যাওয়ার আগে প্রাকৃতিক গ্যাসের চাপ কমাতে হয় টাউন বর্ডার স্টেশনের মাধ্যমে।

এমএমসিএফডি (MMCFD)

প্রতিদিন মিলিয়ন স্ট্যান্ডার্ড ঘনফুট। এক মিলিয়ন স্ট্যান্ডার্ড ঘনফুট গ্যাস প্রতিদিন লোড করে কিলোগ্রাম (জলের ভিত্তি) প্রতি ঘন্টা বিকল্প প্রবাহ হার।

প্রিফেব্রিকেটেড ভার্টিক্যাল ড্রেন (Prefabricated Vertical Drain)

প্রিফেব্রিকেটেড ভার্টিক্যাল ড্রেন হলো প্রিফেব্রিকেটেড জিওটেক্সটাইল মোড়ানো প্লাস্টিক স্ট্রিপগুলো ছাঁচ করা চ্যানেলসমূহ।

খানা (Households)

একই চুলায় রান্নায় এক বা একাধিক ব্যক্তি যদি খাওয়া দাওয়া করে এবং একই ঘরে বসবাস করে তখন তাকে খানা বলা হয়। একই ঘরে কিন্তু রান্নার চুলা যদি ভিন্ন হয়, তখন প্রত্যেকটিকে আলাদা খানা বিবেচনা করা হয়।

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (Focus Group Discussion)

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন বা দলীয় আলোচনা একটি গুণগত গবেষণা পদ্ধতি ও তথ্য সংগ্রহের কৌশল যেখানে ৮ থেকে ১০ জন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত একটি নির্বাচিত দল একটি প্রদত্ত বিষয় বা সমস্যা নিয়ে গভীরভাবে খোলামেলা আলোচনা করে। আলোচনাটি একজন দক্ষ ও পেশাদার মডারেটর পরিচালনা করে থাকে।

কি ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (Key Informant Interview)

কি ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ একটি গুণগত গবেষণা পদ্ধতি ও মৌলিক তথ্য সংগ্রহের কৌশল যেখানে কোন একটি প্রকল্প বা কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট মূল তথ্যদাতা বা মুখ্য ব্যক্তিদের সাথে নিবিড় আলাপচারিতা করা হয়।

কেস স্টাডি (Case Study)

কেস স্টাডি একটি গুণগত গবেষণা পদ্ধতি যেখানে সমস্যার ভেতর থেকে কোন একক ঘটনা গভীরভাবে অনুসন্ধান করা হয়। বিভিন্ন অভীক্ষা ও কৌশলের সাহায্যে কোন একজন ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ ও সামগ্রিকভাবে ব্যাখ্যা করতে প্রয়োজনীয় সমস্ত রকমের তথ্য, যেমন- সামাজিক, শারীরিক, জীবনীমূলক, পরিবেশগত, বৃত্তিগত ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করাকেই কেস স্টাডি বলে।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন (Socio-economic Development)

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বলতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়নকে নির্দেশ করে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে যদি কোন সমাজের সামাজিক সমস্যা প্রকোপ হ্রাস না পায় তবে সে সমাজের সার্বিক উন্নয়ন সাধিত হয় না। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম নির্দেশক হচ্ছে জিডিপি, মাথাপিছু আয়, জীবনমান, শিক্ষার হার, স্বাস্থ্যসেবার সুবিধা, প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল, শ্রমিক স্তরের উন্নতি এবং নারী-পুরুষের মধ্যকার বৈষম্য দূরীকরণ।

টেকসইকরণ (Sustainability)

টেকসইকরণ হলো ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তাশীল এমন একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যেখানে একটি উন্নতমানের জীবনযাত্রার জন্য পরিবেশগত, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক বিবেচনাগুলো একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। অর্থাৎ সামাজিকভাবে ন্যায়সঙ্গত, পরিবেশগত, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ইত্যাদি সুরক্ষিত রেখে অর্থনৈতিকভাবে দক্ষ করে ভবিষ্যতের জন্য দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন করাই হলো টেকসই উন্নয়ন।

প্রথম অধ্যায়

প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা

১.১ প্রকল্পের পটভূমি

দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত বিনিয়োগ পরিবেশ তৈরি করা গুরুত্বপূর্ণ। সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের মাধ্যমে শিল্পায়নের গতি ত্বরান্বিত করে দেশকে সমৃদ্ধশালী দেশের পর্যায়ে উন্নীত করতে বাংলাদেশ সরকার 'নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ অর্থনৈতিক অঞ্চলটিতে জাপানের খ্যাতিনামা কোম্পানিসমূহ, দেশি বিদেশি অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করবে। বাংলাদেশ সরকার ও জাপানের উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা জাইকা যৌথভাবে এ অর্থনৈতিক অঞ্চলটি প্রতিষ্ঠা করছে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের পাশাপাশি প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাবে। প্রকল্পটি ৫ মার্চ ২০১৯ তারিখে 'একনেক' কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এ প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ২৫৮২.১৮ কোটি টাকা যার মধ্যে বাংলাদেশ সরকার ৪৫৪.৩৫ কোটি এবং জাইকা প্রকল্প সাহায্য হিসাবে প্রায় ২১২৭.৮৩ কোটি প্রদান করবে। প্রকল্পটি ১ মার্চ ২০১৯ হতে ৩০ জুন ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়।

১.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চলের মৌলিক অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নত করা।

১.৩ অনুমোদন/সংশোধন/মেয়াদ বৃদ্ধি

প্রকল্পটি ৫ মার্চ, ২০১৯ তারিখে 'একনেক' কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির মেয়াদ ০১ মার্চ ২০১৯ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত।

১.৪ অর্থায়নের অবস্থা (মূল/সংশোধন-এর হ্রাস/বৃদ্ধির হার)

প্রকল্পটি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা জাইকা এবং বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (BEZA) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের পরিমাণ ২,৫৮২.১৮ কোটি টাকা যার মধ্যে প্রকল্প সাহায্য ২,১২৭.৮৩ কোটি টাকা এবং বাংলাদেশ সরকারের ৪৫৪.৩৫ কোটি টাকা।

সারণি ১: প্রকল্প অনুমোদন এবং বাস্তবায়নকাল

বিষয়	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়			বাস্তবায়নকাল (মূল)	অনুমোদনের তারিখ	পরিবর্তন		সংশোধনের কারণ
	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট			ব্যয় (%)	মেয়াদ (%)	
মূল	৪৫,৪৩৫.৩৮	২১২,৭৮২.৫৮ (জাইকা)	২৫৮,২১৭.৯৭	মার্চ ২০১৯- জুন ২০২৩	৫ মার্চ, ২০১৯	-	-	-

উৎস: ডিপিপি, মার্চ ২০১৯

১.৫ প্রকল্পের প্রধান কাজসমূহ

- ভূমি উন্নয়ন, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ও পানি সংরক্ষণাগার;
- পাওয়ার/ ইলেকট্রিক ইকুইপমেন্ট (পাওয়ার স্টেশন, সাব-স্টেশন অ্যান্ড ট্রান্সমিশন লাইন);
- টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা (২৩ কিমি);

- গ্যাস সরবরাহ পাইপ লাইন স্থাপন ও বিদ্যমান গ্যাস লাইন স্থানান্তরসহ সিজিএস নির্মাণ;
- এক্সেস রোড;
- অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়;
- অফিস ভবন ভাড়া;
- বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং কর্মকর্তাদের শিক্ষা সফর; এবং
- আবগারি শুল্ক/ভ্যাট/কর।

১.৬ অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা

সারণি ২: প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)

নং	অংগের নাম	সংখ্যা/ পরিমাণ	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য (PA)		মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা)	বাস্তব ও আর্থিক মার্চ ২২ পর্যন্ত	অগ্রগতি (%)
				আরপিএ	ডিপিএ			
(ক) রাজস্ব ব্যয়								
১.	কর্মকর্তাদের বেতন	৪ জন	৮৫.৮০	০.০০	০.০০	৮৫.৮০	৩৫.২২	৪১.০৪%
২.	কর্মচারীদের বেতন	১ জন	৬.১২	০.০০	০.০০	৬.১২	-	-
৩.	ভাতাদি	৫ জন	৭৮.২৫	০.০০	০.০০	৮৭.২৫	২৫.৯৯	২৯.৭৮%
৪.	যাতায়াত ভাতা	থোক	১৮.০০	০.০০	০.০০	১৮.০০	-	-
৫.	সম্মানি	থোক	৩০.০০	০.০০	০.০০	৩০.০০	২.০৪	৬.৮০%
৬.	আপ্যায়ন ব্যয়	থোক	৩০.০০	০.০০	০.০০	৩০.০০	৪.৬৭	১৫.৫৬%
৭.	হারিং চার্জ	থোক	৩০.০০	০.০০	০.০০	৩০.০০	০.৫৬	১.৮৬%
৮.	সেমিনার এবং কনফারেন্স	বৈদেশিক-১+ স্থানীয়-১	১৬৫.০০ (৯০.০০)	০.০০	০.০০	১৬৫.০০	১৭.৬৬	১০.৭০%
৯.	বিজ্ঞাপন ব্যয়	থোক	৩০.০০	০.০০	০.০০	৩০.০০	৯.৩৯	৩১.৩০%
১০.	অফিস ভবন ভাড়া	থোক	৭২.০০	০.০০	০.০০	৭২.০০	৫২.২২	৭২.৫২%
১১.	আউট-সোর্সিং	১৪ জন	১৯৪.০৩	০.০০	০.০০	১৯৪.০৩	৫৭.৭৮	০.২৯%
১২.	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং কর্মকর্তাদের শিক্ষা সফর	২ ট্রেনিং ৫ সাইট ডিজিট	২০৫.০০ (২০৫.০০)	০.০০	০.০০	২০৫.০০	-	-
১৩.	স্থানীয় ভ্রমণ ব্যয়	থোক	৩০.০০	০.০০	০.০০	৩০.০০	-	-
১৪.	পেট্রোল এন্ড লুব্রিকেন্ট	থোক	৭০.০০	০.০০	০.০০	৭০.০০	-	-
১৫.	গ্যাস	থোক	৪০.০০	০.০০	০.০০	৪০.০০	-	-
১৬.	মুদ্রণ ও বঁধাই	থোক	৩০.০০	০.০০	০.০০	৩০.০০	৩.০৩	১০.১০%
১৭.	অন্যান্য স্টেশনারি	থোক	৩০.০০	০.০০	০.০০	৩০.০০	৪.৫৫	১৫.১৬%
১৮.	পরামর্শক ব্যয় [বৈদেশিক- ৩১০ জনমাস (২১ জন) স্থানীয়-৪১৩ জনমাস (২২ জন)]	৭২৩ জনমাস	০.০০	০.০০	১১৯৭৬.৭৭	১১৯৭৬.৭৭	৪৫৯২.৮০	৩৮.৩৪%
১৯.	আবগারি শুল্ক (CD)	থোক	৭১৫০.০০	০.০০	০.০০	৭১৫০.০০	-	-
২০.	ট্যাক্স/ভ্যাট	থোক	২৮৫৫৪.৬০	০.০০	০.০০	২৮৫৫৪.৬০	-	-
২১.	অপ্রত্যাশিত ব্যয়	থোক	১০২.৪৩	০.০০	০.০০	১০২.৪৩	-	-
	উপ-মোট (রাজস্ব ব্যয়)	-	৩৬৯৫১.২৩	০.০০	১১৯৭৬.৭৭	৪৮৯২৮.০০ (১৮.৯)	৪৮০৫.৯১	-

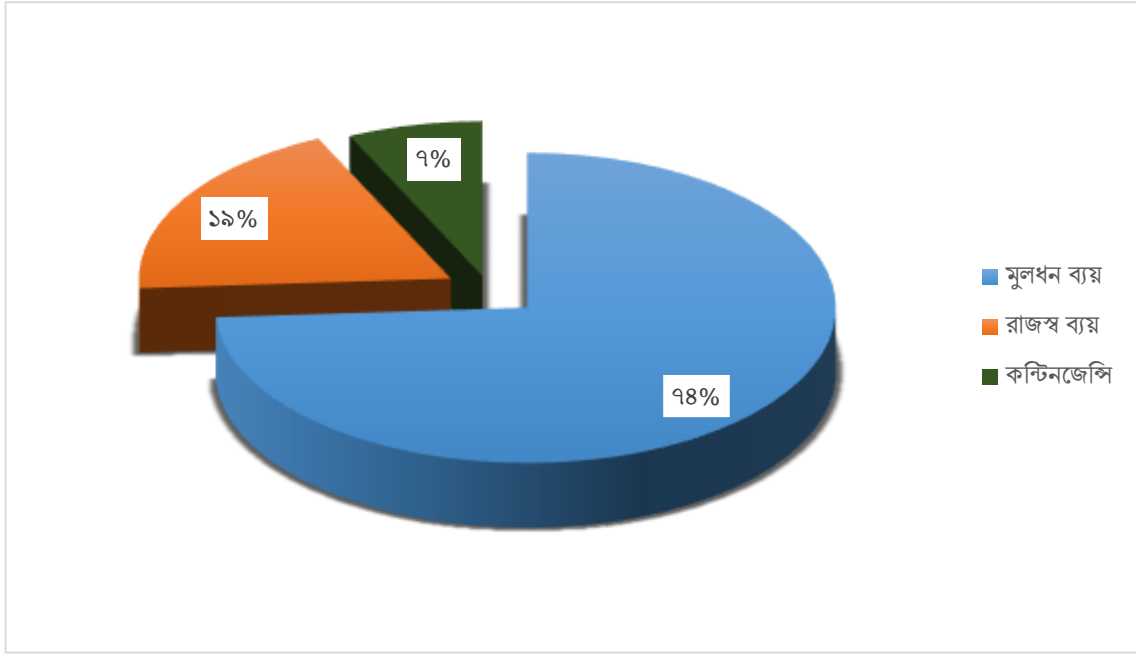
নং	অংগের নাম	সংখ্যা/ পরিমাণ	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য (PA)		মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা)	বাস্তব ও আর্থিক মার্চ ২২ পর্যন্ত	অগ্রগতি (%)
				আরপিএ	ডিপিএ			
(খ) মূলধন ব্যয়								
২২.	মোটর যান							
	(ক) জীপ (২৭০০ সিসি)	১টি	৫৬.৮৬	০.০০	০.০০	৫৬.৮৬	-	-
	(খ) পিক-আপ (ডাবল কেবিন)	১টি	৪৮.০০	০.০০	০.০০	৪৮.০০	-	-
	(গ) মোটর সাইকেল (১২৫ সিসি)	২টি	২.৮০	০.০০	০.০০	২.৮০	-	-
২৩.	কম্পিউটার এবং যন্ত্রাংশ	৫টি	৭.৫০	০.০০	০.০০	৭.৫০	৫.৩৩	৭১.০৬%
২৪.	অফিস সরঞ্জামাদি							
	(ক) প্রিন্টার	২টি	১.০০	০.০০	০.০০	১.০০	০.৬৩	৬৩.০০%
	(খ) ফটোকপিয়ার	১টি	৩.০০	০.০০	০.০০	৩.০০	২.৮১	৯৩.৬৬%
	(গ) স্ক্যানার	২টি	১.০০	০.০০	০.০০	১.০০	০.৩৮	৩৮.০০%
	(ঘ) লেভেলিং মেশিন	১টি	৫.০০	০.০০	০.০০	৫.০০	২.৭৮	৫৫.৬০%
	(ঙ) এয়ার কুলার	৩টি	৪.৫০	০.০০	০.০০	৪.৫০	১.৩৮	৩০.৬৬%
২৫.	আসবাবপত্র	থোক	২৫.০০	০.০০	০.০০	২৫.০০	-	-
২৬.	গ্যাস পাইপ লাইনের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ	১০ একর	৭৮২৫.০০	০.০০	০.০০	৭৮২৫.০০	-	-
২৭.	এক্সেস রোড	৩৩৭মি:	০.০০	০.০০	১৫৩৭.০৫	১৫৩৭.০৫	-	-
২৮.	পেডেস্ট্রিয়ান রোড	৭৬২০ মি:	৪৫৮.৬৩	০.০০	০.০০	৪৫৮.৬৩	৪.৬৬	১.০২%
২৯.	সংরক্ষণ খাল ও সংরক্ষণ পুকুর নির্মাণ এবং পাম্প স্টেশন স্থাপন	১৭১৪০০ ঘ: মি:	০.০০	০.০০	৬৪৫১.৪৪	৬৪৫১.৪৪	-	-
৩০.	টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা	২৩ কি: মি:	০.০০	২৮৮৫.৪৭	০.০০	২৮৮৫.৪৭	-	-
৩১.	গ্যাস সরবরাহ পাইপ লাইন	৬ কি: মি:	০.০০	১১৮৪৮.৬৯	০.০০	১১৮৪৮.৬৯	২৫০০.০০	২১.০৯%
৩২.	সীমানা প্রাচীর	৭০০০ মি:	০.০০	০.০০	৩১১.৭০	৩১১.৭০	-	-
৩৩.	ভূমি উন্নয়ন	৭৯০০০ ০০ ঘ: মি:	০.০০	০.০০	৯৭৬৩৯.৯১	৯৭৬৩৯.৯১	৫৩১২৮.০৩	৫৪.৪১%
৩৪.	পাওয়ার/ইলেক্ট্রিক ইকুইপমেন্ট (পাওয়ার স্টেশন, সাব-স্টেশন এন্ড ট্রান্সমিশন লাইন	৪৬.০০	০.০০	০.০০	৬১৮৭৬.৪৮	৬১৮৭৬.৪৮	-	-
উপ-মোট (মূলধন ব্যয়)		-	৮৪৩৮.৩০	১৪৭৩৪.১৬	১৬৭৮১৬.৫৮	১৯০৯৮৯.০৪ (৭৪.০)	৫৫৬৪৬.০০	-
সর্বমোট কন্টিনজেন্সি বাজেট		-	৪৫,৩৮৯.৫২	১৪,৭৩৩.৫৯	১৬,৭৮১.৬৬	২৩৯,৯১৭.৩		
(গ) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি		২%	৯.১৭	২৯৪.৬৮	৩৩৫৬.৩৩	৩৬৬০.১৮		
(ঘ) প্রাইস কন্টিনজেন্সি		৮%	৩৬.৬৯	১১৭৮.৭৩	১৩৪২৫.৩৩	১৪৬৪০.৭৫		
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ):			৪৫৪৩৫.৩৮ (২৯৫.০০)	১৬২০৭.৫৭	১৯৬৫৭৫.০১	২৫৮২১৭.৯৬		

উৎস: ডিপিপি, মার্চ ২০১৯

প্রকল্পের আর্থিক ব্যয় বিভাজন

মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৭৪% মূলধন ব্যয়, ১৯% রাজস্ব ব্যয় ও বাকি ৭% কন্টিনজেন্সি হিসেবে লেখচিত্র ১ এ দেখানো হয়েছে। প্রয়োজনীয় মূলধন ব্যয় ৩টি খাতে সম্পন্ন হবে। পণ্য-ক্রয় যেমন- কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম। কার্যক্রম প্রধানত দুটি খাতে বিভক্ত- (১) ভূমি উন্নয়ন, সংরক্ষণ খাল ও পুকুর এবং এক্সেস রোড অন্যটি হলো (২) ইউটিলিটিসমূহ, যেমন- বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা। মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৪১% ভূমি উন্নয়ন, সংরক্ষণ খাল ও পুকুর এবং এক্সেস রোডের জন্য এবং ২৬% ইউটিলিটিসমূহের জন্য। সেবা-ক্রয় হিসেবে পরামর্শক খাতে প্রায় ১২০ কোটি টাকা খরচ হবে, যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের প্রায় ৫%। একক খাত হিসেবে ভূমি উন্নয়ন সবচেয়ে বড়, যেখানে মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৩৪% খরচ হবে এবং সাব-স্টেশন এবং সঞ্চালন লাইন দ্বিতীয় বৃহত্তম যেখানে ২৪% ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে। তৃতীয় বৃহত্তম খাত হলো গ্যাস পাইপ লাইনের জন্য ভূমি অধিগ্রহণসহ গ্যাস সঞ্চালন লাইন ও সিটি গেট স্টেশন-৭.৬%।

লেখচিত্র ১: আর্থিক ব্যয় বিভাজন



১.৭ প্রকল্পের কর্ম-পরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা

১.১.১ প্রকল্পের কর্ম-পরিকল্পনা

সারণি ৩: পণ্য ক্রয়

Economic Code	Economic Sub-Code	Description of Component	Total Physical & Financial Target					Year 1: 2018-2019(Mar'19-Jun'19)			Year 2: 2019-2020			Year 3: 2020-2021			Year 4: 2021-2022			Year 5: 2022-2023		
			Unit	Unit Cost	Quantity	Total Cost	Weight	Fin. Amount	Physical		Fin. Amount	Physical		Fin. Amount	Physical		Fin. Amount	Physical		Fin. Amount	Physical	
									% of Item	% of Project		% of Item	% of Project		% of Item	% of Project		% of Item	% of Project			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
(a) Revenue																						
3111	3111101	Basic Pay (officer)	no.		4	85.80	0.0003	17.16	20.0	0.007	17.16	20.0	0.007	17.16	20.0	0.007	17.16	20.0	0.007	17.16	20.0	0.007
3111	3111201	Basic Pay (Staff)	no.		1	6.12	0.0000	1.22	20.0	0.000	1.22	20.0	0.000	1.22	20.0	0.000	1.22	20.0	0.000	1.22	20.0	0.000
3111	3111300	Allowances	no.		5	78.25	0.0003	15.65	20.0	0.006	15.65	20.0	0.006	15.65	20.0	0.006	15.65	20.0	0.006	15.65	20.0	0.006
3111	3111302	Conveyance Allowances			LS	18.00	0.0001	3.60	20.0	0.001	3.60	20.0	0.001	3.60	20.0	0.001	3.60	20.0	0.001	3.60	20.0	0.001
3111	3111332	Honorarium			LS	30.00	0.0001	6.00	20.0	0.002	6.00	20.0	0.002	6.00	20.0	0.002	6.00	20.0	0.002	6.00	20.0	0.002
3211	3211106	Entertainment Expenses			LS	30.00	0.0001	6.00	20.0	0.002	6.00	20.0	0.002	6.00	20.0	0.002	6.00	20.0	0.002	6.00	20.0	0.002
3211	3211107	Hiring Charge			LS	30.00	0.0001	6.00	20.0	0.002	6.00	20.0	0.002	6.00	20.0	0.002	6.00	20.0	0.002	6.00	20.0	0.002
3211	3211111	Investment Seminar and Conference	no.		2 (1 Foreign +1 local)	165.00	0.0006							90.00	54.55	0.035	75.00	45.45	0.029			
3211	3211125	Advertisement Expenses			LS	30.00	0.0001	6.00	20.0	0.002	6.00	20.0	0.002	6.00	20.0	0.002	6.00	20.0	0.002	6.00	20.0	0.002
3211	3211129	Office Building Rental			LS	72.00	0.0003	14.40	20.0	0.006	14.40	20.0	0.006	14.40	20.0	0.006	14.40	20.0	0.006	14.40	20.0	0.006
3211	3211131	Out Sourcing	no.		14	194.03	0.0008	38.81	20.0	0.015	38.81	20.0	0.015	38.81	20.0	0.015	38.81	20.0	0.015	38.81	20.0	0.015
3231	3231101	Foreign Training and study tours for officers	no.		2 Training 5 Site visit	205.00	0.0008		20.0		71.00	34.6	0.027	71.00	34.63	0.027	42.00	20.5	0.016	21.00	10.2	0.008
3241	3241101	Domestic Travel Expenses			LS	30.00	0.0001	6.00	20.0	0.002	6.00	20.0	0.002	6.00	20.0	0.002	6.00	20.0	0.002	6.00	20.0	0.002
3243	3243101	Petrol & Lubricants			LS	70.00	0.0003	14.00	20.0	0.005	14.00	20.0	0.005	14.00	20.0	0.005	14.00	20.0	0.005	14.00	20.0	0.005
3243	3243102	Gas			LS	40.00	0.0002	8.00	20.0	0.003	8.00	20.0	0.003	8.00	20.0	0.003	8.00	20.0	0.003	8.00	20.0	0.003
3255	3255102	Printing & Binging			LS	30.00	0.0001	6.00	20.0	0.002	6.00	20.0	0.002	6.00	20.0	0.002	6.00	20.0	0.002	6.00	20.0	0.002

3255	3255105	Other Stationery			LS	30.00	0.0001	6.00	20.0	0.002	6.00	20.0	0.002	6.00	20.00	0.002	6.00	20.0	0.002	6.00	20.0	0.002
3257	3257101	Consultant Fee (D/D, Procurement assistance & C/S)*			F-310 MM (21 nos.) L-413 MM (22 nos.)	11976.77	0.0464	629.98	5.26	0.244	2521.11	21.0	0.976	2521.11	21.05	0.976	2521.11	21.1	0.976	3783.46	31.6	1.465
3821	3821101	Custom Duty (import tax)			LS	7150.00	0.0277	1787.50	25.00	0.692	1787.50	25.0	0.692	1787.50	25.00	0.692	1787.50	25.0	0.692			
3821	3821104	Tax/Vat			LS	28554.60	0.1106	1470.56	5.15	0.570	6724.61	23.6	2.604	11921.54	41.75	4.617	6113.54	21.4	2.368	2324.34	8.14	0.900
3911	3911112	Unexpected Expenditure			LS	102.43	0.0003	54.43	53.14	0.021	12.00	11.7	0.005	12.00	11.72	0.005	12.00	11.7	0.005	12.00	11.7	0.005
	Sub Total (a)					48927.99		4097.31			11271.06			16557.99			10705.99			6295.64		
(b) Capital																						
		Goods																				
4112	4112101	Motor Vehicle																				
		(1) Jeep (2700 cc) (including reg. fee and CNG Conversion)	no.		1	56.86	0.000220	56.86	100.00	0.022												
		(2) Pick up (double cabin) (including reg. fee and CNG Conversion)	no.		1	48.00	0.000186	48.00	100.00	0.019												
		(3) Motor Cycle (125 cc)	no.	1.40	2	2.80	0.000011	2.80	100.00	0.001												
4112	4112202	Computer Accessories (laptop)	no.	1.50	5	7.50	0.00003	7.50	100.00	0.003												
4112	4112310	Office Equipment																				
		(1) Printer	no.	0.50	2	1.00	0.000004	1.00	100.00	0.001												
		(2) Photocopier	no.	3.00	1	3.00	0.000012	3.00	100.00	0.001												
		(3) Scanner	no.	0.50	2	1.00	0.000004	1.00	100.00	0.001												
		(4) Leveling Machine (Total Station)	no.	5.00	1	5.00	0.000019	5.00	100.00	0.002												
		(5) Air Cooler	no.	1.50	3	4.50	0.000017	4.50	100.00	0.002												
4112	4112314	Furniture	-	-	LS	25.00	0.0001	25.00	100.	0.01												

১.১.২ প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা

নিম্নে ৩টি সারণির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ক্রয় পরিকল্পনা দেখানো হলো। সারণিগুলো ৪, ৫ ও ৬ যথাক্রমে পণ্যক্রয়, কার্যক্রয় ও সেবাক্রয়ের জন্য।

সারণি ৪: পণ্য ক্রয়

প্যাকেজ নং	পণ্যের নাম	একক	সংখ্যা	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
GD1	মটর যানবাহন ক্রয় (জিপ ১টি, পিকআপ ১টি, মটর সাইকেল ২টি)	সেট	১	ওটিএম (এনসিবি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০৭.৬৬ (ক্রয় হয়নি)
GD2	কম্পিউটার ক্রয়, আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম (ল্যাপটপ-৫টি, প্রিন্টার-২টি, ফটোকপিয়ার-১টি, স্কেনার-২টি, লেভেলিং মেশিন-১টি, এয়ার কোলার-৩টি)	সেট	১	ওটিএম (এনসিবি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২২.০০
GD3	আসবাবপত্র ক্রয়	সেট	১	ওটিএম (এনসিবি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৫.০০ (ক্রয় হয়নি)
মোট পণ্য							১৫৪.৬৬

উৎস: ডিপিপি ২০১৯

সারণি ৪ এ ডিপিপি অনুযায়ী পণ্য ক্রয় দেখানো হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মটরযান (GD1) এবং আসবাব-পত্র (GD3) ক্রয় করা হয়নি। শুধু কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম ক্রয় করার জন্য ২২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

সারণি ৫: ভূমি উন্নয়নসহ অন্যান্য মূলধন ব্যয়

প্যাকেজ নং	কার্যের নাম	একক	সংখ্যা	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকা) (শতকরা হার)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
WD1	ভূমি উন্নয়ন মাটি ভরাট	ঘন মিটার	৭৯ লক্ষ	ওটিএম (আইসিবি)	সিসিজিপি	জাইকা	৯৭,৬৩৯.৯১ (৫৩.৪%)
	সীমানা প্রাচীর	মিটার	৭০০০				৩১১.৭০ (০.২%)
	প্রবেশপথ	ঘন মিটার	৩৩				১৫৩৭.০৫ (০.৮%)
	সংরক্ষিত খাল, পুকুর এবং পানির পাম্প স্টেশন	ঘন মিটার	১৭১৪ ০০				৬৪৫১.৪৪ (৩.৫%)
মোট							১০৫৯৪০.১ (৫৭.৯%)
WD6	অভ্যন্তরীণ অঙ্কসজ্জা			ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২.৫৮ (০.০০১)
WD2	গ্যাস সরবরাহ লাইন	কিঃমিঃ	৬	ডেলিগেটেড (ওটিএম/এলসিবি)	সিসিজিপি	জাইকা	১১,৮৪৮.৬৯ (৬.৫%)
WD3	টেলিযোগাযোগ সরবরাহ পদ্ধতি	কিঃমিঃ	২৩	ডেলিগেটেড	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	জাইকা	২,৮৮৫.৪৭ (১.৬%)
WD4	বিদ্যুৎ কেন্দ্র, উপকেন্দ্র এবং সরবরাহ লাইন	মেগা ওয়াট	৪৬	ডেলিগেটেড (ওটিএম/আইসিবি)	সিসিজিপি	জাইকা	৬১,৮৭৬.৪৮ (৩৩.৮%)
WD5	পথচারী চলাচল রাস্তা		৭৬২০	ওটিএম (এসসিবি)	হোপ	জিওবি	৪৫৮.৬৩ (০.৩%)
মোট কার্য							১৮৩,০০৯.৩৭ (১০০%)

উৎস: ডিপিপি, ২০১৯

সারণি-৪ এ প্রদর্শিত মূলধন ব্যয়ে প্রাক্কলন অনুযায়ী খরচ হবে প্রায় ১,৮৩০ কোটি টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৭১%। মোট মূলধন ব্যয়ের ৫৩% ভূমি উন্নয়ন ও মাটি ভরাটের কাজ, ৩৪% উপকেন্দ্র ও সঞ্চালন লাইন, ৮% প্রবেশ পথ, ৭% গ্যাস সরবরাহ লাইন ইত্যাদি। পরামর্শক সেবা সারণি ৬ এ প্রদর্শিত হলো এর জন্য প্রায় ১২০ কোটি টাকা ব্যয় হবে।

সারণি ৬: পরামর্শক সেবা

প্যাকেজ নং	কার্যের নাম	একক	সংখ্যা	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকা) (টোল্ড ও ভ্যাট ছাড়া)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
PS1	পরামর্শক সেবা	এমএম	এফ-৩১০ এমএম (২১ টি) এল-৪১৩ এমএম (২২ টি)	কিউসিবিএস	সিসিজিপি	জাইকা	১১৯,৭৬.৭৭

উৎস: ডিপিপি, ২০১৯

১.৮ লগ ফ্রেম

সারণি ৭: লগফ্রেম অনুযায়ী লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, আউটপুট ও ইনপুটসমূহ

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	অবজেক্টিভলি ভ্যারিফাইয়েবল ইন্ডিকেটর (OVI)	মিনস অব ভেরিফিকেশন (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমানসমূহ (IA)
ক. লক্ষ্য			
বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা	<ul style="list-style-type: none"> আড়াইহাজারের অর্থনৈতিক অঞ্চলে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করা উক্ত অঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি করা 	<ul style="list-style-type: none"> বাস্তবায়ন সংস্থা কর্তৃক প্রতিবেদন 	<ul style="list-style-type: none"> নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প সমাপ্ত করা ও সফলভাবে কাজ শুরু করা।
খ. উদ্দেশ্য			
জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চলে অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নত করা	<ul style="list-style-type: none"> প্রকল্পের শেষে অর্থনৈতিক অঞ্চলে ভাড়াটীদের জন্য প্রকল্প এলাকার বাইরে পর্যাপ্ত অবকাঠামো প্রস্তুত করা 	<ul style="list-style-type: none"> বিনিয়োগকারী কোম্পানিসমূহের জরিপ 	<ul style="list-style-type: none"> সাইট উন্নয়নে অর্থনৈতিক অঞ্চল অনুসারে সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সময়সূচি দক্ষ কার্যক্রম ও রক্ষণাবেক্ষণ
গ. আউটপুট			
<ul style="list-style-type: none"> ভূমি উন্নয়ন ও সীমানা প্রাচীর অর্থনৈতিক অঞ্চল পর্যন্ত ঢোকান রাস্তা ও পথচারী চলাচলের রাস্তা অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য সংরক্ষিত খাল ও সংরক্ষিত পুকুর গ্যাস সরবরাহ লাইন স্থাপন টেলিযোগাযোগ লাইন সরবরাহ পাওয়ার স্টেশন ও সাবস্টেশন ও সঞ্চালন লাইন 	<ul style="list-style-type: none"> ভূমি উন্নয়নঃ ৭৯ লক্ষ ঘন মি সীমানা প্রাচীরঃ ৭,০০০ মি এক্সেস রোডঃ ৩৩৭ মি পথচারীর চলাচলের রাস্তাঃ ৭৬২০ মি সংরক্ষিত খাল ও সংরক্ষিত পুকুরঃ ১৭১,৪০০ ঘন মি গ্যাস লাইনঃ ৬ কিমি টেলিযোগাযোগ লাইনঃ ২৩ কিমি পাওয়ার স্টেশন ও সাবস্টেশনঃ ৩৫ মেগাওয়াট 	<ul style="list-style-type: none"> অবকাঠামোগত সেবা দ্বারা ব্যবহারকারী বিনিয়োগকারীদের জরিপ 	<ul style="list-style-type: none"> যথাসময়ে সুষ্ঠুভাবে সাইট উন্নয়ন সাধন
ঘ. ইনপুট			
<ul style="list-style-type: none"> প্রতিটি মূল অবকাঠামোর 	<ul style="list-style-type: none"> মোট ব্যয়ঃ ২৫৮২.১৭ কোটি 	<ul style="list-style-type: none"> বাস্তবায়নকারী 	<ul style="list-style-type: none"> জমি অধিগ্রহণে বিলম্ব না

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	অবজেক্টিভলি ভ্যারিফাইয়েবল ইন্ডিকেটর (OVI)	মিনস অব ভেরিফিকেশন (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমানসমূহ (IA)
<p>পূর্ণাঙ্গ নকশা</p> <ul style="list-style-type: none"> নির্মাণ কাজ তদারকি ৩৩৭ মিটার প্রকল্পের প্রবেশের রাস্তা নির্মাণ সংরক্ষণ খাল ও সংরক্ষণ পুকুরসহ পামপিং স্টেশন নির্মাণ ৪৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং ৩৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র নির্মাণ ৬ কিমি গ্যাস সঞ্চালন লাইন এবং গ্যাস স্টেশন নির্মাণ অর্থনৈতিক অঞ্চল পর্যন্ত ২৩ কিমি অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল এবং টেলিফোন এক্সচেঞ্জ নির্মাণ 	<p>টাকা (জিওবি ৪৫৪.৩৫ কোটি টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ২১২৭.৮২ কোটি টাকা)</p> <ul style="list-style-type: none"> পরামর্শক ফিঃ ১১৯.৭৭ কোটি টাকা ভূমি উন্নয়ন ও মাটি ভরাটঃ ৯৭৬.৪ কোটি টাকা বিদ্যুৎ কেন্দ্র, উপকেন্দ্র এবং সরবরাহ লাইনঃ ৬১৯ কোটি গ্যাস লাইনঃ ১১৮.৫ কোটি 	<p>সংস্থার রেকর্ড ও রিপোর্ট</p> <ul style="list-style-type: none"> পরামর্শদাতার রেকর্ড এবং রিপোর্ট পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন 	<p>হওয়া</p> <ul style="list-style-type: none"> তহবিলের স্থিতিশীল প্রবাহ পরামর্শক ও ঠিকাদারসহ সময়মত প্রকল্প ব্যবস্থাপনা জনবল নিয়োগ ও স্থাপন

উৎস: ডিপিপি, মার্চ ২০১৯

১.৯ এক্সিট প্ল্যান

বাস্তবায়নকারী প্রকল্প ইউনিট কর্তৃক প্রকল্পটি সম্পন্ন করার পর বেজা'র মাধ্যমে বাংলাদেশ এমইজেড লিমিটেড-কে হস্তান্তর করার কথা। কিন্তু ডিপিপিতে প্রকল্পের এক্সিট প্ল্যান নামে কোন অনুচ্ছেদ নেই। অথচ যে কোন প্রকল্পের জন্য এক্সিট প্ল্যান থাকা প্রয়োজন। কারণ এক্সিট প্ল্যান প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে ভবিষ্যতের জন্য একটি নীলনকশা প্রদান করে যেটি সাফল্যের পরিমাপ হিসাবে কাজ করে এবং বিদেশি বিনিয়োগকারী ও উদ্যোক্তাদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে। এক্সিট প্ল্যান থাকলে প্রকল্পটির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিদেশি বিনিয়োগকারী ও উদ্যোক্তাগণ আগে থেকেই একটি পরিষ্কার পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে পারতেন যার উপর ভিত্তি করে বিদেশি বিনিয়োগ সম্প্রসারিত হতে পারে।

১.১০ টেকসইকরণ পরিকল্পনা

প্রতিটি প্রকল্পের কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর কার্যক্রমগুলো চলমান রাখা এবং প্রকল্প কার্যক্রমের স্থিতিশীলতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর জন্য এক্সিট প্ল্যান এবং কিভাবে প্রকল্পের কার্যক্রমগুলো চলমান থাকবে তার জন্য আগেই পরিকল্পনা করে রাখতে হয়। তা না হলে উন্নয়নের গতিশীলতা বজায় থাকে না। প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে প্রায় ১০০টি শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হবে, যেখানে প্রায় এক লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হবে। সুমিতোমো কর্পোরেশন জাপান ও বেজা মিলে *বাংলাদেশ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল লিমিটেড* নামে একটি যৌথ মালিকানা কোম্পানি গঠিত হয়েছে, যেটি স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডে নিবন্ধিত হয়েছে। উক্ত কোম্পানি অর্থনৈতিক অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ সড়ক, নিষ্কাশন লাইন, প্লট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন করবে। ভবিষ্যতে যখন অর্থনৈতিক অঞ্চল উৎপাদনে যাবে তখন উক্ত কোম্পানি দায়িত্ব নেবে। শিল্প প্লট বরাদ্দের মাধ্যমে ও দীর্ঘমেয়াদী লিজের মাধ্যমে কোম্পানির আয় হবে যেখান থেকে অর্থনৈতিক অঞ্চলটির পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় নির্বাহ করা হবে। প্রতি বছর ৩০ হেক্টর করে প্লটের চাহিদার ভিত্তিতে ৫ বছরে অর্থনৈতিক অঞ্চলের সবগুলো প্লটের লিজ দেয়া শেষ হবে। লিজ থেকে প্রাপ্ত আয় ছাড়াও বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ও টেলিযোগাযোগ থেকে কোম্পানিটি আয় করতে পারবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালন পদ্ধতি ও সময়ভিত্তিক পরিকল্পনা

২.১ ভূমিকা

প্রকল্প দলিলাদি ও আইএমইডি হতে প্রাপ্ত Terms of Reference (TOR)-এর আলোকে পরামর্শকদল চলমান প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার কার্যপদ্ধতি নির্ণয় করেছে। সমীক্ষা পদ্ধতিটির কৌশল ও কার্যক্রম মূলত TOR-এ বর্ণিত পরামর্শকের দায়িত্ব ও কার্যপরিধির উপর ভিত্তি করেই প্রণীত হয়েছে। যাহোক, প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার কার্যপদ্ধতির মূল কাজ হলো পরিচালন পদ্ধতি। TOR-এ উল্লিখিত কার্যপরিধির আলোকে সমীক্ষার ফলাফলসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

২.২ পরামর্শক/ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (TOR)

কার্যপরিধি (TOR)	বাস্তবায়ন পদ্ধতি (Implementation Method)	সূত্র (Reference)
(১) প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল প্রয়োজ্য তথ্য) পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ।	<ul style="list-style-type: none"> ডকুমেন্ট রিভিউ (ডিপিপি/বার্ষিক প্রতিবেদন) সমীক্ষা কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন সরোজমিনে জরিপকৃত এলাকা পরিদর্শন পরিমাণগত এবং গুণগত জরিপ পরিচালনা 	<ul style="list-style-type: none"> প্রথম অধ্যায়ের অন্তর্গত অনুচ্ছেদ নং ১.১, অনুচ্ছেদ নং ১.২, অনুচ্ছেদ নং ১.৩, অনুচ্ছেদ নং ১.৪ -এর সারণি নং ১
(২) প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা, অর্থ বছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় ও বিস্তারিত অঙ্গ-ভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা।	<ul style="list-style-type: none"> প্রকল্প অফিস থেকে প্রয়োজনীয় সেকেন্ডারি উপাত্ত সংগ্রহ করে সন্নিবেশন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। 	<ul style="list-style-type: none"> তৃতীয় অধ্যায়ের অন্তর্গত অনুচ্ছেদ নং ৩.১.১ -এর সারণি নং ৯ এবং ১০
(৩) প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগ ফ্রেমের আলোকে Output পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ।	<ul style="list-style-type: none"> প্রকল্প সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়ে পাঁচ বছরের মধ্যে শিল্প কারখানার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রকল্পের উদ্দেশ্য সাধিত হবে। তবে এখন লগ ফ্রেমে উল্লিখিত Output বাস্তবায়িত হচ্ছে। 	<ul style="list-style-type: none"> প্রথম অধ্যায়ের অন্তর্গত অনুচ্ছেদ নং ১.৮ -এর সারণি নং ৬
(৪) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগী গাইডলাইন ইত্যাদি) এবং প্রকল্প দলিল উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয় তুলনামূলক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ।	<ul style="list-style-type: none"> প্রকল্পের বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহ। পিপিআর ২০০৮ এবং জাপানিজ ODA Guideline-2012 অনুসরণ করে সংগৃহীত হয়েছে/হচ্ছে। 	<ul style="list-style-type: none"> তৃতীয় অধ্যায়ের অন্তর্গত অনুচ্ছেদ নং ৩.২.১, অনুচ্ছেদ নং ৩.২.২ এবং অনুচ্ছেদ নং ৩.২.৩-এর সারণি নং ১৩
(৫) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বা সংগৃহীতব্য পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ (টেকসই	<ul style="list-style-type: none"> বেজা এবং সুমিতোমো কর্পোরেশন যৌথভাবে বাংলাদেশ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল লিমিটেড নামে একটি যৌথ মালিকানাধীন কোম্পানি 	<ul style="list-style-type: none"> প্রথম অধ্যায়, পৃঃ ৩

কার্যপরিধি (TOR)	বাস্তবায়ন পদ্ধতি (Implementation Method)	সূত্র (Reference)
পরিকল্পনা) আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ।	গঠন করেছে। এ কোম্পানিটি অর্থনৈতিক অঞ্চলটি পরিচালনা করবে।	
(৬) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা-সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BOQ/TOR, গুণগতমান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ।	○ পণ্য, কার্য ও সেবা-সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তি সম্পর্কিত পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ।	○ তৃতীয় অধ্যায় অনুচ্ছেদ ৩.৬.৫ পৃঃ ৩৪
(৭) প্রকল্পের ঝুঁকি অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা, যেমন - অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা ও প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ।	○ ভৌত কাজ নির্ধারিত জুন ২০২৩-এর মধ্যে সম্পন্ন হবে। কিন্তু ইউটিলিটিসমূহ ডেলিগেটেড ওয়ার্কস-এর মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে। তন্মধ্যে বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র নির্মাণের জন্য ঠিকাদার নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে। এর কারণে প্রকল্প বাস্তবায়ন পিছিয়ে যেতে পারে। তবে সাময়িকভাবে ৩৩ কেভি লাইন থেকে সংযোগ দেয়া হবে।	○ তৃতীয় অধ্যায় অনুচ্ছেদ ৩.১.৬ পৃঃ ১৬
(৮) প্রকল্প অনুমোদন সংশোধন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ।	○ নিবিড় পরিবীক্ষণের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প সংশোধিত হয়নি।	○
(৯) উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তির শর্ত, ক্রয় প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন, অর্থ ছাড় বিল পরিশোধ সম্মতি ও বিভিন্ন মিশন-এর সুপারিশ ইত্যাদির তথ্য-উপাত্তভিত্তিক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ।	○ উন্নয়ন সহযোগী জাইকার ODA গাইডলাইন -২০১২ অনুযায়ী।	○
(১০) প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (Sustainable) করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান।	○ প্রকল্প বাস্তবায়নের পর বাংলাদেশ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল লিমিটেড-এর কাছে হস্তান্তর করা হবে। কোম্পানিটি প্লট তৈরি করবে, রাস্তা-ঘাট নির্মাণ করবে, বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস সরবরাহ করবে। প্লট বরাদ্দ ও প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের মাধ্যমে কোম্পানিটি আয় করবে ও তার প্রয়োজনীয় খরচ নির্বাহ করবে।	○ প্রথম অধ্যায়ের অন্তর্গত অনুচ্ছেদ নং ১.৯
(১১) প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয় অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT Analysis.	○ SWOT Analysis করা হয়েছে।	○ চতুর্থ অধ্যায়ের অন্তর্গত অনুচ্ছেদ নং ৪.১ -এর সারণি নং ৪.১

কার্যপরিধি (TOR)	বাস্তবায়ন পদ্ধতি (Implementation Method)	সূত্র (Reference)
(১২) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে ও জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করবে। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে।	○ জাতীয় কর্মশালায় যথাসময়ে প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করা হবে।	○
(১৩) প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন, কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ।	○ বিগত অক্টোবর ২০১৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত একজন প্রকল্প পরিচালক কাজ করে আসছেন। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি এবং স্টিয়ারিং কমিটির সভা সময়মত হচ্ছে।	○ তৃতীয় অধ্যায়ের অন্তর্গত অনুচ্ছেদ নং ৩.৪ -এর সারণি নং ১৪
(১৪) নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রীর গুণগতমান যাচাই করা (প্রয়োজনে টেস্টের মাধ্যমে) এবং নির্মিত স্থাপনার গুণগতমান পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ।	○ প্রকল্পের শুরু থেকে এ পর্যন্ত প্রধানত ভূমি উন্নয়নের কাজ চলছে। বালি ভরাট, রিটেনশন খাল ও পুকুর তৈরির কাজ চলছে। সরেজমিনে দেখা গিয়েছে গুণগতমান বজায় রেখে উন্নয়নের কাজ চলছে।	○ তৃতীয় অধ্যায় অনুচ্ছেদ ৩.১.৩
(১৫) প্রকল্পের অডিট কার্যক্রম পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ (ইন্টারনাল অডিট ও এক্সটারনাল অডিট, অডিট আপত্তি-সংক্রান্ত)।	○ ফাপাড কর্তৃক এ পর্যন্ত দুবার অডিট হয়েছে। ১ম বার ২০১৯-২০ সালে ও ২য় বার ২০২০-২১ সালে। ১ম বারে সব আপত্তির নিষ্পত্তি হয়েছে ও ২য় বারের সব আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে।	○ তৃতীয় অধ্যায়ের অন্তর্গত অনুচ্ছেদ নং ৩.৫
(১৬) সমীক্ষায় প্রাপ্ত বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সার্বিক পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন।	○ সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।	○ পঞ্চম অধ্যায়ের অন্তর্গত ○ ষষ্ঠ অধ্যায়ের অন্তর্গত অনুচ্ছেদ নং ৬.১
(১৭) আইএমইডি কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালন করা।	○ আইএমইডি কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা হয়েছে ও বিভিন্ন সময়ে আহত সভাগুলোতে যোগদান করা হয়েছে।	

২.৩ এলাকা নির্বাচন

প্রকল্প এলাকাটি নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলার দুটি ইউনিয়ন- দুপতারা ও সাতগ্রাম এবং ৩টি মৌজা যথা-পাঁচগাও, পাঁচরুখী ও দুপতারা অবস্থিত। বর্তমানে ৬২০ একর জমিতে ভূমি উন্নয়ন কার্যক্রম প্রায় শেষ পর্যায়ে। জরিপের জন্য প্রকল্প এলাকার ০২ কিমি-এর মধ্যে অবস্থিত ৭টি গ্রাম (পাঁচরুখী, রাঘবদি, নোয়াগাঁও, পাঁচবাড়িয়া, পাঁচগাও, সিংরাটি ও বান্দি) বাছাই করা হয়েছে।

২.৪ সমীক্ষা পদ্ধতি (Study Methodology)

সমীক্ষার কর্মপদ্ধতিতে সমীক্ষার নমুনা এলাকা নির্দিষ্টকরণ, নির্দেশক নির্বাচন, সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতা নির্বাচন, সমীক্ষার জন্য প্রশ্নমালা ও ছক ব্যবহারের কৌশল পদ্ধতি, সমীক্ষা পরিকল্পনা, সংগৃহীত তথ্যের ব্যবস্থাপনা ও

পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া সমীক্ষায় পরোক্ষ গবেষণা বা ডেস্ক রিভিউ ছাড়াও মাঠ পর্যায়ে প্রাথমিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য দুধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে- (ক) সংখ্যাগত জরিপ (Quantitative Survey) ও (খ) গুণগত জরিপ (Qualitative Survey)। প্রকল্প এলাকার ২ কিমি-এর মধ্যে অবস্থিত ৭টি গ্রামে বসবাসকারী ৩৯২ খানা প্রধানের মতামত গ্রহণের জন্য কাঠামোগত প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে।

২.৫ সংখ্যাগত জরিপ (Quantitative Survey)

২.৫.১ নমুনা পদ্ধতি ও আকার নির্ধারণ

(১) নমুনা পদ্ধতি

এপ্রিল ২০২২ এ প্রকল্প এলাকার অধিবাসীদের প্রশ্নমালার মাধ্যমে জরিপ করা হয়। অন্যান্য উপাত্তের মধ্যে উপকারভোগীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ, প্রাপ্ত সুবিধাদি, ভূমি অধিগ্রহণ, জনসাধারণের প্রত্যাশা, ইত্যাদি বিষয় জরিপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(২) নমুনা আকার নির্ধারণ

আলোচ্য নিবিড় পরিবীক্ষণ কর্মকান্ডে প্রকল্পের উপকারভোগীদের উপর একটি জরিপ পরিচালনা করা হয়। নমুনা এলাকায় যথা-দুপতারা ও সাতগ্রাম ইউনিয়নের প্রধানত ৩টি মৌজায় জরিপ পরিচালিত হয়। গ্রামগুলো হলো- পাঁচরুখী, রাঘবদি, নোয়াগাঁও, পাঁচবাড়িয়া, পাঁচগাও, সিংরাটি ও বান্টি। জরিপের একক হবে খানা। নমুনা আকার নিম্নের ফর্মুলা ব্যবহার করে নির্ধারণ করা হবে।

$$n = \frac{Z^2 p(1-p)}{e^2}$$

Where,

n= Sample size

Z= Normal statistic (1.96) at 5% level of significance

P= Expected proportion (0.5) and,

e= Error margin (0.05)

$$n = \frac{[(1.96)^2 \times 0.5(1-0.5)]}{(0.05)^2} = 384$$

অতএব, জরিপটির নমুনা আকার ৩৮৪। যেহেতু নমুনা চলাকালীন সময়ে কিছুসংখ্যক উত্তরদাতা জরিপে অংশগ্রহণে অস্বীকার করতে পারেন অথবা অনুপস্থিত থাকতে পারেন সেজন্য নমুনা আকার বাড়িয়ে ৩৯০ এ নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ৩৯২টি খানায় জরিপ পরিচালিত হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় বা তার আশেপাশে ৩টি মৌজা আছে- দুপতারা, পাঁচগাও ও পাঁচরুখী। নমুনা এলাকা বাছাই করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকার ২ কিমি-এর মধ্যে অবস্থিত ৭টি গ্রাম থেকে। অতএব, নমুনা ৩টি মৌজায় বা সংশ্লিষ্ট গ্রামগুলোতে সমভাবে বন্টন করা হয়েছে।

সারণি ৮: পরিকল্পিত ও প্রকৃত নমুনার মৌজাভিত্তিক বন্টন

মৌজা	পরিকল্পিত আকার	প্রকৃত আকার	পার্থক্য	দলীয় আলোচনা		মোট
				পুরুষ	নারী	
দুপতারা	১৩০	৫৪	(-)৭৬	৩	১	৪
পাঁচগাঁও	১৩০	১৮৫	(+)৫৫	৩	১	৪
পাঁচরুখী	১৩০	১৫৩	(+)২৩	৩	১	৪
মোট	৩৯০	৩৯২	(+) ২	৯	৩	১২

* দুপতারা মৌজার অধিকাংশ গ্রাম অর্থনৈতিক অঞ্চল থেকে দুই কিমি বেশি দূরত্বে অবস্থিত। সেজন্য নমুনা আকার কম হয়েছে। কিন্তু অন্য দুটি মৌজা থেকে নমুনা বেশি সংগ্রহ করে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হয়েছে।

২.৬ গুণগত জরিপ (Qualitative Survey)

নির্ধারিত প্রশ্নপত্র, গাইডলাইন অথবা চেকলিস্ট অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহকারীগণ উত্তরদাতাগণের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে গুণগত জরিপ সম্পন্ন করেছে। প্রশ্নপত্রেই সাক্ষাৎকার গ্রহণের তথ্য/উত্তর লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে অকাঠামোগত বা উন্মুক্ত প্রশ্নপত্র (Open-ended Question) ব্যবহার করা হয়েছে। প্রকল্পের সরেজমিনে পরিদর্শন, ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য যাচাই, নিবিড় আলোচনা, এফজিডি ইত্যাদির জন্য চেকলিস্ট সম্বলিত ফরম ব্যবহার করা হয়েছে। অধিকন্তু বাস্তব অগ্রগতির মূল্যায়নের জন্য সরেজমিনে প্রকল্প এলাকার ভৌত কাঠামো-সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

২.৬.১ ডেস্ক পর্যালোচনা

সেকেন্ডারি উৎস থেকে সংগৃহীত উপাত্ত প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ পর্যালোচনার মাধ্যমে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থনৈতিক অঞ্চল সংক্রান্ত সাম্প্রতিক সরকারি নীতিমালা, পরিকল্পনা এবং অগ্রাধিকার সম্বন্ধে পর্যালোচনা করা হয়েছে। ডেস্ক পর্যালোচনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক অঞ্চলের অবকাঠামোগত উন্নয়নের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। এছাড়াও কিছু কিছু তথ্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বাংলাদেশ ব্যাংক, শিল্প মন্ত্রণালয়, বিআইডিএস ইত্যাদি উৎস থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

২.৬.২ এফজিডি (FGD)

দলীয় আলোচনায় বিশেষ করে যুবকদের সম্পৃক্ত করা হয়। উল্লিখিত গ্রামগুলো থেকে ০৪ (চার) টি করে মোট ১২ টি দলীয় আলোচনা বা FGD পরিচালিত হয়। দলীয় আলোচনার জন্য একজন পরিচালক বা মডারেটর ছিলেন। তাঁকে সাহায্যের জন্য একজন নোট টেকার (Note Taker) নিয়োজিত ছিলেন। মোট দলীয় আলোচনার ০৯ জন পুরুষ এবং বাকি ০৩ জন নারীদের সাথে পরিচালনা করা হয়েছে। ৩টি মৌজা যথা- দুপতারা, পাঁচগাও ও পাঁচরুখীতে একই সময়ে এফজিডি ০২ এপ্রিল ২০২২ তারিখ হতে শুরু হয়ে ০৬ এপ্রিল ২০২২ তারিখে শেষ হয়।

২.৬.৩ কেআইআই (KII)

মোট ২৪টি কেআইআই পরিচালনা করা হয়। প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মকর্তা, যেমন- প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প ব্যবস্থাপক, নীতি নির্ধারকগণ, টেলিযোগাযোগ, বিদ্যুৎ ও তিতাস গ্যাসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ, অন্যান্য অংশীজন মূল তথ্য প্রদানকারী হিসেবে নেয়া হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ের নেতৃবৃন্দকেও আলোচক হিসেবে সম্পৃক্ত করা হয়। নিকটবর্তী ইউনিয়নের গ্রামগুলো থেকে সমহারে কেআইআই-এর তথ্য প্রদানকারী বাছাই করা হয়।

২.৬.৪ সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ (প্রজেক্ট অফিস ও প্রজেক্ট সাইট)

প্রকল্পের অগ্রগতি দেখার জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মাটি ভরাটের কাজ, সংরক্ষণ খাল ও সংরক্ষণ পুকুর নির্মাণের অবস্থা, এক্সেস রোড, গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহের অবস্থা ইত্যাদি পরিদর্শনের মাধ্যমে জানা যায়। প্রকল্প পরিচালক সমীক্ষা দলকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করেন। এছাড়াও প্রকল্পের তথ্য সংগ্রহ ও অন্যান্য পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে গবেষক দল প্রজেক্ট অফিস ও নারায়ণগঞ্জে সাইট পরিদর্শন করেন।

২.৬.৫ প্রকল্পের SWOT বিশ্লেষণ পদ্ধতি

SWOT বিশ্লেষণ একটি কৌশলভিত্তিক আধুনিক পন্থা যা প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষায় ব্যবহৃত হয়। এটি কোন প্রকল্পের সবল (Strengths), দুর্বল (Weaknesses), সুযোগ (Opportunities) ও ঝুঁকি বা নাজুকতা (Threats) চিহ্নিত করার মাধ্যমে বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াকে যৌক্তিক করে, প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষাকে অধিকতর অর্থবহ করে তোলে এবং প্রয়োজনীয় ভবিষ্যৎ প্রায়োগিক পরামর্শ/দিক নির্দেশনা প্রদান এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে। প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য SWOT বিশ্লেষণ করা হয়েছে (অধ্যায় চতুর্থ)।

Strengths (সবল)

সবলতা হচ্ছে প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ ফ্যাক্টর। প্রকল্পের বাস্তবায়নে সবল দিক হিসেবে কাজ করে ডিপিপি/আরডিপিপি, প্রকল্পের অবস্থান, ডিজাইন, আর্থিক যোগান, পরিচালনা পরিষদ, বাস্তবায়ন ও তদারকির ইতিবাচক দিক, বাস্তবভিত্তিক প্রয়োজনীয়তা বা চাহিদা আছে এবং স্থায়িত্বের সম্ভাবনা রয়েছে ইত্যাদি দিকগুলো চিহ্নিত করা এবং বিশ্লেষণ করা।

Opportunities (সুযোগ)

সুযোগ হচ্ছে প্রকল্পের বাহ্যিক ফ্যাক্টর। এগুলো প্রকল্পের জন্য নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। এগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার, নিয়ন্ত্রণ বা চালনা করতে পারলে ভবিষ্যতে আরও বেশি সুবিধা বা উপকার পাওয়া যেতে পারে। এই সকল ফ্যাক্টরগুলো নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা।

পরামর্শক দলের বাস্তব পর্যবেক্ষণ, সমীক্ষার মাঠ পর্যায়ের তথ্য, প্রকল্প কর্মকর্তাগণের সাথে নিবিড় আলোচনা, এফজিডি এবং স্থানীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত তথ্যের মাধ্যমে প্রকল্পের সবল দিক ও দুর্বল দিক, সুযোগসমূহ ও ঝুঁকিসমূহ নির্ণয় করা হয়েছে।

২.৭ সমীক্ষা পরিচালনার ধাপ

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষাটি সম্পাদনের জন্য কার্যপরিধি (TOR)-এ প্রদত্ত গাইডলাইন অনুসরণ করা হয়েছে। গৃহীত সকল কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে ও ক্রমানুযায়ী সম্পন্ন করা হয়েছে। তবে প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষায় কাজটি নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে কোনো কোনো কার্যক্রম যুগোপভাবে সম্পাদন করতে হয়েছে। কার্যক্রম গ্রহণের বিভিন্ন ধাপ ও পর্যায় নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

ধাপ ১	বিভিন্ন দলিলাদি পর্যালোচনা	<ul style="list-style-type: none">○ প্রভাব মূল্যায়ন টিমের সাথে সভা করা, দায়িত্ব বণ্টন করা এবং কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে।○ প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে সভা করা হয়েছে।○ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পটির বিদ্যমান নথি/দলিলাদি পর্যালোচনা করা হয়েছে (যেমন- ডিপিপি, আরডিপিপি, বিভিন্ন প্রতিবেদন, মনিটরিং প্রতিবেদন, কেস স্টাডি, জরিপ প্রতিবেদন, ইত্যাদি)।
ধাপ ২	বিভিন্ন দলিলাদি পর্যালোচনা	<ul style="list-style-type: none">○ নমুনার আকার নির্ধারণ করা হয়েছে।○ বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নপত্র/চেকলিষ্ট এবং গাইডলাইন তৈরি করা হয়েছে।○ তথ্য সংগ্রহকারী, তত্ত্বাবধানকারী, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, কোডার ইত্যাদি নিয়োগ করা হয়েছে।○ তথ্য সংগ্রহকারী ও তত্ত্বাবধানকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান হয়েছে।○ প্রশ্নপত্র Field Test করা হবে এবং Field Test-এর আলোকে প্রশ্নপত্র চূড়ান্ত করা হয়েছে।○ প্রারম্ভিক প্রতিবেদন তৈরি এবং আইএমইডিতে উপস্থাপন হয়েছে।

Weaknesses (দুর্বল)

দুর্বলতা হচ্ছে প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ ফ্যাক্টর। এটি সাধারণত প্রকল্পের আকাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনে সীমাবদ্ধতা হিসেবে কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, কারিগরি কাজের দক্ষতার অভাব, সময়মত আর্থিক সংস্থান না থাকা, কিংবা দক্ষ জনবলের অভাব ইত্যাদি। প্রকল্পের এ সকল নেতিবাচক দিক চিহ্নিত করে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা।

Threats (ঝুঁকি)

ঝুঁকি হচ্ছে প্রকল্পের বাহ্যিক ফ্যাক্টর। এগুলো প্রকল্প বাস্তবান ও উদ্দেশ্য অর্জন ব্যাহত অথবা প্রকল্পের জন্য সম্ভাব্য হুমকি সৃষ্টি করেছে বা ভবিষ্যতে করতে পারে। এই সকল ফ্যাক্টরগুলো চিহ্নিত করা এবং ঝুঁকি থেকে উত্তরণের সম্ভাব্য উপায় খুঁজে বের করে মতামত উপস্থাপন করা।

খাপ ৩	বিভিন্ন দলিলাদি পর্যালোচনা	<ul style="list-style-type: none"> ○ মাঠ পর্যায় হতে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও সময়ানুযায়ী সংখ্যাগত ও গুণগত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে (Face-to-Face Interview, KII, FGD, and Case Study) □ ○ তত্ত্বাবধানকারীগণ মাঠ পর্যায়ে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহকারীদের কাজ প্রতিদিন তদারকি করা হয়েছে। ○ প্রায় ৫% পূরণকৃত প্রশ্নপত্র পূরণ করার পর-পরই যাচাই করা হয়েছে। ○ কোন অসংগতি পওয়া গেলে পুনরায় প্রশ্নপত্রটি পূরণ করা হয়েছে। ○ স্থানীয় পর্যায় কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।
খাপ ৪	বিভিন্ন দলিলাদি পর্যালোচনা	<ul style="list-style-type: none"> ○ মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্যে কিছু ভুলত্রুটি থাকায় তা সংশোধন করা হয়েছে। ○ সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্ত সংশোধনের পর সেগুলো সাংকেতিক নাম্বার প্রদান করা এবং সে অনুযায়ী কম্পিউটারে ধারণ করা হয়েছে। ○ সংগৃহীত তথ্য/উপাত্তসমূহের পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ○ প্রাপ্ত ফলাফল সারণি (টেবিল), গ্রাফ ইত্যাদি আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। ○ প্রকল্পের সবলতা, দুর্বলতা, সুযোগ এবং ঝুঁকি ইত্যাদি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
খাপ ৫	বিভিন্ন দলিলাদি পর্যালোচনা	<ul style="list-style-type: none"> ○ প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে খসড়া প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। ○ খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনা এবং মতামতের জন্য আইএমইডি-র নিকট দাখিল করা হয়েছে। ○ খসড়া প্রতিবেদনের উপর যথাক্রমে প্রথমে টেকনিক্যাল কমিটি ও পরে স্টিয়ারিং কমিটি-এর সুপারিশের ভিত্তিতে চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক জাতীয় কর্মশালায় উপস্থাপন করা হবে। ○ কর্মশালা হতে প্রাপ্ত পরামর্শ/সুপারিশের আলোকে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও দাখিল করা হবে। ○ চূড়ান্ত প্রতিবেদন ইংরেজিতে অনুবাদ করা হবে।

২.৮ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টস (তথ্য-উপাত্ত, প্রতিবেদন, ডিজাইন) সংগ্রহ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণ

- ফিজিবিলিটি স্টাডি, ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট প্রপোজাল (ডিপিপি);
- ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন;
- ঠিকাদার ও পরামর্শক নিয়োগ সংক্রান্ত টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন;
- প্রকল্প সংশ্লিষ্ট টেন্ডার ডকুমেন্ট, প্রকৌশলী নকশা, ও চুক্তিপত্র;
- সয়েল ইনভেস্টিগেশন ও টপোগ্রাফি রিপোর্ট;
- পরিবেশ-সংক্রান্ত ছাড়পত্র;
- Environmental Plan Management (EPM);
- Initial Environmental Impact Assessment (EIA); এবং
- ল্যাবরেটরি টেস্ট।

২.৯ ভৌত কাজের পরীক্ষা-নিরীক্ষা

প্রকল্প এলাকায় নির্মাণাধীন কাজ যেমন- মাটি ভরাট, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, পিভিডি প্রভৃতি কাজের নথিপত্র বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, পূর্ত কাজের জন্য ব্যবহৃত বালু, ইট, সিমেন্ট, Concrete Work, Reinforcement, রড, Admixture ইত্যাদি গুণগত মানসম্মত ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ব্যবহৃত হচ্ছে।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত ল্যাবরেটরি পরীক্ষাসমূহ টেস্ট স্পেসিফিকেশন ও ফ্রিকোয়েন্সি অনুযায়ী হচ্ছে কিনা তা যাচাই করা হয়েছে। উক্ত টেস্টসমূহের ন্যূনতম ১০% টেস্ট রেজাল্টের ডকুমেন্ট ল্যাবরেটরিতে যাচাই করা হয়েছে।

নমুনা সংগ্রহের তথ্যাদি নিচে (সারণি: ৯) উল্লেখ করা হলো।

সারণি ৯: ল্যাবরেটরি পরীক্ষা-নিরীক্ষা

Sl. No.	Name of Component	Name of Test
1.	Sand	1. Clay lumped friable particles
2.		2. Organic impurities
3.		3. Fineness Modulus
4.		4. Specific Gravity (SSD)
5.		5. Specific Gravity (oven dry)
6.		6. Water Absorption
7.		7. Material finer
8.		8. Coal and Lignite
9.		9. Sodium Sulphate Soundness
10.		10. Potential Alkali Reactivity
11.	Cement	1. Compressive Strength
12.		2. Setting Time
13.		3. Fitnesses
14.	Concrete Work Reinforcement	1. Gradation Test
15.		2. Compressible Strength
16.		3. Tensile Strength of Steel Materials
17.	Reinforcement	1. Tensile Strength
18.		2. Bend and Rebend Test
19.		3. Unit Mass
20.	Admixture	1. Specific Gravity
21.		2. Viscosity
22.		3. Chloride Test

২.১০ সমীক্ষা ব্যবস্থাপনা (Study Management)

০ তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ (Recruitment, Deployment and Training)

সমীক্ষার জন্য মোট ৩৯২ জন উত্তরদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, একজন তথ্য সংগ্রহকারী এ ধরনের সমীক্ষায় দৈনিক গড়ে ৬ জনের তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। এ হিসেবে ১৫জন তথ্য সংগ্রহকারী ১০ কর্মদিবস সময়ের মধ্যে উপকারভোগীর তথ্য সংগ্রহের কাজ সমাধা করতে পারবেন আশা করা যায়। বর্তমান সমীক্ষার জন্য ৭ জন তথ্য সংগ্রহকারী এবং ২ জন সুপারভাইজার নিয়োগের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সুপারভাইজারগণ তথ্য সংগ্রহকারীদের follow-up করেন এবং বিভিন্ন গ্রামে/প্রকল্প সাইটে KII ও FGD পরিচালনা করেন এবং তথ্য সংগ্রহকারীগণ এ ব্যাপারে তাদের সাহায্য করেন। সকল তথ্য সংগ্রহের জন্য মোট ১৫ দিন সময় লেগেছে। প্রারম্ভিক প্রতিবেদন স্টিয়ারিং কমিটির সভায় অনুমোদনের পর তথ্য সংগ্রহকারী ও সুপারভাইজারগণকে ৩ দিনের প্রশিক্ষণ (১ দিন ফিল্ড প্রি-টেস্টিংসহ) প্রশিক্ষণ পেয়েছে এবং প্রশিক্ষণের সময় আইএমইডির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকেছেন। প্রশ্নপত্র চূড়ান্তকরণের পর তাদেরকে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

০ সমীক্ষা ও উপাত্তের মান নিয়ন্ত্রণ (Quality Control)

পরামর্শক ও সুপারভাইজার প্রতিটি প্রশ্নপত্র ও চেকলিস্ট ঠিকমত পূরণ করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখেছেন। তা ছাড়াও মূল পরামর্শকগণ দৈবচয়নের মাধ্যমে ৫% পূরণকৃত প্রশ্নপত্র ও চেকলিস্ট পরীক্ষা করে দেখেন।

উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ (Data Processing and Analysis)

কম্পিউটারের মাধ্যমে উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন করা হয়েছে। মাঠ হতে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত নিয়মতান্ত্রিকভাবে পরিশুদ্ধ করা হয়েছে এবং সেগুলো কম্পিউটারে এন্ড্রির মাধ্যমে রেকর্ড করা হয়। উপাত্ত প্রক্রিয়ার জন্য প্রধানত SPSS Version-20 এবং ক্ষেত্রবিশেষে Microsoft Access ও Microsoft Excel ব্যবহার করা হয়। যথাযথ Tabulation-এর সাহায্যে প্রক্রিয়াকৃত উপাত্ত ও ফলাফল সারণি, গ্রাফ ও চার্ট আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং সেগুলো সমীক্ষার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার জন্য প্রতিবেদনের যথাস্থানে ব্যবহার করা হয়েছে।

○ সমীক্ষা হতে প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ (Analysis of the Results Obtained from the Study)

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান TOR-এ প্রদর্শিত সকল নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা কাজ সম্পন্ন করেন। মাঠ পর্যায়ের তথ্যসমূহ, আলোচনা, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের পর চূড়ান্ত আউটপুটসমূহ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের জন্য বর্তমান সমীক্ষার সহায়ক হয়েছে। সমীক্ষা চলাকালীন সময়ে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান অত্র প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ও বেজার তদারককারী বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, প্রকল্পে নিয়োজিত তদারককারী পরামর্শকদের এবং প্রকল্পের উপকারভোগীদের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা ও যোগাযোগ রক্ষা করেন। প্রকল্পের উদ্দেশ্যাবলির আলোকে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রাপ্ত বিষয়াদি চিহ্নিত করেন। এ সকল প্রাপ্ত বিষয় একত্রিত করে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান তার কার্যপরিধির আলোকে খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন।

○ প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ (Report Preparation)

উল্লিখিত ৪টি প্রতিবেদনের মধ্যে প্রারম্ভিক প্রতিবেদন এবং ১ম খসড়া প্রতিবেদন এরই মধ্যে দাখিল করা হয়েছে এবং টেকনিক্যাল/স্টিয়ারিং সভায় ১ম খসড়া প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করা হয়েছে। ২য় খসড়া প্রতিবেদন জম দেয়ার অপেক্ষায় আছে যা ডেসিমিনেশন কর্মশালার উপস্থাপন করা হবে। টেকনিক্যাল/স্টিয়ারিং কমিটির সুপারিশ অনুসারে প্রতিবেদনটি বর্তমানে চূড়ান্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, চূড়ান্ত প্রতিবেদনটি বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষাতেই প্রস্তুত করা হবে।

২.১১ সম্ভাব্যতা যাচাই জরিপ (Feasibility Study)

প্রকল্পের শুরুর আগে সম্ভাব্যতা যাচাই জরিপ সম্পাদনের জন্য প্রাথমিকভাবে দুটি সাইট - শ্রীপুর ও আড়াইহাজার নির্বাচন করা হয়েছিল। তবে চূড়ান্তভাবে আড়াইহাজারকে নির্বাচন করা হয়েছে ঢাকার নিকটবর্তী এবং ভূমি অধিগ্রহণ জটিলতা কম থাকায়। এর অধীন আরও কিছু জরিপ হয়েছিল, যেগুলো হলো-

- Topographic Survey
- Water Source and Soil Investigation
- Water Supply Plan
- On-site Basic Infrastructure Plan
- Internal Road Plan
- Rainwater Drainage Plan
- Water Supply Plan
- Sewerage Plan
- Gas Distribution
- Power Distribution
- Telecommunication Distribution

২.১২ সময়ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন

নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম চুক্তি সম্পাদনের পর হতে প্রারম্ভিক প্রতিবেদন (Inception Report) পেশ করা পর্যন্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করেছে, যেমন- (ক) পরামর্শকদের দায়িত্ব বণ্টন করা হয়েছে, (খ) প্রকল্প-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকার দলিলাদি/উপকরণ সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে, (গ) নমুনা চয়ন পদ্ধতির মাধ্যমে Sample Size নির্ণীত হয়েছে এবং (ঘ) ১ম খসড়া প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। কারিগরি ও স্টিয়ারিং কমিটির অনুমোদনক্রমে মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ১ম খসড়া প্রতিবেদনের উপর পর্যবেক্ষণ ও মতামতের ভিত্তিতে ২য় খসড়া প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের অনুমোদিত প্রারম্ভিক প্রতিবেদন অনুযায়ী যে সমস্ত কাজ করা হবে তার কর্মপরিকল্পনা (Work Plan) নিম্নে সারণি-৮ এ দেখানো হলো।

সারণি ১০: নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের সময়ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	সময়	মাস																তারিখ
			ফেব্রুয়ারি-২২				মার্চ-২২				এপ্রিল-২২				মে-২২				
			১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম	৬ষ্ঠ	৭ম	৮ম	৯ম	১০ম	১১ম	১২ম	১৩ম	১৪ম	১৫ম	১৬ম	
১	চুক্তি স্বাক্ষর	১ দিন			■													০৬/০২/২১	
২	খসড়া প্রারম্ভিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও দাখিল	১৪ দিন			■	■	■											০৭/০২/২২-২০/০২/২২	
৩	টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী রিপোর্ট সংশোধন	০৬ দিন					■											২১/০২/২২-২৭/০২/২২	
৪	স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক ইনসেপশন রিপোর্ট অনুমোদন	০৩ দিন					■											২৮/০২/২২-০২/০৩/২২	
৫	প্রশ্নমালা চূড়ান্তকরণ ও মাঠ পর্যায়ের জনবল নিয়োগ	১৬ দিন						■										১০/০৩/২০২২- ২৫/০৩/২০২২	
৬	প্রশিক্ষণ,সরেজমিন পর্যবেক্ষণ ও মাঠ পর্যায়ে উপাত্ত সংগ্রহ							■	■										
৭	উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রমের তদারকি							■	■										
৮	FGD পরিচালনা করা							■	■										
৯	স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা অনুষ্ঠান করা	২০ দিন							■									২৬/০৩/২০২২-১৪/০৪/২০২২	
১০	সংগৃহীত উপাত্ত সম্পাদনা								■	■									
১১	ডাটা এন্ট্রি ও যাচাইকরণ								■	■	■								
১২	টেবুলেশন সম্পাদন করা								■	■	■								
১৩	ডাটা বিশ্লেষণ	১০ দিন								■	■							১৫/০৪/২০২২- ২৪/০৪/২০২২	
১৪	১ম খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন ও দাখিল									■	■								
১৫	খসড়া প্রতিবেদন টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা। টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশের আলোকে খসড়া প্রতিবেদন সংশোধন ও ২য় খসড়া প্রতিবেদন দাখিল	১১ দিন												■				২৫/০৪/২০২২-০৫/০৫/২০২২	
১৬	জাতীয় পর্যায়ের সেমিনারে চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন ও মতামত সংগ্রহ	৫ দিন												■	■			০৬/০৫/২০২২- ১০/০৫/২০২২	
১৭	সেমিনারের মতামতের ভিত্তিতে খসড়া প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল	৬ দিন														■		১১/০৫/২০২২-১৫/০৫/২০২২	
মোট			১০০ দিন																

তৃতীয় অধ্যায় ফলাফল পর্যালোচনা

৩.১ প্রকল্পের অগ্রগতি

সমীক্ষায় প্রকল্পের অগ্রগতি দুভাবে বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে, (ক) ভৌত কাজের অগ্রগতি এবং (খ) আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি। এ ধরনের অগ্রগতি প্রভাব মূল্যায়নের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়েছে।

(ক) ভৌত কাজের অগ্রগতি

৩.১.১ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি

প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন, অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয়, প্রধান প্রধান কার্যক্রমের অগ্রগতি এবং বিস্তারিত অঙ্গ-ভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ নিচে উল্লেখ করা হলো।

সারণি ১১: প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও পুঞ্জীভূত অগ্রগতি

বিষয়	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়			অন্যান্য (অর্থায়ন)	বাস্তবায়ন কাল	অনুমোদনের তারিখ	মার্চ ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি অগ্রগতি (%)	
	মোট	জিওবি	পিএ				আর্থিক	ভৌত
রাজস্ব ব্যয়	৪৮৯২৮.০০	৩৬৯৫১.২৩	১১৯৭৬.৭৭		১লা মার্চ ২০১৯ - ৩০ জুন, ২০২৩	০৫ মার্চ, ২০১৯	৪,৮০৫.৯১ (৯.৮%)	৫৫%
মূলধন ব্যয়	১৯০৯৮৯.০৪	৮৪৩৮.৩০	১৮২৫৫০.৭৪				৫৫,৬৪৬.০০ (২৯.১%)	
মোট	২৫৮২১৭.৯৮	৪৫৪৩৫.৩৮	২১২৭৮২.৫৮				৬০,৪৫১.৯১ (২৩.৮%)	

উৎস: প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়, এপ্রিল ২০২২

মোট ব্যয়ের ৮২ শতাংশ প্রকল্প সাহায্য হিসেবে জাইকা এবং বাকি ১৮ শতাংশ বাংলাদেশ সরকার প্রদান করবে। প্রকল্প কর্তৃপক্ষের হিসেব অনুযায়ী মার্চ ২০২২ সাল পর্যন্ত মোট আর্থিক অগ্রগতি ২৩.৮% (সারণি-১১)। তন্মধ্যে রাজস্ব ব্যয়ে পুঞ্জীভূত অগ্রগতি ৯.৮% এবং মূলধন ২৯.১%। কন্টিনজেন্সি বাদে মার্চ ২০২২ সাল পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি দাঁড়ায় ২৫.২%। প্রকল্প শেষ হতে এক বৎসরের সামান্য বেশি সময় বাকি আছে। যদিও প্রকল্পটি মার্চ ২০১৯ সালে শুরু হয়, কিন্তু ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে কোন টাকা খরচ হয়নি। অক্টোবরে ২০১৯ সালে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের মাধ্যমে প্রকল্পটি প্রকৃতপক্ষে যাত্রা শুরু করে এবং ২০১৯-২০২০ আর্থিক বছরে মোট বরাদ্দের মাত্র ৬.৯ % ভাগ খরচ হয় তৃতীয় বছর থেকে প্রকল্পটির অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য হারে বাড়তে থাকে (সারণি-১২)।

সারণি ১২: বছরভিত্তিক অর্থায়নের অবস্থা, মার্চ ২০২২

সন	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়		মোট	%	প্রকৃত খরচ (লক্ষ টাকা)		মোট	মোট বরাদ্দের শতকরা হার
	জিওবি	পিএ			জিওবি	পিএ		
২০১৮-১৯	১১,৪৪৭.০০	১১,৩৭০.৩৭	২২৮১৭.৩৭	৪.১	-	-		
২০১৯-২০	৮৭৪৯.৯৫	৪৯,৪৮২.৬৭	৫৮,২৩২.৬২	২২.৬	৩২.১৮	১৭,৭০৬.৭৩	১৭,৭৩৮.৯১	৬.৯%
২০২০-২১	১৪,০৩৬.৮৮	৮৩,৪৪১.৭২	৯৭,৪৭৮.৬০	৩৭.৮	১৭৭.৭০	৯০২.৮৪	১,০৮০.৫৪	৪.২%
২০২১-২২	৮,৬৮৯.৩৭	৪৭,৬৩৬.৪৩	৫৬,৩২৫.৮০	২৯.৮	১০২.৬৪	৪১,৬০১.৩৫	৪১,৭০৩.৯৯	১৬.২%
২০২২-২৩	২,৫১২.১৮	২০,৭৯৯.৪৯	২৩,৩১১.৬৭	৯.০				

সন	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়		মোট	%	প্রকৃত খরচ (লক্ষ টাকা)		মোট	মোট বরাদ্দের শতকরা হার
	জিওবি	পিএ			জিওবি	পিএ		
২০২৩-২৪	-							
২০২৪-২৫	-							
মোট	৪৫,৪৩৫.৩৮	২১২,৭৩০.৬৮	২৫৮,১৬৬.০৬	১০০%	৩১২.৫২	৬০,২১০.৯২	৬০,৫২৩.৪৪	

উৎসঃ প্রকল্প পরিচালকের অফিস বেঙ্গা

৩.১.২ ভৌত কাজের অগ্রগতি

ভৌত কাজ দুটি অংশে বিভক্ত, একটি ভূমি উন্নয়ন এবং অন্যটি আনুষঙ্গিক কাজ ও ইউটিলিটি (বিদ্যুৎ, গ্যাস ও টেলিযোগাযোগ)। ভূমি উন্নয়ন ও আনুষঙ্গিক কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে জাপানি কোম্পানি তোয়া (TOA) কর্পোরেশনকে। ভূমি উন্নয়ন ও আনুষঙ্গিক কাজের অংশগুলো হলো-বালু ভরাট, ঢাল সুরক্ষা, রিটেইনিং ওয়াল, সীমানা প্রাচীর, পিভিডি ও সংরক্ষণ খাল, পুকুর ও পাম্পিং স্টেশন। এদের প্রাক্কলিত মূল্য হলো ৯৭৬ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। কিন্তু তোয়া কর্পোরেশনের সাথে ২৬৩ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা কমে ৭১২ কোটি ৮২ লক্ষ টাকায় চুক্তিমূল্য নির্ধারিত হয়েছে। প্রকল্প অফিস থেকে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত ভূমি উন্নয়ন অগ্রগতির তথ্য পাওয়া গেছে যা সারণি-১৩ এ প্রদর্শিত হলো।

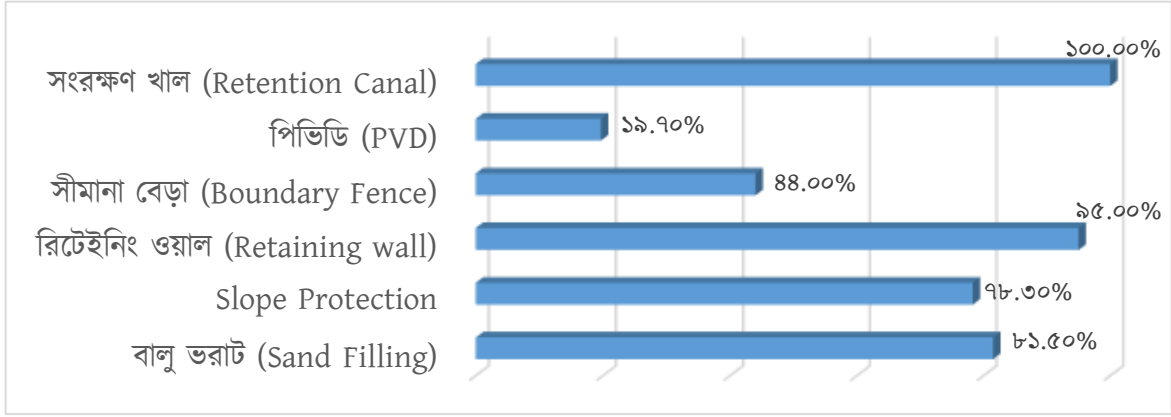
১ ডিসেম্বর ২০২০ সাল হতে ভূমি উন্নয়ন কাজ শুরু হয়েছে। ভূমি উন্নয়নের কাজ মার্চ ২০২০ সাল পর্যন্ত তেমন এগোয়নি। ২০২০ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশে যখন কোভিড-১৯ শুরু হয়, তখন প্রকল্পে কর্মরত জাপানি কর্মকর্তাগণ বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যান এবং ফলে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। আগস্ট ২০২১ সালে তাঁরা আসা শুরু করেন এবং ডিসেম্বর ২০২১ সাল থেকে আবার পুরোদমে কাজ শুরু হয়। কোভিডের ফলে প্রকল্পটির কার্যক্রম অনেকটা বাধাগ্রস্ত হয়। বালু ভরাট কাজ ভূমি উন্নয়নের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। মোট ১০.১৪ মিলিয়ন ঘনমিটার মাটি ভরাটের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল যার মধ্যে ৮.২৭ মিলিয়ন ঘনমিটারের কাজ মার্চ ২০২২ সালের মধ্যে শেষ হয়েছে। শতকরা হিসেবে এটা দাঁড়ায় ৮১.৫%। অনুরূপভাবে ঢাল সুরক্ষার মোট কাজের পরিমাণ ৭৩,১৫৩ ঘনমিটার। এর মধ্যে ৫৭,২৯০ ঘনমিটার কাজ শেষ হয়েছে যা শতকরা হিসেবে প্রায় ৭৮.৩%। রিটেইনিং ওয়ালের কাজ ৯৫% শেষ হয়েছে। সংরক্ষণ খাল পুকুরের গাইড বঁধ নির্মাণ সম্পূর্ণ শেষ হয়েছে। তবে সবচেয়ে কম হয়েছে পিভিডি-এর কাজ। ডিপিপি অনুযায়ী ১৩.৮ মিলিয়ন ঘনমিটারের কাজ হওয়ার কথা, কিন্তু ২০২২ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত মাত্র ২.৭ মিলিয়ন ঘনমিটারের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। শতকরা হিসেবে মাত্র ১৯.৭% এবং সীমানা প্রাচীর ৪৪% সারণি ১৩: ভূমি উন্নয়ন ও আনুষঙ্গিক নির্মাণ কাজের প্রধান কার্যক্রম

কাজের ধরন	মাসিক কার্যক্রম (মার্চ ২০২২)	মার্চ ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (%)			
		পরিমাপ (ঘনমিটার)	অগ্রগতি (ঘনমিটার)	%	মন্তব্য
বালু ভরাট (Sand Filling)	II-B & III এরিয়ার কার্যক্রম চলমান	১০.১৪ মিলিয়ন	৮.২৭ মিলিয়ন	৮১.৫%	এরিয়া: I-A/I-B সমাপ্ত
ঢাল সুরক্ষা (Slope Protection)	II এরিয়ার কাজ ও সংরক্ষণ খাল চলমান	৭৩,১৫৩	৫৭,২৯০	৭৮.৩%	এরিয়া: I-A/I-B সমাপ্ত
রিটেইনিং ওয়াল (Retaining wall)	কাজ চলমান			৯৫% (প্রায়)	
সীমানা বেড়া (Boundary Fence)	I-A & I-B			৪৪%	
পিভিডি (PVD)	II-A & II-B1 এরিয়ার কাজ চলমান	১৩.৮ মিলিয়ন	২.৭ মিলিয়ন	*১৯.৭%	II-A এরিয়া সমাপ্ত
সংরক্ষণ খাল (Retention Canal)	গাইড বঁধ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত			১০০%	

*মূল চুক্তি অনুসারে

সূত্র: বেঙ্গা, মার্চ, ২০২২

লেখচিত্র ২: ভূমি উন্নয়ন অগ্রগতি



৩.১.৩ অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন

৩টি কার্য প্যাকেজের মাধ্যমে বিদ্যুৎ, গ্যাস ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা প্রকল্প এলাকায় ডেলিগেটেড ওয়ার্কস-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। মাঠ পর্যায়ে এদের ভৌত কাজ শুরু হয়নি।

সারণি ১৪: অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন

প্যাকেজ	প্রধান কাজের ধরন	বর্তমান অবস্থা/অগ্রগতি
প্যাকেজ-২ উপকেন্দ্র এবং সঞ্চালন লাইন	<ul style="list-style-type: none"> ২৩০ কেভি বৈদ্যুতিক উপ-কেন্দ্র নির্মাণ ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ 	<ul style="list-style-type: none"> মূল নকশার কাজ সমাপ্ত হয়েছে। রুট সার্ভে সমাপ্ত হয়েছে। পিজিসিবি কর্তৃক রুট সার্ভে পর্যালোচনা করা হয়েছে।
প্যাকেজ-৩ গ্যাস পাইপ লাইনের উন্নয়ন	<ul style="list-style-type: none"> গ্যাস স্টেশন নির্মাণ (১০০ এমএমসিএফডি) গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণ ৬ কিমি বিদ্যমান গ্যাস পাইপ লাইন স্থানান্তর এবং অপসারণ সিজিএস নির্মাণ অর্থনৈতিক অঞ্চলের সীমানার ভিতরে 	<ul style="list-style-type: none"> সংগ্রহ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। স্থাপনা নির্মাণের জন্য ঠিকাদার বাছাই করা হয়েছে। এপ্রিল ২০২২-এর মধ্যে বিদ্যমান গ্যাস পাইপ লাইন স্থানান্তর ও অপসারণ সম্পন্ন করার কথা ছিল কিন্তু হয়নি।
প্যাকেজ-৪ টেলিযোগাযোগ উন্নয়ন	<ul style="list-style-type: none"> ২৩ কিমি অপটিক ফাইবার লাইন নির্মাণ 	<ul style="list-style-type: none"> বিটিসিএল থেকে কোটেশন সংগ্রহ করা হয়েছে। জুন ২০২২-এর মধ্যে কাজ সম্পন্ন হবে।

ইউটিলিটি সেবা প্রদানকারী তিনটি সংস্থা যথাক্রমে (১) পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি বাংলাদেশ (পিজিসিবি), (২) গ্যাস সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান (তিতাস গ্যাস লিমিটেড), ও (৩) বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল) কাজের অগ্রগতি নিচে বর্ণনা করা হলো।

৩.১.৪ টেলিযোগাযোগ সাপ্লাই সিস্টেম

বেঙ্গা কর্তৃপক্ষ ডেলিগেটেড ওয়ার্কস হিসাবে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)-কে প্রকল্প এলাকায় টেলিকমিউনিকেশন সেবা প্রদান করার জন্য নির্বাচিত করে। বিটিসিএল এ কাজের জন্য একজন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দিয়েছে এবং টেন্ডারের মাধ্যমে ঠিকাদার নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। এ কাজটি ফেব্রুয়ারি ২০২৩ সালের মধ্যে সম্পন্ন হওয়ার কথা রয়েছে। সম্প্রতি প্রতিষ্ঠানটির একটি কারিগরি দল প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেছেন। ডিপিপিতে প্রস্তাবিত রুটটি হচ্ছে ভুলতায় অবস্থিত বিটিসিএল-এর স্টেশন হতে ২৩ কিমি দীর্ঘ আন্ডারগ্রাউন্ড অপটিক ফাইবার ক্যাবলের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার অভ্যন্তরে একটি এক্সচেঞ্জ স্থাপন করে টেলিফোন ও ইন্টারনেট সেবা পৌঁছে

দেবে। ঢাকা সিলেট মহাসড়কের সম্প্রসারণ কাজ শীঘ্র শুরু হতে যাচ্ছে বিধায় বর্তমানে আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবল লাইনের পরিবর্তে সাময়িকভাবে ওভারহেড ক্যাবল লাইন পদ্ধতিতে সংযোগ দেয়া হচ্ছে। উক্ত মহাসড়কের সম্প্রসারণ কাজ সমাপ্ত হলে ওভারহেড ক্যাবল লাইন আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবল লাইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে। ফেব্রুয়ারি ২০২৩ সালের মধ্যে কাজটি সমাপ্ত হওয়ার কথা রয়েছে।

৩.১.৫ সাব-স্টেশন ও ট্রান্সমিশন লাইন

বেজা কর্তৃপক্ষ ডেলিগেটেড ওয়ার্কস হিসাবে পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি বাংলাদেশ (পিজিসিবি)-কে প্রকল্প এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য নির্বাচন করেছে। এ কাজের আওতায় পিজিসিবি ঘোড়াশাল-ভুলতা ২৩০ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন লাইন হতে ডাবল সার্কিট লাইন ইন লাইন আউট (LILO) করে প্রকল্পের আওতায় ২ একর ভূমির উপরে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ নতুন Intermediate Grid Sub Station (২৩০/৩৩ কেভি) নির্মাণ করবে। উক্ত Intermediate Grid Sub-Station-এ রেডিয়াল সংযোগ গ্রহণের মাধ্যমে গ্রাহক ৩৩ কেভি লেবেলে বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রহণ করবে। এ সংক্রান্ত প্রস্তাবনা ইতোমধ্যে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)-এর নিকট অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। Intermediate Grid Sub Station-এর Operation & Maintenance-এর জন্য নির্ধারিত একটি চার্জ JEZ কর্তৃপক্ষ পিজিসিবির নিকট এককালীন পরিশোধ করবে এবং উক্ত Intermediate Grid Sub Station-এর কোন ইকুইপমেন্ট Repair/Replace করার প্রয়োজন হলে সে ব্যয়ভার JEZ কর্তৃপক্ষ বহন করবে মর্মে পিজিসিবি হতে প্রস্তাব করা হয়। উপরোক্ত বিষয়টি PGCB, Single Buyer পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট বিতরণ সংস্থা ও JEZ কর্তৃপক্ষ-এর মধ্যে স্বাক্ষরিতব্য চতুর্পক্ষীয় Agreement-এ উল্লেখ থাকবে। পিজিসিবি কর্তৃপক্ষ ডিসেম্বর ২০২৪ সালের মধ্যে সাব-স্টেশন ও ট্রান্সমিশন লাইন স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করবে। বর্তমানে অন্তর্বর্তীকালীন সাময়িক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির (PBS) অধীন ৩৩ কেভি সঞ্চালন লাইন হতে সংযোগ প্রদানের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজটি সম্পন্ন হবে নভেম্বর ২০২২ সালের মধ্যে।

৩.১.৬ গ্যাস ট্রান্সমিশন লাইন

বেজা কর্তৃপক্ষ ডেলিগেটেড ওয়ার্কস হিসেবে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশন লিমিটেড (টিজিটিডি)-কে প্রকল্প এলাকায় গ্যাস সরবরাহ করার জন্য নির্বাচন করেছে। এরই অংশ হিসেবে তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ একজন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের মাধ্যমে কাজ শুরু করেছে এবং টেন্ডার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইতোমধ্যে একজন ঠিকাদার নিয়োগ করেছে। গ্যাস সঞ্চালন লাইন স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ২০" ব্যাসের পাইপ ইতোমধ্যে সংগৃহীত হয়েছে এবং ১৪" পাইপ সহসাই সংগৃহীত হবে। এর ফলে নির্ধারিত সময় নভেম্বর ২০২২ সালে কাজ সমাপ্ত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ প্রকল্প এলাকায় নিম্নলিখিত কাজগুলো সম্পাদন করবে।

১. প্রকল্প এলাকার অভ্যন্তরে দুটি গ্যাস পাইপ লাইন (যথাক্রমে ১৪" এবং ২০") অপসারণ ও স্থানান্তর করবে।
২. বর্তমানে তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ ৬ কিমি দীর্ঘ ২০" ব্যাসের ১টি পাইপলাইন নির্মাণ করছে হরিপুর TBS (Town Border Station) হতে দীঘিবরাবো CGS (City Gate Station)
৩. প্রকল্প এলাকার অভ্যন্তরে ১টি ১০০ MMCFD (Million Standard Cubic Feet Per Day) CGS Station নির্মাণ করবে এবং ২০" পাইপলাইন হতে এখানে গ্যাস সংযোগ দেয়া হবে।

ভূমি উন্নয়নসহ ইউটিলিটি কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে মন্তব্য

১০.১৪ মিলিয়ন ঘনমিটারের মধ্যে ৮.২৪ মিলিয়ন ঘনমিটার বালু ভরাটের কাজ শেষ হয়েছে যার অগ্রগতি হচ্ছে ৮১.৫%। ঢাল সুরক্ষার কাজ ৭৮.৩%, সীমানা প্রাচীর ৪৪%, রিটেইনিং ওয়াল ৯৫%, এবং গাইড বাঁধ নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ১০০%। ভূমি উন্নয়নের বাকি কাজ নির্ধারিত সময় জুন ২০২৩-এর মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ইউটিলিটিসমূহের মধ্যে গ্যাস সঞ্চালন লাইন কাজের মধ্যে ২০" পাইপ সংগৃহীত হয়েছে এবং ১৪" পাইপ সংগ্রহ করা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। নভেম্বর ২০২২ এর মধ্যে গ্যাস সংযোগ স্থাপনের কাজ শেষ হবে। বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র ও সঞ্চালন লাইন নির্মাণের কাজ ডিপিপি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন না হলেও অন্তর্বর্তীকালীন সাময়িক চাহিদা

পূরণের জন্য পল্লী বিদ্যুতের অধীন ৩৩ কেভি সঞ্চালন লাইন হতে প্রকল্প এলাকায় সংযোগ দেয়া হবে এবং এটি নভেম্বর ২০২২-এ সম্পন্ন হবে। টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আন্ডারগ্রাউন্ড অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল সংযোগের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় সংযোগ প্রদান করা হবে। কিন্তু ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের সম্প্রসারণের কাজ সহসায় শুরু হতে যাচ্ছে বিধায় আন্ডারগ্রাউন্ড সংযোগের পরিবর্তে ওভারহেড অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের মাধ্যমে সংযোগ দেয়া হবে। মহাসড়কের সম্প্রসারণের কাজ শেষ হলে ওভারহেড লাইন আন্ডারগ্রাউন্ড লাইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে। এটি ডিসেম্বর ২০২২-এ মধ্যে সমাপ্ত হবে।

৩.২ ক্রয় কার্যক্রম

৩.২.১ ক্রয় পরিকল্পনা

ডিপিপি অনুযায়ী মোট ক্রয় প্যাকেজের সংখ্যা ১০টি। তন্মধ্যে কার্য প্যাকেজের সংখ্যা-৬টি, পণ্য প্যাকেজের সংখ্যা-৩টি এবং সেবা প্যাকেজের সংখ্যা-১টি। ৬টি কার্য প্যাকেজের মধ্যে ৩টি Delegated Works ক্রয় পদ্ধতির প্যাকেজ, যেখানে তিতাস লাইন কোম্পানি সিটি গ্যাস স্টেশনসহ সঞ্চালন লাইন, বিটিসিএল টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা এবং পিজিসিবি কর্তৃক সাব-স্টেশন ও সঞ্চালন লাইন স্থাপন করা হবে। প্রকল্প অফিসের অভ্যন্তরীণ অঙ্গসজ্জা WD6-এর মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। কম্পিউটার এবং এক্সেসরিজ (GD2)-এর মাধ্যমে ক্রয় করা হবে। সেবার একমাত্র প্যাকেজটি হলো পরামর্শক সেবা (PS1)।



সারণি ১৫: কার্য, পণ্য ও সেবা ক্রয় পরিকল্পনা

প্যাকেজ নং	প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
GD1	মটরযান ক্রয় (১টি জিপ, ১টি পিকআপ, ২টি মটরসাইকেল)	সেট	১	ওটিএম (এনসিবি)	১০৭.৬৬	ক্রয় করা হয়নি।
GD2	কম্পিউটার, এক্সেসরিজ, ইকুইপমেন্ট (ল্যাপটপ, ৫টা প্রিন্টার, ১টা ফটোকপিয়ার, ২টা স্ক্যানার, ১টি লেবেনটিং মেশিন, ১টা এয়ার কুলার)		১	ওটিএম (এনসিবি)	২২.	ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে।
GD3	আসবাবপত্র ক্রয়	সেট	১	ওটিএম (এনসিবি)	২৫.	ক্রয় করা হয়নি।

প্যাকেজ নং	প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
কার্য WD1	ভূমি উন্নয়ন, সীমানা প্রাচীর, এক্সেস রোড, সংরক্ষণ খাল, সংরক্ষণ পুকুর ও পাম্পিং স্টেশন	ঘন মি মি মি ঘন মি	৭৯ লক্ষ ৭০০০ ৩৩৭ ১৭১৪০০	ওটিএম (আইসিবি)	৯৭,৬৩৯.৯১ ৩১১.৭ ১,৫৩৭.০৫ ৬,৪৫১.৪১	কাজ চলমান
WD2	গ্যাস ট্রান্সমিশন লাইন	কিমি	৬	ডেলিগেটেড (ওটিএম/এলসিবি)	১১,৮৪৮.৬৯	কাজ চলমান
WD3	টেলিযোগাযোগ সাপ্লাই সিস্টেম	কিমি	২৩	ডেলিগেটেড	২,৮৮৫.৪৭	টেন্ডার আহবান করা হয়েছে
WD4	পাওয়ার স্টেশন, সাব-স্টেশন ও সঞ্চালন লাইন	মেগাওয়াট	৩৫	ডেলিগেটেড (ওটিএম/আইসিবি)	৬১৮৭৬.৪৮	ক্রয় করা হয়নি।
WD5	পথচারী রাস্তা	মি	৭৬২০	ওটিএম (এনসিবি)	৪৫৮.৬৩	কাজ শুরু হয়নি
WD6	প্রকল্প অফিসের অভ্যন্তরীণ অঙ্গসজ্জা			ওটিএম	৫৫.	ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে
সেবা PS1	ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্টের প্রমোশন প্রকল্পের আওতায় পরামর্শক সেবা	এমএম	F- ৩১০ এমএম (২১ জন) L- ৪১৩ এমএম (২২ জন)	কিউবিএস	১১,৯৭৬.৭৭	কাজ চলমান

৩.২.২ কার্যক্রম সংক্রান্ত প্যাকেজ

(১) প্যাকেজের নাম (WD-1): ভূমি উন্নয়ন, সীমানা প্রাচীর, এক্সেস রোড, সংরক্ষণ খাল, সংরক্ষণ পুকুর ও পাম্পিং স্টেশন

ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত মূল্য: ৯৭৬.৩৯ কোটি টাকা।

এ প্যাকেজের আওতায় কার্যসমূহ: ভূমি উন্নয়ন: ৭.৯ মিলিয়ন ঘনমিটার, সীমানা প্রাচীর: ৭ হাজার মিটার, এক্সেস রোড: ৩৩৭ মিটার, সংরক্ষণ খাল, সংরক্ষণ পুকুর, পাম্পিং স্টেশন: ১৭১.৪ হাজার ঘনমিটার।

ক্রয় পদ্ধতি: OTM (ICB)

অর্থের উৎস: জাইকা

চুক্তি অনুমোদনকারি কর্তৃপক্ষের নাম: সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত কেবিনেট কমিটি।

(২) প্যাকেজের নাম (WD-6): প্রকল্প অফিসের অভ্যন্তরীণ অঙ্গসজ্জা

ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত মূল্য: ৫২.৪১ লক্ষ টাকা।

ক্রয় পদ্ধতি: OTM

অর্থের উৎস: জিওবি

চুক্তি অনুমোদনকারি কর্তৃপক্ষের নাম: প্রকল্প পরিচালক

৩.২.৩ পণ্যক্রয় সংক্রান্ত প্যাকেজ

(৩) প্যাকেজের নাম (GD-2) : কম্পিউটার, এক্সোসরিজ, অফিস ইকুইপমেন্ট
ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত মূল্য: ২২.০০ লক্ষ টাকা, চুক্তি অনুযায়ী মূল্য: ১৩.৩১ লক্ষ টাকা
ক্রয় পদ্ধতি: OTM (NCB)
অর্থের উৎস: জিওবি
চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নাম: প্রকল্প পরিচালক

৩.২.৪ সেবা-সংক্রান্ত প্যাকেজ

(৪) প্যাকেজের নাম (PS-1): পরামর্শক সেবা
ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত মূল্য : ১১৯.৭৬ কোটি টাকা, চুক্তিমূল্য: ১১৯.৭৬ কোটি টাকা
ক্রয় পদ্ধতি: OTM (QBS)
অর্থের উৎস: জাইকা
চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নাম : সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত কেবিনেট কমিটি।

৩.২.৫ প্রকল্প বাস্তবায়নে মূল্য সাশ্রয়

প্রকল্পটি ১০টি প্যাকেজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ৩টি প্যাকেজ (WD1, WD3 এবং WD4) ডেলিগেটেড ওয়ার্কস-এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দুটি প্যাকেজ WD6 এবং GD2 ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। আর WD1 এবং PS1 বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রাথমিক হিসেবে দেখা যাচ্ছে ৪টি প্যাকেজে (WD1, WD6, GD2 এবং PS1) থেকে আনুমানিক ২৬৩ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা সাশ্রয় হবে। বেশির ভাগ সাশ্রয়ই পাওয়া যাবে WD1 (ভূমি উন্নয়ন, সীমানা প্রাচীর ও আনুষঙ্গিক ভৌত কাজ) বাস্তবায়নের মাধ্যমে।

৩.৩ উদ্দেশ্য অর্জন (মার্চ ২০২২ পর্যন্ত)

প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হলো নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চলের মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন করা। এর মধ্যে ভূমি উন্নয়ন কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে (৮২%)। অন্যান্য কাজ, যেমন-সংরক্ষণ খাল ও পুকুরের গাইড বাঁধ (১০০%), সীমানা প্রাচীর (৪৪%), স্লোপ প্রটেকশন (৭৮%) এক্সেস রোড, পথচারী চলাচলের রাস্তা ইত্যাদি নির্মাণের কাজ বিভিন্ন পর্যায়ে আছে। ইউটিলিটিসমূহ, যেমন-বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র ও সঞ্চালন লাইন, গ্যাস সঞ্চালন লাইন ও টেলিযোগাযোগ লাইন প্রভৃতির মাঠ পর্যায়ের কাজ এখনও শুরু হয়নি কিন্তু মূল নকশার কাজ, রুট সার্ভে ও গ্যাস পাইপ সংগ্রহ প্রক্রিয়া ইতোমধ্যেই শেষ হয়েছে।

ঠিকাদার নিয়োগের প্রক্রিয়া টেলিযোগাযোগ লাইনের ক্ষেত্রে শেষ পর্যায়ে আছে। বিদ্যুৎ ও গ্যাসের ক্ষেত্রে ঠিকাদার নিয়োগ হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে নভেম্বর ২০২২ এর মধ্যে এগুলো সমাপ্ত হবে। এমতাবস্থায় প্রকল্পটি ঠিক লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে বলে প্রতীয়মান হয়। সরেজমিনে পরিদর্শন করে দেখা গিয়েছে যে, ভূমি উন্নয়ন কাজ (৮২%), সংরক্ষণ খাল ও পুকুর খনন, সীমানা প্রাচীর ও অন্যান্য নির্মাণ কাজ পুরোদমে চলছে।

৩.৪ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা

প্রকল্পের শুরু থেকে অর্থাৎ মার্চ ২০১৯ থেকে ০৮ অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত কোন প্রকল্প পরিচালক ছিলেন না। জনাব সালেহ আহমদ, যুগ্মসচিব, প্রকল্প পরিচালক হিসেবে ০৯ অক্টোবর ২০১৯-এ যোগদান করেন। তাঁর কার্যালয় মোনোম বিজনেস ডিস্ট্রিক্ট (লেভেল-১), ১১১ বীর উত্তম, সি আর দত্ত রোড, ঢাকা-১২০৫ অবস্থিত। তাঁর অফিসে ১ জন কর্মকর্তা প্রেষণে কর্মরত আছেন। এছাড়াও আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে নিয়োজিত আছেন আরও ১০ জন। বর্তমানে প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারির সংখ্যা মোট ১২ জন। তাদের তালিকা নিম্নে দেয়া হলো (সারণি ১৬)।

সারণি ১৬: প্রকল্পে নিয়োজিত জনবল (মার্চ ২০২২ পৰ্যন্ত)

নাম	সংখ্যা	
	ডিপিপি	প্রকৃত
প্রকল্প পরিচালক (প্রেষণে)	১	১
প্রেষণে কর্মরত কর্মকর্তা	৩	১
আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে নিয়োজিত	১৪	১০
মোট	১৮	১২

৩.৫ পিআইসি ও পিএসসি সভা

প্রকল্প দলিলে উল্লেখ না থাকলেও সাধারণত প্রতি ৩ মাসে একবার প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (PIC) ও ৬ মাসে ১ বার প্রকল্প স্ট্রিয়ারিং কমিটির (PSC) সভা হওয়ার কথা। কিন্তু কোভিড-১৯-এর জন্য বাস্তবে তা হয়নি। একটি উল্লেখযোগ্য সময় পর্যন্ত প্রথমে লকডাউন এবং পরে চলাফেরায় বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল। জাপানিজ ঠিকাদার ও পরামর্শকবৃন্দ জাপানে চলে যায়। সেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে সময় নিয়েছে। এ পর্যন্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভা হয়েছে ৩টি এবং প্রকল্প স্ট্রিয়ারিং কমিটির সভাও হয়েছে ৩টি। তবে প্রতি সপ্তাহে বুধবার প্রকল্প পরিচালকের সাথে উন্নয়ন সহযোগী Online সভা হয়। এছাড়াও প্রতিমাসে অন্তত একবার প্রকল্প পরিচালক, পরামর্শকবৃন্দ, কন্ট্রাকটর ও সাপ্লাইয়ারদের সাথে প্রকল্প এলাকায় সভা করে থাকেন এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও তার বাধা নিয়ে প্রতিনিয়ত পরিবীক্ষণ করে থাকেন। এছাড়া গ্যাস, বিদ্যুৎ ও টেলিযোগাযোগ কার্যক্রমের বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে PMO, BEZA ও সংস্থাসমূহের মধ্যে সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

৩.৬ অডিট সম্পর্কিত

ফাণ্ড (Foreign Aided Project Audit Directorate) কর্তৃক এ পর্যন্ত দুটি অডিট হয়েছে, ১ম বার ২০১৯-২০ অর্থবছরে এবং ২য় বার ২০২০-২১ অর্থবছরে। ২০১৯-২০২০ সালের আর্থিক প্রতিবেদনের নিরীক্ষা রিপোর্ট তৈরি হয়েছে ১৪/১০/২০২০ তারিখে। মোট ৭টি অডিট পর্যবেক্ষণ ছিল, যা ইতোমধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- মোবাইলাইজেশন এডভান্স এডজাস্টমেন্ট না করা, হোটেল বিলে ভ্যাট না দেয়া, বীমা প্রিমিয়াম না দেয়া, কয়েকটি আইটেমের লেজার ঠিকমত তৈরি না করা ইত্যাদি। গত ০৪ এপ্রিল ২০২২ তারিখে ২০২০-২১ অর্থবছরের নিরীক্ষা প্রতিবেদনে মোট ৬টি অডিট আপত্তি ছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে সবগুলোর জবাব দেয়া হয়েছে।

(খ) আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি

৩.৭ জরিপ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল

প্রকল্প এলাকাটি নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলার দুপতারা ও পাঁচগাঁও ইউনিয়নের ৩টি মৌজায় সবমিলিয়ে প্রায় ৬৮০ একর জমির উপর অবস্থিত। এটি ঢাকা সিলেট মহাসড়কের পূর্বপার্শ্বে অবস্থিত। ঢাকা থেকে এর দূরত্ব প্রায় ২৪ কিমি। অন্যান্য পদ্ধতিসহ জরিপ পদ্ধতি প্রয়োগ করে প্রকল্প এলাকায় নির্বাচিত খানা প্রধানের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলাফল নিম্নে প্রদর্শিত হলো।

আর্থ-সামাজিক অবস্থান

সমীক্ষায় দেখা যায় যে, খানা প্রধানের গড় বয়স ৪৩.৮ বছর। পাঁচগাঁও মৌজায় খানা প্রধানের গড় বয়স সবচেয়ে বেশি, ৪৫.১ বছর। জনমিতিক অবস্থার অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো জ্যেষ্ঠ নাগরিকদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বেশি (প্রায় ১৫%) (সারণি ১৭)। গবেষণায় দেখা গেছে ৬৬.০৭ শতাংশ খানা প্রধান কর্মক্ষম যারা এ অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিভিন্ন কাজে যোগদান করতে পারবে।

সারণি ১৭: খানা প্রধানের বয়স

বয়স	দুপতারা	পাঁচগাঁও	পাঁচরুখী	মোট	%
১৫-৩০	১১	২৫	৩৩	৬৯	১৭.৬০
৩১-৪০	১৫	৩৯	৩২	৮৬	২১.৯৪
৪১-৫০	১১	৫৫	৩৮	১০৪	২৬.৫৩
৫১-৬০	১০	৩৫	২৮	৭৩	১৮.৬২
৬০+	৭	৩১	২২	৬০	১৫.৩১
মোট	৫৪	১৮৫	১৫৩	৩৯২	১০০

খানায় যারা লিখতে ও পড়তে পারে এমন সদস্য সংখ্যা ১৫৪৮ জন অর্থাৎ শিক্ষার হার ৭০%। প্রায় ১০% খানা প্রধান স্কুলে যাননি, ৮% খানা প্রধান শুধু স্বাক্ষর দিতে পারেন। তা সত্ত্বেও পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন প্রায় ২০% খানা প্রধান। কিন্তু উচ্চ বিদ্যালয় শেষ করতে পারেননি প্রায় ১৯%, এসএসসি বা এইচএসসি শেষ করেছেন এমন খানা প্রধানের হার ১৯%, ডিগ্রী শেষ করেছেন মাত্র ৫%। দুপতারা ইউনিয়নে লেখাপড়ার হার অন্যান্য এলাকার চেয়ে কম (সারণি ১৮)। শতকরা ৯০ শতাংশ খানা প্রধান এর শিক্ষাগত যোজ্ঞতা সর্বচ্চো এইচএসসি হওয়ায় তারা উচ্চ পদস্থ বা ম্যানেজার পর্যায়ের কাজে অংশ গ্রহণের সুযোগ কম।

সারণি ১৮: শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষা	দুপতারা	পাঁচগাঁও	পাঁচরুখী	মোট	%
নিরক্ষর	১২	১৯	১২	৪৩	১০.৯৭
স্বাক্ষর	১	১৮	১৩	৩২	৮.১৬
প্রাথমিক শিক্ষা	১৮	৪৪	৫২	১১৪	২৯.০৮
মাধ্যমিক শিক্ষা	১৬	৫০	৪৩	১০৯	২৭.৮১
এসএসসি/সমমান	৪	২৩	১৪	৪১	১০.৪৬
এইচএসসি/সমমান	৩	১৮	১১	৩২	৮.১৬
ডিগ্রী/সমমান	-	৫	৪	৯	২.৩০
স্নাতক/সমমান	-	৮	৪	১২	৩.০৬
মোট	৫৪	১৮৫	১৫৩	৩৯২	১০০

খানায় গড় সদস্য সংখ্যা হলো ৫.৬৭ জন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকল্প এলাকায় খানার আকার বড়। জাতীয় পর্যায়ে খানার গড় আকার ৪.৫, আর অন্যদিকে প্রকল্প এলাকার গড় আকার হলো ৫.৬৭। স্কুলে যাওয়ার উপযোগী বয়সী ছেলেমেয়ের সংখ্যা ৩৬০ জন যার মধ্যে নিয়মিত স্কুলে যায় এমন ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ৩৩৪ জন, অর্থাৎ স্কুলে যাওয়ার হার ৯৩%। অন্যদিকে ৭% ছেলে-মেয়েদের স্কুলে যাওয়ার বয়স হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন কারণে স্কুলে যায় না। খানা প্রধানগণ বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত আছেন। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক খানা প্রধানগণ ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত, প্রায় ৫৩%। দিনমজুরদের হার ১৫%, কৃষিকাজ ৮% এবং সাধারণ চাকরিজীবী (সরাকরি ও বেসরকারি) ৬%। এভাবে প্রায় ৮২% খানাপ্রধানের পেশা ৪টি: ব্যবসা-বাণিজ্য, দিনমজুরি, কৃষিকাজ ও সাধারণ চাকরি (সারণি ১৯)। ব্যবসায়ীরা এ অর্থনৈতিক অঞ্চলের কারণে ব্যবসায় প্রসার ঘটানোর সুযোগ পাবে। বেকার ও দিনমজুর শ্রেণীর কাজের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।

সারণি ১৯: খানা প্রধানের পেশা

পেশা	দুপতারা	পাঁচগাঁও	পাঁচরুখী	মোট	%
কৃষি	১১	১৭	২	৩০	৭.৬৫
ব্যবসা	২২	৮৭	৯৭	২০৬	৫২.৫৫
সিএনজি/অটোরিক্সা ড্রাইভার	২	১		৩	০.৭৭
দিনমজুর	১০	৩০	১৯	৫৯	১৫.০৫
প্রবাসী		৩	১	৪	১.০২

পেশা	দুপতারা	পাঁচগাঁও	পাঁচরুখী	মোট	%
গৃহিণী	৩	৬		৯	২.৩০
অবসরপ্রাপ্ত		২	২	৪	১.০২
চাকরি (সরকারি ও বেসরকারি)	৪	১১	১০	২৫	৬.৩৮
ছাত্র	১	৪	৫	১০	২.৫৫
বেকার	১	৫	৬	১২	৩.০৬
বৃদ্ধ		১২	৮	১৯	৪.৮৫
ড্রাইভার (বাস/ট্রাক)		৭	৩	১০	২.৫৫
মোট	৫৪	১৮৫	১৫৩	৩৯২	১০০

অন্যদিকে প্রতিটি খানায় গড়ে ১.৬ জন সদস্য আয়মূলক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত। দুপতারা মৌজায় আয়মূলক কাজে জড়িত থাকার হার অন্য দুটি মৌজার তুলনায় বেশি (১.৮৫%)। প্রকল্প এলাকায় নমুনা খানার সদস্যরা বিভিন্ন ধরনের বাড়িতে বসবাস করেন। প্রায় অর্ধেক খানা টিনের ঘরে বসবাস করেন অন্যদিকে পাকা ভবনে বসবাস করেন ৩০% এবং ২২% এর মত সেমিপাকা ভবনে বাস করেন। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, অর্ধেকের বেশি খানা প্রধান (৫২.০৪%) পাকা অথবা সেমিপাকা বাসায় বসবাস করে থাকেন (সারণি ২০)। এর অর্থ হলো দুপতারা ও পাঁচগাঁও ইউনিয়নের জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ভালো।

সারণি ২০: বসতঘরের ধরন

ধরন	দুপতারা		পাঁচগাঁও		পাঁচরুখী		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
অ্যাপার্টমেন্ট ঘর	-	০.০০	১	০.৫৪	১	০.৬৫	২	০.৫১
পাকা	৭	১২.৯৬	৬২	৩৩.৫১	৪৭	৩০.৭২	১১৬	২৯.৫৯
সেমিপাকা	১১	২০.৩৭	৩৯	২১.০৮	৩৮	২৪.৮৪	৮৮	২২.৪৫
টিনশেড	৩৬	৬৬.৬৭	৮২	৪৪.৩২	৬৬	৪৩.১৪	১৮৪	৪৬.৯৪
কুড়েঘর	-	০.০০	১	০.৫৪	১	০.৬৫	২	০.৫১
মোট	৫৪	১০০.০০	১৮৫	১০০.০০	১৫৩	১০০.০০	৩৯২	১০০.০০

পানীয় জলের উৎস

পানীয় জলের উৎস প্রধানত দুটি। পানীয় জলের জন্য ৯০% খানায় টিউবওয়েলের পানি এবং ১০% খানায় পাইপে সরবরাহকৃত পানি ব্যবহৃত হয়। মৌজাভিত্তিক বণ্টন থেকে দেখা যায় যে দুপতারা মৌজায় সবাই পানীয় জলের জন্য টিউবওয়েল ব্যবহার করে। অন্যদিকে পাঁচগাঁও মৌজায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক খানা পাইপে সরবরাহকৃত পানি ব্যবহার করে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অর্থনৈতিক অঞ্চলের কর্মকান্ড শুরু হলে পাইপে সরবরাহকৃত পানি ব্যবহারকারী খানার সংখ্যা বেড়ে যাবে (সারণি ২১)।

সারণি ২১: পানীয় জলের উৎস

পানীয় জলের উৎস	দুপতারা	পাঁচগাঁও	পাঁচরুখী	মোট	%
সরবরাহকৃত পানি	-	৩১	৯	৪০	১০.২০
নলকূপ	৫৪	১৫৪	১৪৪	৩৫২	৮৯.৮০
সর্বমোট	৫৪	১৮৫	১৫৩	৩৯২	১০০.০০

প্রকল্প এলাকার খানায় ব্যবহৃত পায়খানা প্রধানত দুধরনের যথা-হাই কমোড এবং স্লাব ল্যাট্রিন। শতকরা ৯৫ ভাগেরও বেশি নমুনা খানায় উল্লিখিত দুধরনের পায়খানা ব্যবহৃত হয়। তবে স্লাব ল্যাট্রিন ব্যবহারকারীদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি (৫৪%)। অন্যদিকে প্রায় ৪% খানা পিট ল্যাট্রিন ও বুলন্ত পায়খানা ব্যবহার করে যেটি পরিবেশের জন্য সরাসরি ক্ষতিকারক (সারণি ২২)।

সারণি ২২: ব্যবহৃত পায়খানা

পায়খানার ধরন	দুপতারা	পাঁচগাঁও	পাঁচরুখী	মোট	%
হাই কমোড	১৪	৮১	৭২	১৬৭	৪২.৬০
স্ল্যাব ল্যাট্রিন	৩৩	৯৮	৮০	২১১	৫৩.৮৩
পিট ল্যাট্রিন	৭		১	৮	২.০৪
বুলন্ত পায়খানা		৬		৬	১.৫৩
মোট	৫৪	১৮৫	১৫৩	৩৯২	১০০.০০

প্রকল্প এলাকার চারিদিক সম্পূর্ণভাবে বিদ্যুতায়িত। প্রতিটি নমুনা খানা তাদের প্রাত্যহিক কর্মকান্ডের জন্য বিদ্যুৎ ব্যবহার করে থাকে। রান্নার জন্য খানায় প্রধানত তিন ধরনের জ্বালানি ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যেমন- লাকড়ি, এলপিজি সিলিন্ডার ও গ্যাস/বায়োগ্যাস। প্রায় সবাই কোন না কোনভাবে রান্নার জন্য লাকড়ি ব্যবহার করে থাকে। প্রায় ৮০% খানা এলপিজি ব্যবহার করে। অর্থনৈতিক অবস্থা যাদের ভাল তা তারা সাধারণত এলপিজি সিলিন্ডার ব্যবহার করে। গ্যাস/বায়োগ্যাস ব্যবহৃত হয় ২০% ভাগেরও বেশি খানায়। শতকরা ২% রান্না-বান্নার জন্য বিদ্যুৎ ব্যবহার করে (সারণি ২৩)।

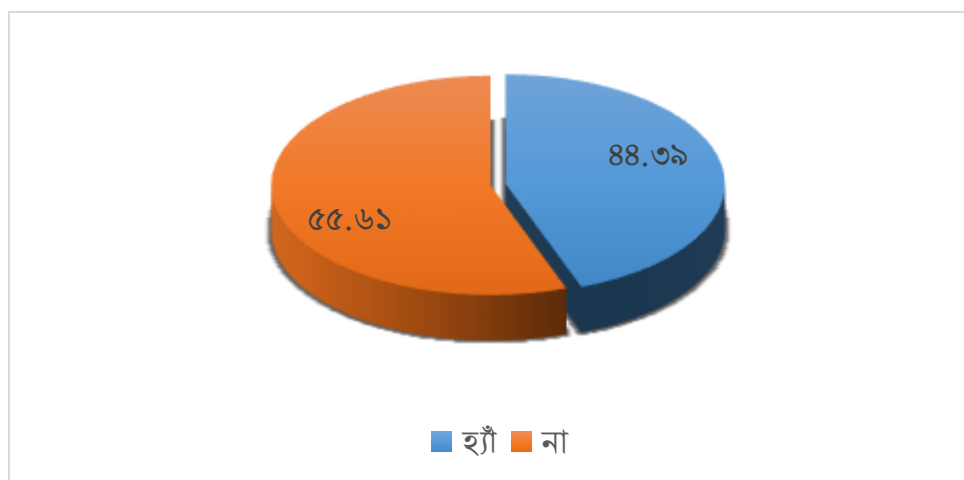
সারণি ২৩: রান্না বান্নার জন্য ব্যবহৃত জ্বালানি

জ্বালানির ধরন	দুপতারা	পাঁচগাঁও	পাঁচরুখী	মোট	%
বিদ্যুৎ	১	৩	২	৬	২.০৫
কেরোসিন	০	০	০	০	০.০০
গ্যাস/বায়োগ্যাস	৩৯	২২	১	৬২	২১.২৩
লাকড়ি	১৯	১৫৪	১১৮	২৯১	৯৯.৬৬
এলপিজি সিলিন্ডার	৮	১১২	১১২	২৩২	৭৯.৪৫
অন্যান্য (নির্দিষ্টকরণ)	০	০	০	০	০.০০

ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ

জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ৯১.৬% খানা প্রধান ভূমি অধিগ্রহণের আগে নিজস্ব জমির মালিক ছিল। বাকি ৮.৪% খানা ভূমিহীন ছিল। খানা প্রতি জমি মালিকানার পরিমাণ ২৯.২ শতাংশ। মোট ৩৯২ টি খানার ৮৪% (৩৩২টি খানা) জানিয়েছে যে, তারা জমি চাষের সাথে যুক্ত ছিলেন। তাদের মালিকানাধীন গড় জমির পরিমাণ ছিল ২৯.৬৫ শতাংশ। আড়াইহাজার জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য যথাযথ নিয়ম-কানুন মেনে প্রথম দফায় প্রায় ৬২০ একর ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। এর ভূমি উন্নয়ন ও অন্যান্য কাজ চলমান আছে। নমুনা জরিপে প্রায় ৫০% খানা প্রধান উল্লেখ করেছেন যে, তাদের ভূমি প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণ করা হয়েছে (লেখচিত্র ২ ও সারণি ২৪)।

লেখচিত্র ৩: জমি অধিগ্রহণ

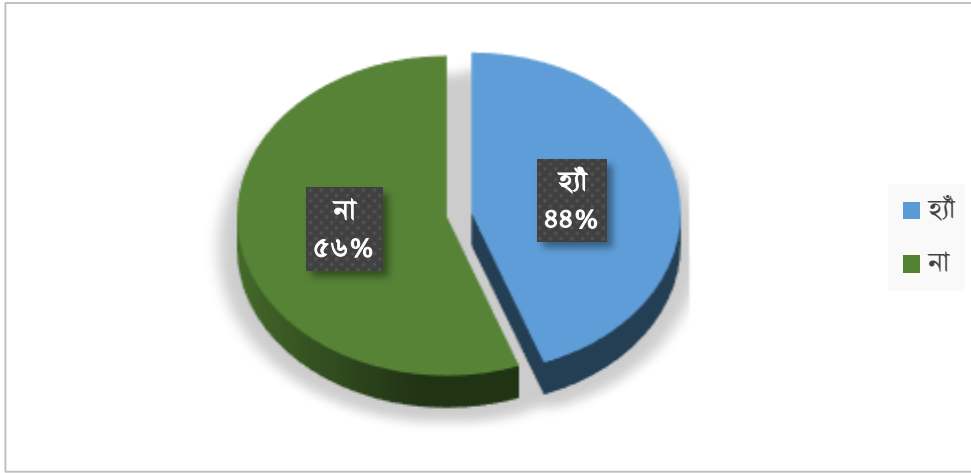


সারণি ২৪: জমি অধিগ্রহণ

ধরন	পাঁচগাঁও		পাঁচরুখী		দুপতারা		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
হ্যাঁ	৯৯	৫৩.৫১	৮৮	৫৭.৫২	১০	১৮.৫২	১৯৭	৫০.২৬
না	৮৬	৪৬.৪৯	৬৫	৪২.৪৮	৪৪	৮১.৪৮	১৯৫	৪৯.৭৪
মোট	১৮৫	১০০.০০	১৫৩	১০০.০০	৫৪	১০০.০০	৩৯২	১০০.০০

গড়ে খানা প্রতি ৪০.৩৬ শতাংশ ভূমি অধিগৃহীত হয়েছে। অধিগ্রহণ প্রধানত ২০১৭ সালে করা হয়েছে। কিন্তু ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন ২০১৮, ২০১৯ এবং ২০২০ সালে। ভূমি অধিগ্রহণ পাঁচগাঁও ও পাঁচরুখী মৌজায় বেশি হয়েছে। অন্যদিকে দুপতারা মৌজায় কম হয়েছে, মাত্র ১৮.৫%।

লেখচিত্র ৪: ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি



যাদের ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে তাদের প্রায় ৯০% ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। পাঁচগাঁও মৌজায় প্রায় সবাই ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। পাঁচরুখী মৌজায় ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তদের হার ৮৬%। অন্যদিকে দুপতারা মৌজায় এ হার মাত্র ১০% (সারণি ২৫)। মোট ক্ষতিপূরণের হার হচ্ছে ৪৪.৩১% (লেখচিত্র ৪)। অতএব দুপতারা মৌজায় ক্ষতিপূরণ যাতে সবাই পায় সেদিকে বিশেষভাবে নজর দেয়া উচিত।

সারণি ২৫: ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি

ধরন	পাঁচগাঁও		পাঁচরুখী		দুপতারা		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
হ্যাঁ	৯৭	৫২.৪৩	৭৬	৪৯.৬৭	১	১.৮৫	১৭৪	৪৪.৩৯
না	৮৮	৪৭.৫৭	৭৭	৫০.৩৩	৫৩	৯৮.১৫	২১৮	৫৫.৬১
মোট	১৮৫	১০০.০০	১৫৩	১০০.০০	৫৪	১০০.০০	৩৯২	১০০.০০

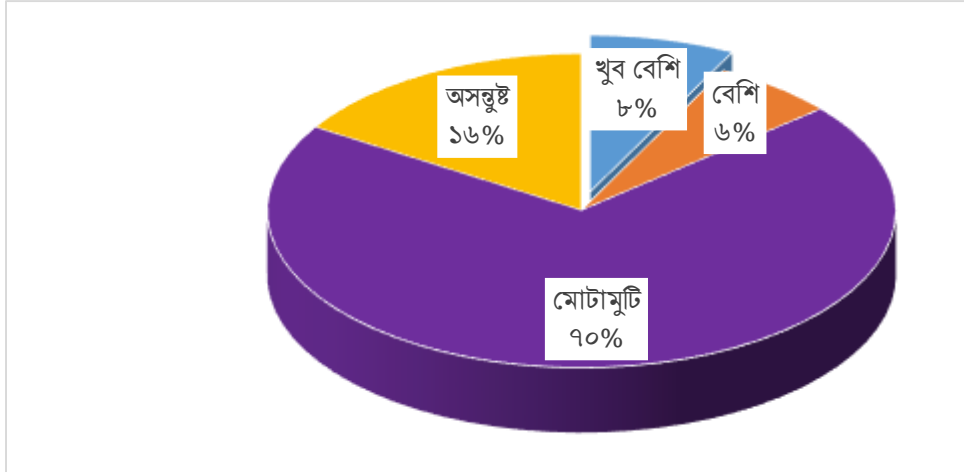
ক্ষতিপূরণ পেতে অসুবিধা হয়েছিল কিনা এমন প্রশ্নের উত্তরে দুই-তৃতীয়াংশ জমিদাতা জানিয়েছেন তাদের কোন অসুবিধা হয়নি, আর অন্যদিকে এক-তৃতীয়াংশ জানিয়েছেন তাদের কিছুটা অসুবিধা হয়েছিল (সারণি ২৬)।

সারণি ২৬: ক্ষতিপূরণ পেতে অসুবিধা

ধরন	পাঁচগাঁও		পাঁচরুখী		দুপতারা		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
হ্যাঁ	২৭	২৭.৮৪	৩০	৩৯.৪৭	-	০	৫৭	৩২.৭৬
না	৭০	৭২.১৬	৪৬	৬০.৫৩	১	১০০	১১৭	৬৭.২৪
মোট	৯৭	১০০.০০	৭৬	১০০.০০	১	১০০	১৭৪	১০০.০০

পারিবারিক বা অন্য কোন কারণে জমির উপর মামলা থাকার জন্য কেউ কেউ ক্ষতিপূরণ পাননি। প্রায় ৮৪% জমিদাতা ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমে সন্তুষ্ট আর বাকি ১৬% জানিয়েছেন তারা ভূমি অধিগ্রহণে অসন্তুষ্ট (সারণি ২৭ ও লেখচিত্র ৫)।

লেখচিত্র ৫: ক্ষতিপূরণ পাওয়ায় সন্তুষ্টির মাত্রা



সারণি ২৭: ক্ষতিপূরণ পাওয়ায় সন্তুষ্টি

সন্তুষ্টির মাত্রা	পাঁচগাঁও		পাঁচরুখী		দুপতারা		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
খুব বেশি	১২	১২.৩৭	১	১.৩২	০	০.০০	১৩	৭.৪৭
বেশি	৬	৬.১৯	৫	৬.৫৮	০	০.০০	১১	৬.৩২
মোটামুটি	৭০	৭২.১৬	৫১	৬৭.১১	১	১০০.০০	১২২	৭০.১১
অসন্তুষ্ট	৯	৯.২৮	১৯	২৫.০০	০	০.০০	২৮	১৬.০৯
মোট	৯৭	১০০.০০	৭৬	১০০.০০	১	১০০.০০	১৭৪	১০০.০০

পাঁচরুখী মৌজায় অন্যান্য মৌজার তুলনায় সন্তুষ্টির হার বেশি। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, চার-পঞ্চমাংশ খানা প্রধান জানিয়েছেন জমি অধিগ্রহণের পূর্বে তাদের সাথে অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল (সারণি ২৮)

সারণি ২৮: জমি অধিগ্রহণের পূর্বে অবহিতকরণ সভা

ধরন	পাঁচগাঁও		পাঁচরুখী		দুপতারা		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
হ্যাঁ	১৬৬	৮৯.৭৩	১৩০	৮৪.৯৭	১৫	২৭.৭৮	৩১১	৭৯.৩৪
না	১৯	১০.২৭	২৩	১৫.০৩	৩৯	৭২.২২	৮১	২০.৬৬
সর্বমোট	১৮৫	১০০.০০	১৫৩	১০০.০০	৫৪	১০০.০০	৩৯২	১০০.০০

আয়, ব্যয় ও সঞ্চয়

খানায় আয় বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত সদস্যের সংখ্যা ২৮.২% অর্থাৎ গড়ে প্রতি খানায় ১.৫৯ জন সদস্য আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত। নমুনায়িত খানার গড় মাসিক আয় ২৩,৬৭১ টাকা। পাঁচরুখী মৌজায় খানার আয় সবচেয়ে বেশি (২৬,২৬২ টাকা) এবং পাঁচগাঁও মৌজায় সবচেয়ে কম (২১৪৩৮ টাকা)। দুপতারা মৌজা মাঝামাঝি অবস্থানে আছে। মাসিক আয়ের বন্টন থেকে দেখা যায় যে, ১২,০০১-২০,০০০ আয় গুপে সবচেয়ে বেশি খানা অবস্থিত (১৯৯টি)। দ্বিতীয় স্থানে (১০২টি খানা) আছে ২০,০০১-৩০,০০০ আয় গুপে, আর তৃতীয় ও চতুর্থস্থানে আছে যথাক্রমে ৩০,০০১-৪০,০০০ এবং ৪০,০০১-৫০,০০০ আয় গুপ। ৬০,০০০ টাকা বা তার বেশি আয় করে এমন খানা মাত্র ৩%। খানার মাসিক গড় ব্যয় ১৯,৮৩৯ টাকা। সর্বোচ্চ মাসিক ব্যয় পাঁচরুখী মৌজায় ২০,৫৩৭ টাকা এবং সর্বনিম্ন পাঁচগাঁও মৌজায় ১৮,৬১১ টাকা। অন্যদিকে দুপতারা মৌজায় খানার মাসিক ব্যয় হলো ২০,০৩৭ টাকা (সারণি ২৯)। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে স্থানীয় কিছু কিছু জনগণের আয় বেড়েছে। বিশেষ করে যারা প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন ও অন্যান্য কাজের সাথে সম্পৃক্ত। ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত জনগণ প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণের অর্থ বিভিন্ন আয়মুখি কার্যক্রমে বিনিয়োগের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে।

সারণি ২৯: পরিবারের মাসিক আয়

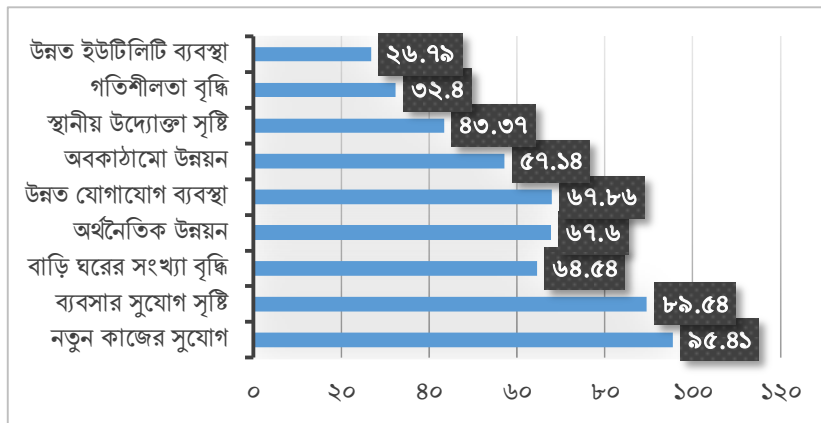
আয়	দুপতারা	পাঁচগাঁও	পাঁচরুখী	মোট	%
১২০০০ পর্যন্ত	২	১০	৪	১৬	৪.০৮
১২০০১ থেকে ২০০০০	২৫	১০১	৭৩	১৯৯	৫০.৭৭
২০০০১ থেকে ৩০০০০	১৭	৫২	৩৩	১০২	২৬.০২
৩০০০১ থেকে ৪০০০০	৪	৯	১৭	৩০	৭.৬৫
৪০০০১ থেকে ৫০০০০	৩	১০	১৩	২৬	৬.৬৩
৫০০০১ থেকে ৬০০০০	২	১	৪	৭	১.৭৯
৬০০০০ এর উপরে	১	২	৯	১২	৩.০৬
মোট	৫৪	১৮৫	১৫৩	৩৯২	১০০.০০
গড় মাসিক পারিবারিক আয় (টাকা)	২৩,৯৮১	২১,৪৩৮	২৬,২৬১	২৩,৬৭১	০
গড় মাসিক পারিবারিক ব্যয় (টাকা)	২০,০৩৭	১৮,৬১১	২০,৫৩৭	১৯,৮৩৯	০
গড় পারিবারিক সঞ্চয় (টাকা)	৩,৯৪৪	২,৮২৭	৫,৭২৪	৩,৮৩২	০

সারণি ২৯ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, খানায় ব্যয়ের চেয়ে আয় বেশি অর্থাৎ খানায় সঞ্চয় হয়। মাসিক গড় সঞ্চয়ের পরিমাণ ৩,৮৩২ টাকা। সবচেয়ে বেশি সঞ্চয় হয় পাঁচরুখী মৌজায় ৫,৭২৪ টাকা। অন্যদিকে সবচেয়ে কম হয় পাঁচগাঁও মৌজায় ২,৮২৭ টাকা। এতে প্রতীয়মান হয় যে, অর্থনৈতিক অঞ্চলের আশেপাশের জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো। তবে ভূমি অধিগ্রহণের ফলে অনেকেই কাজ হারিয়েছেন। বিশেষকরে কৃষি শ্রমিক, বর্গাচাষী ও অন্যান্য পেশার লোকজন। মাত্র ৯.৫% খানা প্রধান জানিয়েছেন যে, তাদের লোন আছে কিন্তু মাত্র ৭.১% এনজিও গ্রুপের সদস্য। তাদের অর্ধেকের বেশি গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্য (৫৪%), অন্যদের মধ্যে আশা (১৪%), কৃষি ব্যাংক (১৪%) ইত্যাদি।

অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার সুবিধাসমূহ

আড়াইহাজারে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠিত হলে এলাকায় কী কী সুবিধা হবে, এমন প্রশ্নের উত্তরে তারা জানায় যে, নতুন কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে (৯৫%), ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টি হবে (৯০%), অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে (৬৮%), উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরি হবে (৬৮%), বাড়ি-ঘরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে (৬৫%), অবকাঠামোগত উন্নয়ন হবে (৫৭%), স্থানীয় পর্যায়ে উদ্যোক্তা তৈরি হবে (৪৩%), ইত্যাদি। এর ফলে তাদের আয় বাড়বে এবং জীবনমান উন্নত হবে (সারণি ৩০ ও লেখচিত্র ৬)।

লেখচিত্র ৬: অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার সুবিধাসমূহ



সারণি ৩০: অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার সুবিধা

সুবিধা	পাঁচগাঁও		পাঁচরুখী		দুপতারা		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
নতুন কাজের সুযোগ	১৫২	৯৯.৩৫	১৬৯	৯১.৩৫	৫৩	১০০.০০	৩৭৪	৯৫.৪১
ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টি	১৪৬	৯৫.৪২	১৬০	৮৬.৪৯	৪৫	৮৪.৯১	৩৫১	৮৯.৫৪
বাড়ি ঘরের সংখ্যা বৃদ্ধি	৯৯	৬৪.৭১	১১৯	৬৪.৩২	৩৫	৬৬.০৪	২৫৩	৬৪.৫৪
অর্থনৈতিক উন্নয়ন	১০৪	৬৭.৯৭	১৩৩	৭১.৮৯	২৮	৫২.৮৩	২৬৫	৬৭.৬০
উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা	১০৯	৭১.২৪	১২২	৬৫.৯৫	৩৫	৬৬.০৪	২৬৬	৬৭.৮৬
অবকাঠামো উন্নয়ন	৯০	৫৮.৮২	১০৮	৫৮.৩৮	২৬	৪৯.০৬	২২৪	৫৭.১৪
স্থানীয় উদ্যোক্তা সৃষ্টি	৭৫	৪৯.০২	৮০	৪৩.২৪	১৫	২৮.৩০	১৭০	৪৩.৩৭
গতিশীলতা বৃদ্ধি	৭১	৪৬.৪১	৫০	২৭.০৩	৬	১১.৩২	১২৭	৩২.৪০
উন্নত ইউটিলিটি ব্যবস্থা	৩৯	২৫.৪৯	৫১	২৭.৫৭	১৫	২৮.৩০	১০৫	২৬.৭৯
N (মোট নমুনা)	১৮৫		১৫৩		৫৪		৩৯২	

তাদের মতে বিভিন্ন সেক্টরে কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে। প্রায় ৭৮% খানা প্রধান মনে করেন যে, ক্ষুদ্র ব্যবসায় কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে, ৭৪% অটোরিক্সা চালনা, ৬৯% রিক্সা/ভ্যান চালনা, ৩২% বাস/ট্রাক/পিকআপ চালনা, ইত্যাদি। কিন্তু অর্থনৈতিক অঞ্চলে কল-কারখানা চালু হলে কি ধরনের কাজের সুযোগ তৈরি হবে সে সম্বন্ধে তারা কিছু বলতে পারছেন না। এ সম্বন্ধে অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ যদি তাদের জানায়, তবে তারা আগে থেকেই প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তৈরি হতে পারবেন। এছাড়াও স্থানীয় জনগণের যদি প্রয়োজনীয় দক্ষতা থাকে, তবে নির্দিষ্ট সংখ্যক চাকরি স্থানীয় জনগণের জন্য বরাদ্দ রাখা যেতে পারে (সারণি ৩১)। এর ফলে স্থানীয় জনসাধারণ বঞ্চনা অনুভব করবে না। এর ফলে সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ সৃষ্টি হবে।

সারণি ৩১: অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার ফলে নতুন পেশা

পেশা	দুপতারা	পাঁচগাঁও	পাঁচরুখী	মোট	%
মোটর মেকানিক	৪৩	৭৯	৬৫	১৮৭	৪৭.৭০
অটোরিক্সা চালনা	৩৭	৭২	৬৪	১৭৩	৪৪.১৩
ক্ষুদ্র ব্যবসা	২৭	৫৭	৫০	১৩৪	৩৪.১৮
রিক্সা/ভ্যান চালনা	২২	৬৫	৪৬	১৩৩	৩৩.৯৩
শাকসবজি/ফলচাষ	৩১	৫২	৪৯	১৩২	৩৩.৬৭
সিএনজি	২৩	৫৪	৩৯	১১৬	২৯.৫৯
বাস/ট্রাক/পিকআপ (চালক)	১৩	৩৮	৩৪	৮৫	২১.৬৮
মৎস্যচাষ	৬	২৬	৩১	৬৩	১৬.০৭
পশুপালন	১৪	২০	২১	৫৫	১৪.০৩
হাঁস-মুরগি পালন	০	০	০	০	০.০০

প্রায় সব খানা প্রধানই মনে করেন যে স্থানীয় জনগণের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য কিংবা নতুন পেশা গ্রহণের জন্য তাদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। তারা মনে করেন যে তাদের কারিগরি প্রশিক্ষণ (৮৩%), ক্ষুদ্র ব্যবসা (৬%), কাপড় সেলাই (৫৯%), মোটর মেকানিক (৪৪%), গাড়ি চালনা (৪২%), পশুপালন (৩১%) ইত্যাদি ট্রেডের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা প্রয়োজন (সারণি ৩২)।

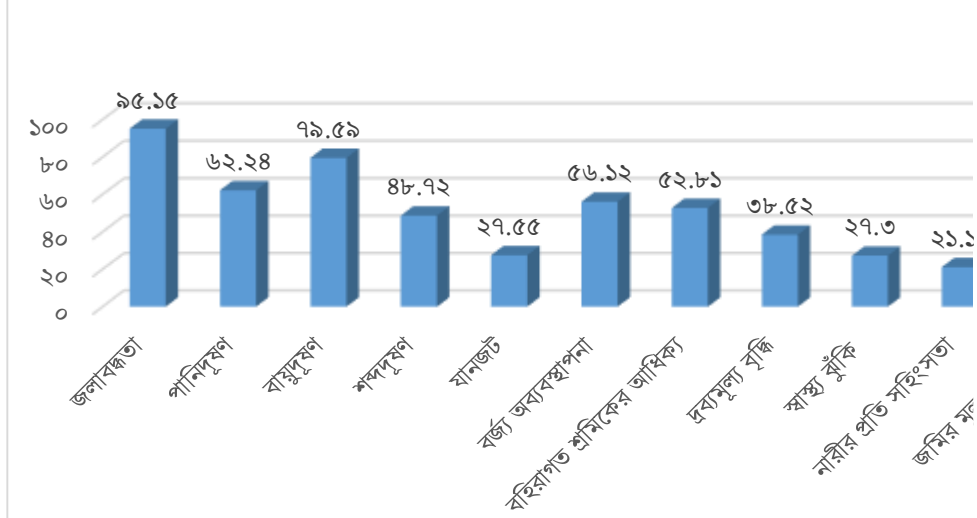
সারণি ৩২: পরিবারের সদস্যদের নতুন পেশা গ্রহণের জন্য অথবা দক্ষতা বাড়ানোর জন্য প্রশিক্ষণ

ধরন	দুপতারা	পাঁচগাঁও	পাঁচরুখী	মোট	%
হ্যাঁ	৫৪	১৮২	১৪০	৩৭৬	৯৫.৯২
না	০	৩	১৩	১৬	৪.০৮
সর্বমোট	৫৪	১৮৫	১৫৩	৩৯২	১০০.০০

পরিবেশের উপর প্রভাব

স্থানীয় জনগণ পরিবেশের উপর অর্থনৈতিক অঞ্চলের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া নিয়ে বেশ সচেতন। প্রায় ৯৫% অধিবাসী মনে করেন যে, এ অর্থনৈতিক অঞ্চল পানি চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে জলাবদ্ধতা তৈরি করবে। প্রকল্প প্রস্তাবে এজন্য পানি সংরক্ষণাগার এবং সংরক্ষণ খালের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অপরিষ্কার নিষ্কাশন ব্যবস্থার জন্য এলাকাটিতে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার আগেই জলাবদ্ধতা ছিল।

লেখচিত্র ৭: প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পরিবেশ ও সমাজের উপর প্রভাব



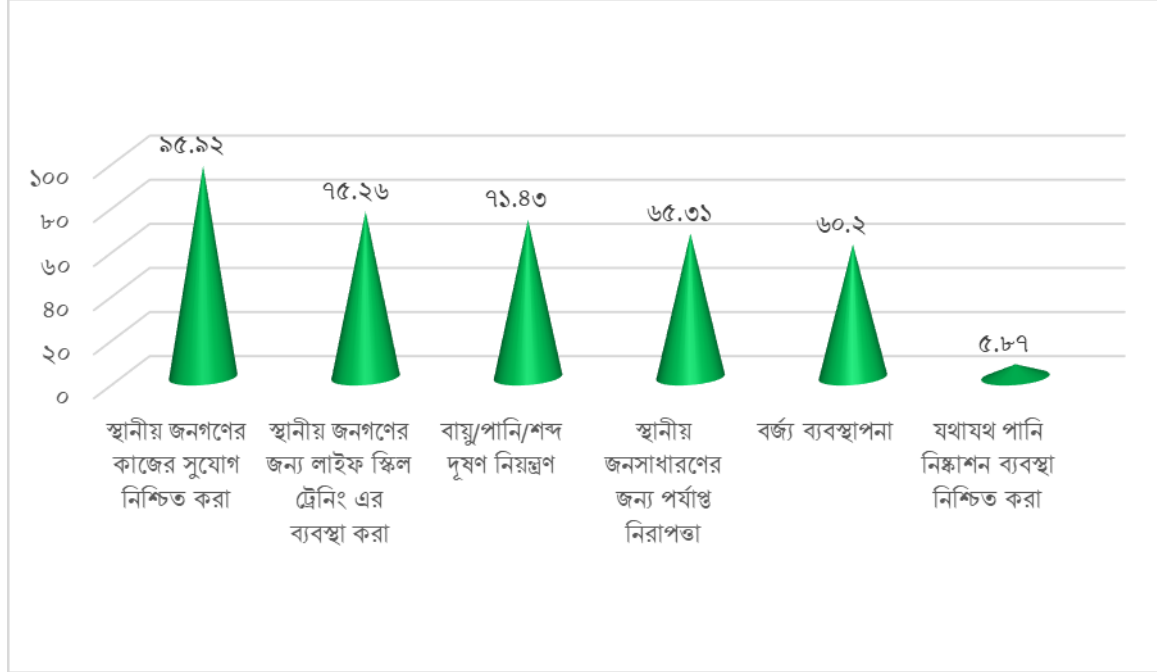
এলাকার মানুষের ধারণা অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার ফলে জলাবদ্ধতা আরও বাড়বে। প্রায় ৮০% উত্তরদাতা মনে করেন যে, অর্থনৈতিক অঞ্চলটির ফলে বায়ুদূষণ হবে। পানিদূষণ ও শব্দদূষণের কথা যথাক্রমে ৬২% ও ৮৯% উত্তরদাতা উল্লেখ করেছেন এবং ৫৬% উত্তরদাতা বলেছেন যে বর্জ্য অব্যবস্থাপনা সৃষ্টি হবে। বহিরাগত শ্রমিকের আধিক্যের জন্য স্থানীয় লোকজনের চাকরির বাজার সংকুচিত হয়ে যেতে পারে। নারীর প্রতি সহিংসতা ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়তে পারে (সারণি ৩৩ ও লেখচিত্র ৭)।

সারণি ৩৩: প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পরিবেশ ও সমাজের উপর প্রভাব

ধরন/শ্রেণি	পাঁচগাঁও		পাঁচনুখী		দুপতারা		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
জলাবদ্ধতা	১৭২	৯২.৯৭	১৫১	৯৮.৬৯	৫০	৯৪.৩৪	৩৭৩	৯৫.১৫
পানিদূষণ	১২২	৬৫.৯৫	৯৮	৬৪.০৫	২৪	৪৫.২৮	২৪৪	৬২.২৮
বায়ুদূষণ	১৪৫	৭৮.৩৮	১৪২	৯২.৮১	২৫	৪৭.১৭	৩১২	৭৯.৫৯
শব্দদূষণ	৮৯	৪৮.১১	৮৭	৫৬.৮৬	১৫	২৮.৩০	১৯১	৪৮.৯২
যানজট	৫৫	২৯.৭৩	৪৫	২৯.৪১	৮	১৫.০৯	১০৮	২৯.৫৫
বর্জ্য অব্যবস্থাপনা	১০৯	৫৮.৯২	৮৬	৫৬.২১	২৫	৪৭.১৭	২২০	৫৬.১২
বহিরাগত শ্রমিকের আধিক্য	৯২	৪৯.৭৩	৮১	৫২.৯৪	৩৪	৬৪.১৫	২০৭	৫২.৮১
দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি	৭৬	৪১.০৮	৫৭	৩৭.২৫	১৮	৩৩.৯৬	১৫১	৩৮.৫২
স্বাস্থ্য ঝুঁকি	৪৬	২৪.৮৬	৫৩	৩৪.৬৪	৮	১৫.০৯	১০৭	২৭.৩
নারীর প্রতি সহিংসতা	৪৭	২৫.৪১	১৬	১০.৪৬	২০	৩৭.৭৪	৮৩	২১.১৭
জমির মূল্য দ্রুত বৃদ্ধি	১০৬	৫৭.৩০	৯৩	৬০.৭৮	৩৩	৬২.২৬	২৩২	৫৯.১৮
N (মোট নমুনা)	১৮৫		১৫৩		৫৪		৩৯২	

অর্থনৈতিক অঞ্চলের উন্নয়নে স্থানীয় জনগণ বেশ কিছু পরামর্শ দিয়েছে যা প্রতিপালিত হলে এলাকার টেকসই উন্নয়নে সহায়ক হতে পারে এবং দেশের বিভিন্ন জায়গায় যে সমস্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রায় প্রত্যেকেই বলেছেন যে, যতটা সম্ভব স্থানীয় জনগণের কাজের সুযোগ দিতে হবে। এজন্য দক্ষতা সাপেক্ষে স্থানীয় জনগণের নিয়োগ কোটা (Quota) থাকা উচিত।

লেখচিত্র ৮: অর্থনৈতিক অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য মতামত/সুপারিশ



তিন-চতুর্থাংশেরও বেশি খানা প্রধান মনে করে যে, স্থানীয় জনগণের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। দ্বিতীয় সুপারিশ দিয়েছেন ৭০% এরও বেশি খানা প্রধান। এখানে বলা হয়েছে বায়ু, পানি ও শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। অন্যান্য সুপারিশগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো- স্থানীয় জনসাধারণের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, যথাযথ পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, ইত্যাদি (লেখচিত্র ৮ ও সারণি ৩৪)।

সারণি ৩৪: অর্থনৈতিক অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য মতামত/সুপারিশ

ধরন	দুপতারা	পাঁচগাঁও	পাঁচবুথী	মোট	%
স্থানীয় জনগণের কাজের সুযোগ নিশ্চিত করা	৪৫	১৮১	১৫০	৩৭৬	৯৫.৯২
স্থানীয় জনগণের জন্য লাইফ স্কিল ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা	৪৫	১৪১	১০৯	২৯৫	৯৫.২৬
বায়ু/পানি/শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ	৩৩	১২৬	১২১	২৮০	৯১.৮৩
স্থানীয় জনসাধারণের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা	৩৩	১২২	১০১	২৫৬	৬৫.৩১
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	৩৩	১১৯	৮৪	২৩৬	৬০.২০
যথাযথ পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা	০	২১	২	২৩	৫.৮৭

৩.৮ দলীয় আলোচনা (FGD) থেকে প্রাপ্ত ফলাফল

নিবিড় পরিবেশের একটি পদ্ধতি হলো দলীয় আলোচনা (FGD)। দুপতারা ও সাতগ্রাম ইউনিয়নের ৫টি গ্রামে মোট ১২টি দলীয় আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় যার মধ্যে ৯টি পুরুষদের সাথে এবং বাকি ৩টি নারীদের সাথে। প্রতিটি দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের গড় সংখ্যা ৯.৪ জন। অধিকাংশ অংশগ্রহণকারীগণ প্রধানত তিনটি পেশার সাথে জড়িত, যথা- ব্যবসা, দিনমজুর, এবং সাধারণ চাকরি। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এসএসসি পাশ করেছেন, পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন প্রায় এক-তৃতীয়াংশের বেশি এবং প্রায় ১০% নিরক্ষর।

জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার সুবিধা

অধিকাংশ উত্তরদাতারা বলেছেন যে, জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার ফলে স্থানীয় জনগণের কাজের সুযোগ তৈরি হবে, স্থানীয় পর্যায়ে উদ্যোক্তা সৃষ্টি হবে, ব্যবসার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হবে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে, জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে, শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন হবে, চাকরির সুযোগ তৈরি হবে, শিল্পায়ন হবে, নগরায়ন হবে, করিগরি শিক্ষার সুযোগ তৈরি হবে, বাড়ি ভাড়া বৃদ্ধি পাবে, জমির মূল্য বৃদ্ধি পাবে ইত্যাদি।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

অধিকাংশ উত্তরদাতারা বলেছেন যে, জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার ফলে তাদের এলাকায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন হবে, যুবসমাজের কাজের সুব্যবস্থা হবে, এলাকাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে, এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন হবে, আবাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন হবে, কর্মক্ষম লোকজন করিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত হবে, কাজের সুযোগ বাড়ায় স্থানীয় জনগণের আয় বাড়বে। ফলে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হবে, ইউটিলিটি (গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানি) ব্যবস্থার উন্নয়ন হবে ইত্যাদি।

জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার অসুবিধা/সমস্যা

অধিকাংশ উত্তরদাতারা বলেছেন যে, জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার ফলে নিকটবর্তী এলাকায় পানি ধারণ ক্ষমতা কমান ফলে এলাকায় জলাবদ্ধতা বাড়বে, বহিরাগত শ্রমিকের আধিক্যের কারণে স্থানীয় জনগণের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়বে, চাঁদাবাজদের উত্থান ঘটবে, এলাকার প্রভাবশালীদের প্রভাব বাড়বে, যানজটের সৃষ্টি হবে, বর্জ্য অব্যবস্থাপনা হবে, পরিবেশ দূষিত হবে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাবে, বাড়ি ভাড়া বৃদ্ধি পাবে, বহিরাগত শ্রমিকের আধিক্যের কারণে অপরাধমূলক কর্মকান্ড বেড়ে যাবে, নারীর প্রতি সহিংসতা বেড়ে যাবে, সামাজিক নিরাপত্তা ব্যাহত হবে এবং বসবাসের পরিবেশ খারাপ হবে ইত্যাদি।

ভূমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিপূরণ ও সমস্যার সমাধান

অধিকাংশ উত্তরদাতারা বলেছেন যে, অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ তাদের ভূমি অধিগ্রহণ করেছে তবে কত সংখ্যক লোকের ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে সে বিষয়ে তঁরা অবগত নয়। যাদের ভূমির কাগজে কোন সমস্যা নেই বা মামলা নেই, তাদের প্রায় সবাই মৌজা রেটের তিনগুণ দরে ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। এক্ষেত্রে Acquisition and Requisition Immovable Property Act ২০১৭ (ARIPA 2017) অনুসরণ করা হচ্ছে। যাদের দলিলপত্রে সমস্যা আছে বা মামলা আছে তারা এখনও ক্ষতিপূরণ পাননি। অল্পসংখ্যক উত্তরদাতা বলেছেন যে, ক্ষতিপূরণ পাবার ক্ষেত্রে তারা কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন যেমন, ভূমির উপর মামলা চলছে এবং এলাকার প্রভাবশালীরা মাঝে ঝামেলা করেছিল। সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ উত্তরদাতা বলেছেন যে, তারা তাদের সমস্যার সমাধান করেছেন স্থানীয় সালিশি, আদালত ও এলাকার রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাবশালীদের নিয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনার মাধ্যমে।

পরিবেশগত সমস্যা ও সমাধান

অধিকাংশ উত্তরদাতারা বলেছেন যে, জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার ফলে তাদের এলাকায় বিভিন্ন ধরনের পরিবেশগত সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে, যেমন-বালি দিয়ে নিচু জমি ভরাট করা হয়েছে, সেখান থেকে বালি উড়ে এসে পার্শ্ববর্তী এলাকা দূষিত হচ্ছে, পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় জলাবদ্ধতা তৈরি হচ্ছে, খার ও পুকুর ভরাট করায় দেশি মাছ কমে গিয়েছে, যন্ত্রপাতির কালো ধোঁয়ায় বায়ু দূষিত হতে পারে, বহিরাগত শ্রমিকের আধিক্যের কারণে স্থানীয় জনগণের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়বে, জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হওয়ায় মশা-মাছির উপদ্রব বেড়ে যাবে, কলকারখানায় ভারি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে শব্দদূষণ হবে, কলকারখানার বর্জ্য ও বহিরাগত শ্রমিকের আধিক্যের কারণে ঘনবসতি বৃদ্ধি পেয়ে পরিবেশ দূষিত হবে ইত্যাদি। এ সকল সমস্যা সমাধানের জন্য স্থানীয় জনগণের পরিবেশ সম্পর্কে আরও বেশি সচেতন করতে হবে এবং অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষকে পরিবেশ রক্ষায় যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। বায়ুদূষণ রোধের জন্য বৃক্ষরোপণ করতে হবে, শব্দদূষণ রোধের জন্য কলকারখানায় শব্দরোধী ও আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হবে, পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেনের ব্যবস্থা করতে হবে, পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে, পানিতে কোন প্রকার বর্জ্য ফেলা যাবে না, শ্রমিকদের জন্য পরিকল্পিত আবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে, এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তিদের প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনার মাধ্যমে যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে,

জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য খাল খনন করতে হবে, স্থানীয় জনগণের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বিষয়ে সচেতন করতে হবে, যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করতে হবে, পরিবেশ সহনশীল প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে এবং সরকারকে সবকিছু কঠোরভাবে তদারকি করতে হবে।



চিত্র ১: এফজিডি (পুরুষ), স্থান: রাশিদুল মীর ট্রেডার্স (পাঁচবাড়িয়া, দুপতারা, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ) (৩ এপ্রিল ২০২২)



চিত্র ২: এফজিডি (নারী), স্থান: বাদল মিয়াঁর বাড়ির উঠান (খাঁনপাড়া, পাঁচরুখী, সাতগ্রাম, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ) (৬ এপ্রিল ২০২২)

উল্লিখিত সমস্যা নিরসনে নাগরিক সুবিধাসহ আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পরিবেশগত সমস্যা ইত্যাদি সমাধানকল্পে পরিকল্পিত নগরায়ন, জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা জ্ঞান সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণের সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এছাড়া, বেজা হতে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনের জন্য শিল্প পুলিশ স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। উল্লেখ্য, অর্থনৈতিক অঞ্চলের অভ্যন্তর হতে কোন ভাবেই শিল্প বর্জ্য নিকটবর্তী এলাকায় দূষিত করবে না।

৩.৯ কেআইআই (KII) থেকে প্রাপ্ত ফলাফল

নিবিড় পরিবীক্ষণের একটি পদ্ধতি হলো মুখ্য ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনা (কেআইআই)। এ নিবিড় পরিবীক্ষণের অংশ হিসেবে মোট ২৪টি কেআইআই পরিচালনা করা হয় যার মধ্যে ১৮টি কেআইআই পরিচালনা করা হয় দুপতারা ও সাতগ্রাম ইউনিয়নের ৫টি গ্রামে। সর্বমোট ২৪টি কেআইআই-এর মধ্যে ২১টি করা হয় পুরুষদের সাথে এবং বাকি ৩টি নারীদের সাথে। প্রকল্প এলাকার কেআইআই-এ অংশগ্রহণকারীগণ ছিলেন মূলত শিক্ষক, ঈমাম, মোয়াজ্জিন, মেম্বার, সরকারি কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী ইত্যাদি।

জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চলটি একটি দ্বিপাক্ষিক সরকারি উদ্যোগ

বিগত ২০১৪ সালের মে মাসে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জাপান সফর এবং একই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে জাপানের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরের সময় দুদেশের উচ্চ পর্যায়ের সভায় সমঝোতার ভিত্তিতে জাপানিজ ইকোনোমিক জোন প্রকল্পটির উদ্যোগটি গৃহীত হয়। জাপান সবসময় বাংলাদেশের বিশ্বস্ত উন্নয়ন সহযোগী। দুদেশের সরকারই মনে করছেন প্রকল্পটির বাস্তবায়ন শেষে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ বাড়বে। মোট ১০০টি জাপানি শিল্প প্রতিষ্ঠান এ অর্থনৈতিক অঞ্চল তাদের শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা করবে। এতে প্রায় ১ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। মোট ১০০টি জাপানি শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে সরাসরি রপ্তানি হবে। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ফলে অর্থনৈতিক অঞ্চলটি জিডিপিতে এটি অবদান রাখবে। এতে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে। জাপান ছাড়াও দেশি ও বিদেশি শিল্প উদ্যোগগুলো এখানে প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে পারবে। ধীরে ধীরে আধুনিক প্রযুক্তির/হাইটেক শিল্প প্রতিষ্ঠান এখানে স্থাপিত হবে। ফলে বিশ্ববাণিজ্যে বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা জন্য অনেক বেসরকারি জমি অধিগ্রহণ করতে হয়েছে। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী এ অর্থনৈতিক অঞ্চলে শিল্প স্থাপনের জন্য মৌলিক অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নত হচ্ছে। এর ফলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে এবং দেশ এগিয়ে যাবে। এ লক্ষ্যে “বাংলাদেশ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল লিমিটেড” নামে একটি যৌথ মালিকানা কোম্পানিও গঠন করা হয়েছে।

প্রকল্প এলাকা নির্বাচন ও অবস্থান

যতদূর জানা যায় যে, প্রকল্পের শুরুর আগে সম্ভাব্যতা যাচাই জরিপ সম্পাদনের জন্য প্রাথমিকভাবে দুটি সাইট (শ্রীপুর ও গাজীপুর এবং আড়াইহাজার ও নারায়ণগঞ্জ) নির্বাচন করা হয়েছিল। পরবর্তীতে আড়াইহাজার ও নারায়ণগঞ্জ-এর মধ্য থেকে চূড়ান্তভাবে আড়াইহাজারকে নির্বাচন করা হয়েছিল। তার কারণ হলো আড়াইহাজার অঞ্চলটি ঢাকার নিকটবর্তী (শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে মাত্র ৩৫ কিমি দূরে), এখানে ভূমি অধিগ্রহণ জটিলতা তুলনামূলক কম এবং এ এলাকায় ঘরবাড়ির সংখ্যাও কম। সম্ভাব্যতা যাচাই জরিপ ছাড়াও আরও কয়েকটি জরিপ পরিচালিত হয়েছে এবং সেগুলো হচ্ছে- Topographic Survey, Water Source, and soil investigation, Water Supply Plan, On-site Basic Infrastructure Plan, Internal Road Plan, Rainwater drainage Plan, Water Supply Plan, Sewerage Plan, Gas Distribution, Power Distribution এবং Telecommunication distribution.

প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রভাব

চীন এবং ভিয়েতনামে ক্রমাগতভাবে শ্রমের মূল্য বেড়ে যাওয়ার কারণে অনেক জাপানি বিনিয়োগকারী তাদের বিনিয়োগের বিকল্প গন্তব্য খুঁজছিলেন। বাংলাদেশ হতে পারে তাদের কাছে একটি বিকল্প ও আদর্শ গন্তব্য বিশেষকরে শ্রম-ঘন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থানান্তরের ক্ষেত্রে। তাই এটি জাপানিদের কাছে একটা পরীক্ষামূলক প্রকল্প। প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে জাপানিদের কাছে আমাদের কর্মদক্ষতা প্রকাশ পাবে। এ প্রকল্পের সফল দিকগুলো অন্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। কাজে কাজেই প্রকল্পটি জাপানিদের কাছে একটা মডেল হিসেবে কাজ করছে।

ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের জনবল নিয়োগ

অধিকাংশ উত্তরদাতারা বলেছেন যে, ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান তাদের কার্য-সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নিয়োগ করেছে এবং তাদের কাজ দ্রুত গতিতে চলছে। তবে এ উন্নয়ন কর্মকান্ডে স্থানীয় জনবলের তেমন কোন অংশগ্রহণ নেই। কিছু সংখ্যক উত্তরদাতা বলেছেন যে, যেহেতু তারা অর্থনৈতিক অঞ্চলের ভিতরে যেতে পারেন না। সুতরাং তারা এ প্রশ্নের যথাযথ ও সঠিক উত্তর দিতে পারবেন না। স্থানীয় কর্মচারি যারা অর্থনৈতিক অঞ্চলে কর্মরত আছেন তাদের কাছে শুনেছেন যে খুব দ্রুত গতিতে কাজ চলছে। তবে স্থানীয় জনগণের দাবি আন্তর্জাতিক মানদণ্ড না মেনে রানা প্লাজার মতো বহুতল ভবন যেন গড়ে না উঠে। শিল্প কারখানায় দুর্ঘটনার ঝুঁকি সবসময় বিবেচনা করা প্রয়োজন। শিল্প কারখানায় দুর্ঘটনা প্রতিরোধে Accord and Alliance মতো নির্ধারিত মানদণ্ড মেনে চলার নির্দেশনা থাকা অত্যন্ত জরুরী।

ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ

যাদের জমির দলিলপত্র ঠিক ছিল, তাদের ভূমি অধিগ্রহণের বিষয়গুলো অতি দ্রুত নিষ্পত্তি হয়েছে এবং তারা সবাই ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন, তবে যাদের জমির কাগজে সমস্যা আছে বা মামলা চলছে তারা এখনও ক্ষতিপূরণ পায়নি।

প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা

আমাদের দেশের জনগণের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এ ধরনের আরও প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন আছে বলে অধিকাংশ উত্তরদাতারা তাদের মতামত ব্যক্ত করেন এবং এ ধরনের প্রকল্প বাংলাদেশের প্রত্যেক জেলাতেই করা উচিত। কেননা এ ধরনের প্রকল্পে স্থানীয় জনগণের কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং তাদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে। ফলে সামগ্রিকভাবে আমাদের দেশের উন্নয়ন হবে। তবে একজন উত্তরদাতা বলেছেন যে, এ প্রকল্পের সুফল দেখে তারপর অন্য প্রকল্প নিতে হবে এবং স্থানীয়দের কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন করে তাদের কাজের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

অধিকাংশ উত্তরদাতারা বলেছেন যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে এলাকার অনেক মানুষের কর্মসংস্থান হবে, আয় বাড়বে এবং ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে তাদের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন হবে যা এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। আবার অনেকেই তাদের প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণের টাকা বিনিয়োগ করেছেন যা তাদের আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে। ফলে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হচ্ছে। আর এভাবে এ প্রকল্পটি এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। অর্থাৎ স্থানীয়দের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে তাদের কাজের সুযোগ দিতে হবে তাহলেই এ এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হবে বলে অধিকাংশ উত্তরদাতারা তাদের মতামত ব্যক্ত করেন।

জাপানি বিনিয়োগের সম্ভাবনা

অধিকাংশ উত্তরদাতারা বলেছেন যে, আমরা যদি এ প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে পারি তাহলে জাপানিদের কাছে একটা ইতিবাচক বার্তা যাবে ফলে ভবিষ্যতে আমাদের দেশে আরও জাপানি বিনিয়োগের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। জাপানিরা আরও নতুন অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করবে দেশের বিভিন্ন এলাকায়। সুতরাং নির্মিত স্থাপনাগুলো পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে।

পরিবেশের উপর প্রভাব

অধিকাংশ উত্তরদাতারা বলেছেন যে, জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার ফলে তাদের এলাকায় বিভিন্ন ধরনের পরিবেশগত সমস্যার সৃষ্টি হবে, যেমন- বালি দিয়ে নিচু জমি ভরাট করা হয়েছে, সেখান থেকে বালি উড়ে এসে পাশ্চাত্য এলাকায় প্রকল্প চলাকালীন সময়ে বায়ু দূষিত হবে, পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় জলাবদ্ধতা তৈরি হবে, বহিরাগত শ্রমিকের আধিক্যের কারণে স্থানীয় জনগণের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়বে, গ্রামের ছেলে-মেয়েদের খেলাধুলা করার জায়গা কমে গেছে, জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হওয়ায় মশা-মাছির উপদ্রব বেড়ে যাবে, কলকারখানায় ভারী যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে শব্দ দূষণ হবে, কলকারখানার বর্জ্য থেকে পরিবেশ দূষিত হবে, বহিরাগত শ্রমিকের আধিক্যের কারণে ঘনবসতি বেড়ে পরিবেশ দূষিত হবে, ইত্যাদি।



চিত্র ৩: ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ, স্থান: পাঁচবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (৩ এপ্রিল ২০২২)



চিত্র ৪: সহকারি শিক্ষকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ, স্থান: পাঁচবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (৩ এপ্রিল ২০২২)

৩.১০ সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ

বিভিন্ন সময়ে কেএমসি থেকে পরামর্শকগণ আড়াইহাজারে জাপানিজ অর্থনৈতিক আঞ্চল সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। তাঁরা পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, পুরাতন গ্যাস পাইপলাইন যেখানে রয়েছে সেটি বাদ দিয়ে, ডিজাইন স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী মাটি ভরাট প্রায় শেষ পর্যায়ে। পরামর্শকগণ প্রকল্প পরিচালকের সাথে বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগ্রহের জন্য সাক্ষাৎ করেন। আড়াইহাজার প্রকল্প এলাকার উন্নয়ন এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট সমস্যা নিয়ে আলাপ করেন। নিবিড় পরিবীক্ষণ কর্মকান্ড চলাকালীন সময়ে পরিমর্শকগণ প্রকল্প অফিস থেকে ক্রয় পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহ করেন ও প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করে নিম্নলিখিত কাজের অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

১. ভূমি উন্নয়নসহ অঙ্গাভিত্তিক কাজের অগ্রগতি

বালু ভরাট কাজ ভূমি উন্নয়নের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সরেজমিনে পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, মোট ১০.১৪ মিলিয়ন ঘনমিটার মাটি ভরাটের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল যার মধ্যে ৮.২৭ মিলিয়ন ঘনমিটারের কাজ মার্চ ২০২২ সালের মধ্যে শেষ হয়েছে। শতকরা হিসেবে এটা দাঁড়ায় ৮১.৫%। অনুরূপভাবে ঢাল সুরক্ষার (Slope Protection) মোট কাজের পরিমাণ ৭৩,১৫৩ ঘনমিটার। ২০২২ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ৫৭,২৯০ ঘনমিটার কাজ শেষ হয়েছে যা শতকরা হিসেবে প্রায় ৭৮.৩%। রিটেইনিং ওয়ালের (Retaining Wall) কাজ ৯৫% শেষ হয়েছে। সংরক্ষণ

খাল (Retention Canal) পুকুরের গাইড বাঁধ নির্মাণ সম্পূর্ণ শেষ হয়েছে। তবে সবচেয়ে কম হয়েছে পিভিডি'র (PVD) কাজ। ডিপিপি অনুযায়ী ১৩.৮ মিলিয়ন ঘনমিটারের কাজ হওয়ার কথা, কিন্তু ২০২২ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত পিভিডি'র কাজ হয়েছে মাত্র ২.৭ মিলিয়ন ঘনমিটারের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। শতকরা হিসেবে এটা দাঁড়ায় মাত্র ১৯.৭%। ২০২২ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত সীমানা প্রাচীরের (Boundary Fence) কাজ শেষ হয়েছে প্রায় ৪৪%। উল্লেখ্য যে, জাপানের অভিজ্ঞ ও খ্যাতনামা পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (নিপ্পন কোই) ও ঠিকাদার (তোয়া করপোরেশন) অর্থনৈতিক আঞ্চলিকভাবে কাজ করছেন। বুয়েট ও নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করে প্রকল্পের ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কাজের গুণগতমান যাচাই করা হচ্ছে। Environmental Management Plan (EMP) প্রণয়ন ও প্রতিপালন করা হচ্ছে। বেজা সারা বাংলাদেশে ১০০টি অর্থনৈতিক জোন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য স্থির করেছে। এরই মধ্যে তারা সুনামের সাথে প্রায় ১০টি অর্থনৈতিক জোন প্রতিষ্ঠা করেছেন। জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চল তারই একটি।

পাওয়ার স্টেশন নির্মাণের প্রস্তাব বাদ দিয়ে সাব-স্টেশন ও ট্রান্সমিশন লাইন নির্মাণ করা হচ্ছে। ডিপিপিতে Power Station নির্মাণের কথা ছিল কিন্তু দেশের সার্বিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ বিবেচনায় এটি বাদ দিয়ে শুধু সাব-স্টেশন ও ট্রান্সমিশন লাইন নির্মাণ করা হচ্ছে। ২৩০ কেভি জাতীয় গ্রিডলাইন হতে নির্মিত সাব-স্টেশনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংযোগ নেয়া হবে। লাইন ইন লাইন আউট (LILO)-এর মাধ্যমে পিজিসিবি কর্তৃক কারিগরি বিবেচনার মাধ্যমে এ সাব-স্টেশন নির্মিত হবে। এ পর্যন্ত যতটুকু কাজ হয়েছে তাতে ২০২৩ সালের জুনের মধ্যে বিদ্যুৎ সাব-স্টেশন নির্মাণসহ প্রকল্পটি সমাপ্ত হবার সম্ভাবনা কম। মনে হচ্ছে প্রকল্প বাস্তবায়নে সময় বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। উল্লেখ্য যে, প্রাথমিক ডিজাইনের ভিত্তিতে দরপত্র আহ্বান করার ফলে পরবর্তীতে ঠিকাদারের সাথে কাজ সম্পাদনে জটিলতা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা আছে।

২. পর্যবেক্ষণের জন্য সিসি ক্যামেরা স্থাপনঃ

প্রকল্পের আওতায় পর্যবেক্ষণের জন্য নিরাপত্তাসহ বাস্তবায়ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ এবং পরিবীক্ষণের জন্য ২০টি সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে, যাতে প্রকল্প পরিচালক অফিস বা দূরবর্তী স্থান হতে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করতে পারেন।

৩. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য গারবেজ ব্যাগ (Garbage Bag) স্থাপনঃ

প্রকল্প এলাকার অভ্যন্তরে ময়লা আর্বজনা ফেলার জন্য গারবেজ ব্যাগ স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দ নির্দিষ্ট দিন অন্তর অন্তর পরিচ্ছন্নতা দিবস (Cleaning Day) পালন করে।

৪. পর্যবেক্ষণ টাওয়ার নির্মাণ (Watch Tower)

নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকার অভ্যন্তরে চারিদিকে পর্যবেক্ষণ টাওয়ার নির্মাণ করা হয়েছে। পর্যবেক্ষণ টাওয়ারগুলো সিসি ক্যামেরাসহ নিরাপত্তা কর্মী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মোট ২১টি টাওয়ার থেকে সার্বক্ষণিক পাহারা দেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।



চিত্র ৫: ওয়াচ টাওয়ার পরিদর্শন (১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২)

৫. পাঁচ (৫) ফুট প্রশস্ত ওয়াকওয়ে ও আন্ডারপাস নির্মাণঃ

প্রকল্প এলাকায় শ্রমিক চলাচল উপযোগী করার জন্য প্রকল্পের চারিদিকে একটি ৫ ফুট প্রশস্ত ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে। সংযোগ সড়ক নির্মাণের কারণে এলাকাটি যাতে বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায় সেজন্য একটি আন্ডারপাস নির্মাণ করা হয়েছে।



চিত্র ৬: ওয়াকওয়ে পরিদর্শন (ফেব্রুয়ারি ২০২২)

৬. রিটেনশন পন্ড (Retention Pond)

প্রকল্পের অভ্যন্তরে একটি ২০ একরের রিটেনশন পুকুর ও সংলগ্ন রিটেনশন খাল রয়েছে যেটি বৃষ্টির পানি ও পুনঃব্যবহারযোগ্য পানি সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হবে। অর্থনৈতিক অঞ্চলের অভ্যন্তরে প্রতিটি মূল সড়কের সাথে ৩০ ফুট প্রশস্ত খাল থাকবে, যাতে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহৃত পানি পুনঃব্যবহারের সুযোগ থাকবে।

৭. করোনা টিকা

প্রকল্প অঞ্চলের অভ্যন্তরে টিকা ক্যাম্প করে প্রকল্পে কর্মরত সকল কর্মীকে করোনার টিকা দেয়া হয়েছে। এছাড়া, মোট ৩৮৫ জন গ্রামবাসীকে করোনার ১ম ও ২য় ডোজ টিকা দেয়া জন্য তালিকাভুক্ত করে ১ম ও ২য় ডোজ টিকা দেয়া হয়েছে। এটি করা হয়েছে Environmental Health & Safety (EHS) নীতিমালা অনুসরণ করে। প্রকল্প অঞ্চলের অভ্যন্তরে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য করোনা টিকার পাশাপাশি পেশাগত ক্ষেত্রে আঘাতজনিত দুর্ঘটনা ও ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শ থেকে রক্ষার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার (OHS) ব্যবস্থাটি বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

৮. স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্তকরণ

প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থানীয় জনসাধারণের সাথে প্রকল্পে নিয়োজিতদের সম্পর্ক উন্নয়নে ব্যবস্থা গ্রহণ করায় কোন রকম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। নিম্নে প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শনের সময় ধারণকৃত কয়েকটি ছবি দেয়া হলো।



চিত্র ৭: প্রকল্প পরিচালকের সাথে সরেজমিনে প্রকল্প পরিদর্শন (১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২)



চিত্র ৮: পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সাথে প্রকল্প পরিদর্শন (১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২)

৩.১১ স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা প্রাপ্ত ফলাফল

গত ১০ এপ্রিল ২০২২ তারিখে প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম বিষয়ে স্থানীয় পর্যায়ে একটি মতবিনিময় কর্মশালা স্থানীয় মীরবাড়ি জামে মসজিদ (পাঁচবাড়িয়া) প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় আইএমইডি'র কর্মকর্তাবৃন্দ ও আইএমইডি কর্তৃক নিযুক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কেএমসি লিমিটেডের টিম লিডারসহ পরামর্শকগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

উপস্থিত সকলের মতামতের সারসংক্ষেপ নিম্নরূপঃ

- এ প্রকল্প বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগণের কারো কারো জমি অধিগ্রহণ করার ফলে তাদের কৃষিভিত্তিক ও দিনমজুরির পেশা বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে তাদের কেউ কেউ বর্তমানে অনেকেই কর্মহীন হয়ে আছে। প্রকল্প যথাসময়ে বাস্তবায়িত হলে তারা পুনরায় কর্মতৎপর হয়ে উঠতে পারবে।
- প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে যে সুবিধাসমূহ তারা পাবে বলে মনে করছেন, তা হলো স্থানীয় অধিবাসীদের আয় বাড়বে, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হবে, স্থানীয় কর্মক্ষম ব্যক্তিদের কর্মের সুযোগ সৃষ্টি হবে।
- ভূমি অধিগ্রহণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির প্রকল্প সংলগ্ন এলাকায় বাড়িঘর তৈরি করে কর্মজীবীদের ভাড়া দিয়ে আয় করতে পারবে।
- অন্যান্য ছোট খাটো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে।
- জনবসতি বাড়ার সাথে সাথে হাসপাতাল, ক্লিনিক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি গড়ে উঠবে।

- জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক যানবাহন বৃদ্ধি পাবে এবং এর সাথে গ্যারেজসহ অটোসার্ভিস সেন্টার গড়ে উঠবে।
- গ্রামীণ অর্থনীতির বদলে শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে উঠবে। জীবনমানের পরিবর্তনসহ আধুনিকতার ছোঁয়া লাগবে।
- প্রকল্পের কারণে নিকটবর্তী এলাকায় অপরিষ্কৃত নগরায়নের ফলে নিষ্কাশন খাল বন্ধ হয়ে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হতে পারে।
- কৃষিকার্য বন্ধ হওয়ার ফলে খড়কুটো, গোবর জ্বালানি কাজের জন্য যেগুলো ব্যবহৃত হয় সেগুলোর ঘাটতি সৃষ্টি হয়েছে। ফলে জ্বালানি সমস্যা বেড়েছে এবং বিকল্প উৎসের উপর নির্ভরশীল হতে হয়েছে।
- এছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিছিন্ন করায় জ্বালানির বিকল্প উৎসে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
- প্রকল্প এলাকার ১০ কিমি ব্যাসার্ধের মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা তৈরি করা হয়েছে, যেগুলো Corporate Social Responsibilities (CSR)-এর আওতায় Bangladesh Special Economic Zone (BSEZ) হতে সহযোগিতা পাবে। এটি নিঃসন্দেহে একটি সুখবর।

এলাকাবাসীর দাবিসমূহ

- জলাবদ্ধতা হতে নিষ্কৃতির লক্ষ্যে দূত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা যাতে জনদুর্ভোগ লাঘব হয়। এ লক্ষ্যে নিকটবর্তী খালসমূহ পুনরায় খননের মাধ্যমে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রে এলাকাবাসী পরিকল্পিত বাসস্থান নির্মাণে উৎসাহী হবেন।
- চাকরি প্রত্যাশী স্থানীয় জনগণের চলাচলের সুবিধার জন্য প্রকল্প এলাকার চারিদিকে রাস্তা (ওয়াকওয়ে) তৈরি প্রয়োজন যাতে তারা কর্মক্ষেত্রে সহজে যেতে পারে।
- প্রকল্প এলাকার সুফলভোগীদের মধ্য থেকে যোগ্যতা সাপেক্ষে কর্মক্ষম ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিয়োগদান করা এবং দক্ষ জনশক্তি তৈরির জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- জমির ক্ষতিপূরণ এলাকার অধিকাংশ লোক পেয়েছে কিন্তু ফসলী জমির মালিকদের ফসলের ক্ষতিপূরণ এখনও দেয়া হয়নি। এটি খুব দূত পরিশোধ করা উচিত।



চিত্র ৭: স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা, স্থান: পাচবাড়িয়া, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ (১৭ এপ্রিল ২০২২)



চিত্র ৮: স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা, স্থান: পাচবাড়িয়া, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ (১৭ এপ্রিল ২০২২)

৩.১২ কেস স্টাডি

৩.১২.১ কেস স্টাডি (১)

নাম: মো: শরত আলী

পেশা: ব্যবসা

বয়স: ৫৪

ঠিকানা: গ্রাম-পাঁচরুখী মাইজপাড়া, ইউনিয়ন- সাতগ্রাম, উপজেলা- আড়াইহাজার, জেলা- নারায়ণগঞ্জ

মোবাইল নম্বর: ০১৭৩৫৭১১৭১৪

বর্ণনা



মো: শরত আলী এ এলাকায় প্রায় ৫০ বছর ধরে স্থায়ীভাবে বসবাস করে আসছেন। তার বয়স এখন ৫৪ বছর এবং তিনি পেশায় একজন ব্যবসায়ী। তার মালিকানাধীন জমির পরিমাণ ২৪ শতাংশ এবং তার ৫ শতাংশ জমি প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণ করা হয়েছে। তিনি একতলা পাকা বাড়িতে বসবাস করেন। তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৪ জন। সবাই লিখতে ও পড়তে পারেন। তিনিই একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। রান্নাবান্নার কাজে লাকড়ি ও এলপিগি সিলিন্ডার, পানির জন্য টিউবওয়েল ও পুকুর, আলোর জন্য পল্লী বিদ্যুৎ ও সোলার হোম সিস্টেম এবং স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবহার

করে থাকেন। তার অধিগ্রহণকৃত জমি ক্ষতিপূরণ বাবদ মূল্য শতাংশ ২,০০,০০০ (দুইলক্ষ টাকা হারে) মোট ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা পেয়েছেন। তবে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে ২০১৭ সালে এবং তিনি ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন ২০১৮ সালে। এ ক্ষতিপূরণ পেতে ডিসি অফিসে তার তেমন কোন সমস্যা হয়নি। ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি নিয়ে তিনি মোটামুটি সন্তুষ্ট। ক্ষতিপূরণের টাকা পেয়ে তিনি কিছু টাকা ব্যবসায়ে নিয়োগ করেছেন এবং কিছু টাকা বাড়ি পাকা করার কাজে ব্যবহার করেছেন। তিনি প্রকল্পটির কাজ শুরু করার পূর্বে তাদের সাথে কর্তৃপক্ষ ২০১৭ সালে অবহিতকরণ সভা করেছিল। এ সভায় তাদের জমি অধিগ্রহণ করা হলে তাদেরকে তিন গুণ বেশি মূল্যে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে, কর্মসংস্থানের সুযোগ দেয়া হবে, ফসলের ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে আশ্বাস দেয়া হয়। জমি অধিগ্রহণের ক্ষতি পুষিয়ে দেয়ার জন্য তাদের কাছে প্রস্তাব চাওয়া হয়েছিল। প্রকল্পের কারণে সৃষ্ট উন্নয়নে বিষয়ে তিনি যথেষ্ট আশাবাদী হলেও কিছু কিছু সমস্যার কথাও জানিয়েছেন। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন এভাবে যে, একদিন তার ব্যবসার পরিধি আরও বাড়বে, ফলে মাসিক আয় বৃদ্ধি পেয়ে আরও স্বচ্ছলতা আসবে, এলাকার যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়ে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের ফলে এলাকার চিত্র বদলে যাবে। ক্ষতিপূরণের টাকা থেকে কিছু টাকা খরচ করে তার এক মেয়েকে সদ্য বিয়ে দিয়েছেন এবং আর এক মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন সাত বছর আগে। সে সময় তার আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। ক্ষতিপূরণের টাকা পেয়ে এ মেয়েকেও একটি ৩২” এলইডি টিভি সেট কিনে দিয়েছেন। এতে তার মেয়েদের সামাজিক অবস্থান বেড়েছে বলে তিনি মনে করেন। প্রকল্পটি পুরোপুরি চালু হলে তিনি তার বর্তমান ব্যবসার পাশাপাশি নতুন আরও একটি ব্যবসা চালু করার আশা পোষণ করছেন এবং কর্মচারি রেখে সেটি পরিচালনা করবেন বলে এখনই পরিকল্পনা করছেন। তিনি মনে করেন প্রকল্পটি চালুর ফলে এলাকায় অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার অনেক উন্নত হবে। ভালো মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হাসপাতাল, ক্লিনিক, বিনোদন কেন্দ্র, গ্রোথ সেন্টার, কমিউনিটি সেন্টার ও বহুতল বিশিষ্ট শপিংকমপ্লেক্স গড়ে ওঠবে বলে মনে করেন। বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস-প্রাপ্তি আরও সহজলভ্য হবে বলে মনে করেন। অন্যদিকে যুবকদের জন্য নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ, ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ, বাড়ি ভাড়া বৃদ্ধি পাবে কারণ মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে। এলাকার এ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধরে রাখতে হলে তিনি মনে করেন এলাকার কর্মক্ষম নারী-পুরুষ তথা যুবকদের দক্ষভাবে গড়ে তুলতে হবে। তিনি মনে করেন,

তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন। তিনি কতকগুলো প্রশিক্ষণের কথাও উল্লেখ করেন, যেমন- ১. মোটর মেকানিক, ২. ইলেকট্রিশিয়ান, ৩. ড্রাইভিং (অটোরিকসা, পিকআপ, বাস ও ট্রাক), ৪. পাইপ ফিটার, ৫. রাজমিস্ত্রি, ৬. লেদ মেশিন অপারেটর, ৭. ওয়ার্কশপের কাজ। বর্তমানে তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হতে তার মাসিক আয় প্রায় ৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ) টাকা এবং সকল খরচ বাদে তার বাৎসরিক সঞ্চয় প্রায় ১২,০০,০০০ (বার লাখ) টাকা। যা তিনি তার ব্যবসা সম্প্রসারণে কাজে লাগাতে পারবেন। প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় বা পরবর্তীতে যে সব সমস্যার উদ্ভব হতে পারে বলে তিনি মনে করেন তা হলো, জলাবদ্ধতা আরও বেড়ে যেতে পারে, কলকারখানা প্রতিষ্ঠার ফলে পরিবেশ দূষণ (শব্দ, বায়ু ও পানি) বৃদ্ধি পেতে পারে, ঘনবসতি, সড়কে যানজট সৃষ্টি হতে পারে, দ্রব্যমূল্যও বৃদ্ধি পেতে পারে ইত্যাদি। বহিরাগতদের আগমনের কারণে স্থানীয়দের প্রভাব হ্রাস পাবে বলে মন্তব্য করেন। তার মতে, প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্ট সমস্যাসমূহ কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় আনতে হবে। তবে উন্নয়ন সহযোগী জাইকা'র অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে জেনে তিনি খুবই খুশি। কারণ তিনি বলেন জাপান হলো বাংলাদেশের পরীক্ষিত অকৃত্রিম বন্ধু রাষ্ট্র।

সারমর্ম

প্রকল্পটি হতে প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণের অর্থ পেয়ে মো: শরত আলী আর্থিকভাবে অনেকটাই স্বচ্ছল হয়েছেন। ক্ষতিপূরণের কিছু টাকা ব্যবসায় বিনিয়োগ করে তার বর্তমান আর্থিক ও সামাজিক অবস্থান উন্নতির কথা ভাবছেন। তিনি কিছু কৃষি জমি ক্রয় করে তাতে শাক-সবজি উৎপাদন ও এলাকায় বিক্রি করার পরিকল্পনা করছেন। এলাকার পাইকারি বাজার কমিটির সাথে এ বিষয়ে কথা বলেছেন। তার পরিকল্পনা দেখে মনে হচ্ছে যে, প্রকল্পটি তার ভাবনায় একটি ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে। এলাকার অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে জাইকা'র অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পটি ভূমিকা রাখবে বলে তার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে।

৩.১২.২ কেস স্টাডি (২)

নাম: ওয়াকিল উদ্দিন

পেশা: কৃষক

বয়স: ৬০

ঠিকানা: গ্রাম- সিংরাটি, ইউনিয়ন- দুপতারা, উপজেলা- আড়াইহাজার, জেলা- নারায়ণগঞ্জ

মোবাইল নম্বর: ০১৯২১৫৮৭৪৭৬

বর্ণনা



ওয়াকিল উদ্দিন একজন কৃষক। তার বয়স এখন ৬০ বছর। তার মালিকানাধীন জমির পরিমাণ প্রায় ১১০ শতাংশ। তার নিজের একতলা পাকা বাড়ি আছে। তার পরিবারে সদস্য সংখ্যা ৯ জন (পুরুষ-৪ জন ও নারী ৫)। বর্তমানে এক ছেলে কলেজে এবং দুই মেয়ে স্কুলে পড়ছে। পরিবারের অন্য সদস্যগণ সাক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন। পরিবারে তিনিসহ পরিবারের আর একজন (তার বড় ছেলে) নিজেদের জমিতে চাষাবাদ, গরুপালন ও মাছচাষ করেন। তার মাসিক আয় ৫০,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা। প্রকল্পের জন্য তার প্রায় ৯০ শতাংশ জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে বিগত ২০২১ সালে। তিনি এখনো ক্ষতিপূরণ পাননি। তিনি জানান, অন্যান্য অধিগ্রহণকৃত জমির মালিকদের মত তিনিও বর্তমান মৌজা রেটের তিনগুন পাবেন বলে আশা করছেন। ক্ষতিপূরণ পেলে তিনি তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় জমি ক্রয় করে চাষাবাদ শুরু করবেন। কিছু কিছু টাকা বিনিয়োগ করে একটি ছোট গরু ও হাঁস-মুরগির খামার ও পুকুর খনন করে

মাছ চাষাবাদ শুরু করবেন। তিনি মনে করেন প্রকল্পটি পুরোপুরি চালু হয়ে গেলে লোকবসতি বেড়ে যাবে। তখন ধান-

চাল, মাছ-মাংস, শাকসবজির চাহিদা অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে। সেই চিন্তা মাথায় রেখে তিনি অগ্রিম পরিকল্পনা ঠিক করে রেখেছেন। তিনি দীর্ঘদিন কৃষি কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধায় সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বর্তমান মাসিক আয় কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে প্রকল্পের বাস্তবায়নের সুযোগ গ্রহণ করতে চান। এ সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধির মাধ্যমে তিনি তার অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের ভালো জায়গায় কিছুটা খুমখামের সাথে বিয়ে দিতে চান। তিনি তার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যেতে চান এবং আশা করেন তার তিন ছেলে মিলে এ উদ্যোগকে আরও এগিয়ে নিতে পারবে। এ প্রকল্পে তিনি তার ছেলেমেয়েরাও যাতে যোগ্যতাসাপেক্ষে কর্মসংস্থানের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে সেজন্য চেষ্টা করছেন। তাই তাদের শিক্ষিত ও যোগ্য মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে চান। তিনি তার গরু ও হাঁস-মুরগির খামার, মাছের খামার ইত্যাদির জন্য স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণের জন্য সময় দিতে সম্মত আছেন। তিনি জানান এ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা হলে প্রথমেই বেকার কর্মক্ষম এলাকাসীদেব কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হবে। বিভিন্ন প্রকার ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে চাকরি প্রত্যাশী শিক্ষিত লোকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। ফলে তাদের এলাকাটি কর্মচঞ্চল ও ব্যস্ত হয়ে উঠবে। আগত চাকরিজীবীদের আবাসনের জন্য বাড়িঘরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। এলাকার রাস্তা-ঘাট ও অবকাঠামো উন্নত হবে। অন্যান্য এলাকাসীদেব মত তিনিও মনে করেন প্রকল্পের কারণে এলাকার মধ্যে কিছু কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে। ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা হবার ফলে শিশু ও নারীদের নিরাপত্তাহীনতা, ইভটিজিং, মদ ও জুয়ার আসরসহ অসামাজিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেতে পারে। বর্ষাকালে জলাবদ্ধতা বৃদ্ধিসহ পরিবেশ দূষণ (বায়ু, পানি, শব্দ) ও স্বাস্থ্য ঝুঁকির (ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া, ম্যালেরিয়া, ডায়রিয়া ইত্যাদি) মাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে। তার মতে, প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্ট সমস্যাসমূহ কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় নিতে হবে এবং নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সারমর্ম

ওয়াকিল উদ্দিন একজন কৃষক হওয়ায় তিনি তার কৃষিভিত্তিক চিন্তাভাবনা থেকে কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। যদিও এখনো জমির ক্ষতিপূরণ পাননি। ক্ষতিপূরণ পেলে সে টাকা দিয়ে হাঁস-মুরগির খামার ও তার নিজস্ব জমিতে শাক-সবজি উৎপাদনে বিনিয়োগ করবেন। এ অর্থনৈতিক অঞ্চলটির ফলে এলাকায় হাঁস-মুরগি ও শাক-সবজির চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। এ সুযোগ গ্রহণ করে তিনি কৃষিভিত্তিক ব্যবসা শুরু করতে চান। তিনি দৃঢ় বিশ্বাস করেন যে, এলাকার অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

৩.১২.৩ কেস স্টাডি (৩)

নাম: মনিরুল ইসলাম

পেশা: ক্ষুদ্র ব্যবসা

বয়স: ৪০

ঠিকানা: গ্রাম- ছনপাড়া, ইউনিয়ন- সাতগ্রাম, উপজেলা- আড়াইহাজার, জেলা- নারায়ণগঞ্জ

মোবাইল নম্বর: ০১৮৫৫৮১০৭১৫

বর্ণনা



মনিরুল ইসলাম পেশায় একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। তার প্রায় ১০ শতাংশ জমি জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য অধিগ্রহণ করা হয়েছে। তার পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা ৯জন। তার মধ্যে পুরুষ সদস্য সংখ্যা ৬জন এবং নারী সদস্য সংখ্যা ৩জন। বাবা-মা, ভাইবোন ও ছেলেমেয়ে নিয়ে তার যৌথ সংসার। বাবা-মাসহ দুই ভাইবোন একসাথে থাকে। ভাই-বোন দুজনে অবিবাহিত। তারা

দুজনেই কলেজে পড়াশোনা করেন। তার ছেলেমেয়েরা এখনও ছোট। বড় ছেলের বয়স ১১ ও ছোট ছেলের বয়স ৯। বড় ছেলে স্কুলে যায় না, বাবাকে ব্যবসায় সাহায্য করে। ছোট ছেলে স্থানীয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩য় শ্রেণিতে পড়ে। সে প্রত্যহ ও নিয়মিত স্কুলে যায় এবং লেখাপড়ার প্রতি তার বেশ মনোযোগ আছে। সেজন্য তিনি ও তার স্ত্রী সুফিয়া বেগম স্থির করেছেন, ছোট ছেলেকে যেভাবেই হোক উচ্চ শিক্ষিত করাবেন। জমি অধিগ্রহণপ্রাপ্ত ক্ষতিপূরণের কিছু টাকা ছেলের নামে ভবিষ্যৎ লেখাপড়ার জন্য শিক্ষা বীমা করেছেন। তার বড় ছেলে দবিরুল ইসলাম পাড়ার দুট্টু ছেলেদের সাথে মিশে স্কুলে যাওয়া প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিল। অনেক বকা-ঝকা করে তাকে স্কুলে পাঠানো যায়নি। সে খেলাধুলা বেশ পছন্দ করে। অবশ্য এ ব্যাপারে বড় ছেলে দবিরুল দাদা-দাদির প্রশ্রয় পেয়েছিল। পাড়ার ছেলেদের সাথে মিশে সে ফুটবল ও ক্রিকেট খেলত। এমনকি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলা সরাসরি দেখার জন্য ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত শের-ই-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে যেত। সেজন্য তিনি তার বড় ছেলেকে তার ব্যবসায় সম্পৃক্ত করেছেন। উল্লেখ্য যে, মনিরুলও কিন্তু তেমন একটা লেখাপড়া করেননি। তিনি মাত্র পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছেন। হাই স্কুলে ভর্তি হওয়া সত্ত্বেও তার স্কুল ভালো লাগেনি এবং স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এরপর তার এক আত্মীয়ের সাথে শাকসবজির ও কাঁচা তরকারির ব্যবসা শুরু করেন। নরসিংদী জেলার বিভিন্ন বাজার থেকে তারা শাকসবজির ও কাঁচা তরকারি পাইকারী দরে কিনে এনে তাদের এলাকার বাজারে বিক্রি করতেন। মাঝে মাঝে বিশেষকরে বৃষ্টির সময়ে নরসিংদী থেকে পেয়ারা, লটকন, কলা ইত্যাদি ফল কিনে এনে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করতেন। এতে তাদের বেশ কষ্ট হতো কিন্তু লাভও ভালো হতো। প্রায় ১৩ বছর আগে মনিরুলের সাথে সুফিয়া বেগমের বিয়ে হয় পারিবারিকভাবে। এর কয়েক বছর পর মনিরুল আলাদাভাবে ব্যবসা শুরু করেন। তার এক ভাই তাকে সাহায্য করেছেন ব্যবসা দেখাশুনা করার ব্যাপারে। অবশ্য ব্যবসা করা ছাড়া তার তেমন কোন উপায়ও ছিল না। পঞ্চাশ শতাংশ জমি চাষ করে ৯-জন মানুষের ভরণ-পোষণ খুবই কঠিন। লেখাপড়াও বেশি দূর না করায় ছোটখাটো ব্যবসা ছাড়া তার অন্যকোন উপায় ছিল না।

২০১৫ সালের দিকে তারা শুনছেন যে তাদের এলাকায় একটি অর্থনৈতিক অঞ্চল হবে যেখানে জাপানি বিনিয়োগের মাধ্যমে শিল্প কারখানা নির্মিত হবে। এর ফলে অনেকের জমি অধিগ্রহণ করা হবে ও অনেক কর্মসংস্থান হবে, এলাকা উন্নত হবে যার সুফল এলাকার জনসাধারণ পাবে। ২০১৭ সালে তাদের প্রায় ৩০ শতাংশ জমি অধিগ্রহণ করা হয়। অবশ্য ২০১৮ সালে তারা অনেক ঝামেলা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ পান। প্রতি শতক ১,৮৬,০০০ টাকা দরে তিনি মোট ৫৬ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। ক্ষতিপূরণ পেয়ে মনিরুলের পরিবার সবুষ্টি নয়, কারণ ডিসি অফিস থেকে তাদের জন্য ঝামেলা তৈরি করা হয়েছিল। জমি অধিগ্রহণের আগে এলাকায় অবহিতকরণ সভার মাধ্যমে ২০১৭ সনের শুরুতে তাদের জানানো হয়েছিল। এ সভাতে তাদের জানানো হয়েছিল যে জমির মূল্যের তিনগুন ক্ষতিপূরণ তাদের দেয়া হবে। এছাড়াও ফসলের ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে, পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা হবে ও তাদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। প্রকৃতপক্ষে তারা জমির ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার আগেও এলাকায় বিশেষকরে বর্ষাকাল পরবর্তী সময়ে জলাবদ্ধতা ছিল। বসুন্ধরা হাউজিং প্রকল্পের ফলে ঢাকা সিলেট হাইওয়ের বিরাট এলাকা ভরাট করা হয়েছে। এর ফলে অনেক এলাকায় পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত হয়েছে। ফলে হাইওয়ের দুদিকেই জলাবদ্ধতা বাড়বে। খালখনন ও পানি নিষ্কাশনের জন্য সরকারের তরফ থেকে অনতিবিলম্বে একটি উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। তা সত্ত্বেও তার মতে এলাকার জনসাধারণ প্রকল্প সম্বন্ধে খুবই আশাবাদী। প্রকল্প এলাকায় শিল্প কারখানা যখন প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন অনেক নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। স্থানীয় জনগণ কাজ পাবে, ব্যবসা-বানিজ্যের সুযোগ তৈরি হবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হবে। অর্থনৈতিক অঞ্চলে আসা-যাওয়ার জন্য উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরি হবে ও মানুষের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু সব সেক্টরে কাজের সুযোগ সমানভাবে তৈরি হবে না। কোন কোন সেক্টরে কাজের সুযোগ বেশি হবে এমন প্রশ্নের উত্তরে মনিরুল জানান যে, অটোরিকশা চালনা, রিকশা-ভ্যান চালনা, বাস/ট্রাক/পিকআপ চালনা, মৎস্যচাষ, পশুপালন, ইত্যাদি সেক্টরে প্রচুর কাজের সুযোগ তৈরি হবে। মনিরুলের মতে তার পরিবার ও অন্যান্য লোকদের নতুন পেশায় আসার জন্য অথবা দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। তার মতে, কাপড় সেলাই, ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনা, মৎস্যচাষ ও পশুপালনের উপর প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হবে। তার মতে, অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠায় অনেক সুবিধা সত্ত্বেও কিছু অসুবিধা সৃষ্টি হবে, যেগুলো দূর করা কিংবা হ্রাস করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। অসুবিধাগুলোর মধ্যে স্থানীয় জনসাধারণের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা,

পানিদূষণ নিয়ন্ত্রন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, যথাযথ পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, স্থানীয় লোকদের কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা, স্থানীয় লোকদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। এ সমস্ত সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও স্থানীয় জনগণ অর্থনৈতিক অঞ্চল চালু হওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।

সারমর্ম

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী মনিরুল ইসলামের অধিগ্রহণকৃত ভূমির ক্ষতিপূরণ পেয়ে খুবই খুশি। তার ৯ সদস্যের পরিবারের জন্য পূর্বে ভরণপোষণ নির্বাহ কঠিন ছিল। ক্ষতিপূরণের টাকা পেয়ে তার কষ্ট কিছুটা লাঘব হবে বলে বিশ্বাস করেন। তিনি আশা পোষণ করেন যে, প্রকল্প চালু হলে তার পরিবারের উপার্জনক্ষম ছেলেমেয়েরা চাকরি সুযোগ পাবে। এতে তার পরিবারে আর্থিক সচ্ছলতা আসবে। অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে প্রকল্পটির সাফল্য কামনা করেন।

৩.১২.৪ কেস স্টাডি (৪)

নাম: আকতার হোসেন

পেশা: রিকশাচালক

বয়স: ৩১

ঠিকানা: গ্রাম- পাঁচবাড়িয়া, ইউনিয়ন- দুপতারা, উপজেলা- আড়াইহাজার, জেলা- নারায়ণগঞ্জ

মেবাইল নম্বর: ০১৭৬০২৪০৭২৫

বর্ণনা



পাঁচবাড়িয়া, দুপতারা ইউনিয়নের বাসিন্দা জনাব আকতার হোসেন প্রকল্প এলাকার নিকটবর্তী একজন বাসিন্দা। তার নিজ মালিকানাধীন জমির পরিমাণ ৪ শতাংশ। থাকেন টিনশেডের তৈরি নিজ বাড়িতে। তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৪ জন। তার ১ ছেলে এবং ১ মেয়ে। ছেলে দ্বিতীয় শ্রেণিতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে এবং নিয়মিত স্কুলে যায়। মেয়ে স্কুলে ভর্তির বয়স হয়নি। তিনি ছাড়া তার স্ত্রী ও স্কুল পড়ুয়া ছেলে লিখতে ও পড়তে পারেন। তিনিই পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। তিনি রান্না-বান্নার জন্য জ্বালানি কাঠ ও এলপিগি সিলিন্ডার ব্যবহার, রান্না ও খাবার পানির জন্য টিউবওয়েল, পায়খানার জন্য স্ল্যাব ল্যাট্রিন, আলোর জন্য বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন। তার মাসিক আয় ১২,০০০-১৫,০০০ হাজার টাকা। তার স্ত্রী একটি স্থানীয় এনজিওর সদস্য ও ঋণগ্রহীতা।

প্রকল্প এলাকার জন্য তার জমি অধিগ্রহণ করা হয়নি। তবুও তিনি নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চলটি নিয়ে অত্যন্ত আনন্দিত ও উচ্চাশা পোষণ করেন। অর্থনৈতিক অঞ্চলটি চালু হলে তার আয় বৃদ্ধি পাবে এবং পরিবারের ভরণ-পোষণ করতে বর্তমানে যে আর্থিক সংকট আছে সেটি কাটিয়ে উঠতে পারবেন বলে মনে করেন এবং এনজিওর ঋণ পরিশোধ করতে বেগ পেতে হবে না। একমাত্র স্কুল পড়ুয়া ছেলেটি লেখাপড়া ভালোভাবে শিখে এ অর্থনৈতিক অঞ্চলটিতে চাকরির ভালো সুযোগ পাবে এই আশা পোষণ করেন এবং তার মেয়েটিকে স্কুলে ভর্তি করিয়েছেন। লেখাপড়া শেষ করে এখানে চাকরির সুযোগ গ্রহণ করবে। তবে তার ছেলেকে কারিগরি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে চাকরির জন্য চেষ্টা করবেন। তিনিসহ তার ছেলেমেয়েরা চাকরির সুযোগ পেলে তার পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা বাড়বে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে ববলে বিশ্বাস করেন। বর্তমানে চিকিৎসার জন্য তেমন খরচ করতে পারেন

না। আর্থিক অবস্থা ভালো হলে চিকিৎসার জন্য ভালো ডাক্তার ও হাসপাতালে যেতে পারবেন। তিনি তার নিকটবর্তী এলাকায় বসবাসরত আত্মীয়-স্বজনদেরও এই প্রকল্প সম্পর্কে অবহিত করেছেন। এই প্রকল্পের কারণে এলাকার পরিচিতি ও সুনাম বৃদ্ধি পাবে এই ভেবে তিনি গর্ব অনুভব করেন। এ জাতীয় প্রকল্পের উদ্যোগ আরও হলে দেশের মানুষের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। পাশাপাশি প্রকল্পের কারণে কিছুটা সমস্যাও তৈরি হবে বলে তিনি মত দিয়েছেন, যেমন- এলাকায় ঘনবসতি গড়ে উঠবে, খোলামেলা শান্ত পরিবেশের বদলে কোলাহলপূর্ণ ও কর্মমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হবে কিংবা জলাবদ্ধতা আরও বেড়ে যেতে পারে ইত্যাদি। তবে উপরোক্ত সমস্যাগুলোর সমাধানে হলে তিনি খুশি হবেন। চাকরির ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণের অগ্রাধিকার দেয়ার দাবি জানান। সার্বিক বিবেচনায় প্রকল্পটি নিয়ে তিনি বেশ আশাবাদী।

সারমর্ম

রিকসাচালক আকতার হোসেন এলাকায় রিকসা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। এতে তার বেশ আর্থিক অনটন লেগেই থাকে। প্রকল্পটি থেকে সুফল পেতে তিনি স্কুল পড়ুয়া ছেলেকে লেখাপড়া শিখাচ্ছেন। তিনি আশা করেন যে, পড়াশোনা শেষে কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করে তার ছেলে একদিন ভাল চাকরির সুযোগ গ্রহণ করবে। এতে তার পরিবারের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হবে এবং একই সাথে সার্বিকভাবে এলাকার উন্নয়ন সাধিত হবে।

৩.১৩ সময়মত প্রকল্পটি শেষ না হলে যা করণীয়

সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ভৌত কাজের অন্তর্গত মাটি ভরাটের কাজ ৮২%, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ৪৪%, পিভিডি কাজের ২০% সমাপ্ত হয়েছে। বিদ্যুৎ, গ্যাস, ও টেলিযোগাযোগের ভৌত কাজের অগ্রগতি নেই বললেই চলে। কেবল বিদ্যুতের কাজের মূল নকশা ও রুট সার্ভে শেষ হয়েছে। গ্যাসের ক্ষেত্রে স্থাপনা নির্মাণের জন্য ঠিকাদার নির্বাচন করা হয়েছে। টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে রুট সার্ভে শেষ হয়েছে ও ঠিকাদার নির্বাচন প্রক্রিয়াধীন আছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকল্পটি সময়মত শেষ হবার সম্ভাবনা ক্ষীণ। এক্ষেত্রে প্রকল্পটির পূর্ত কাজের মূল ক্রয়চুক্তি মোতাবেক ভৌত কাজ সম্পন্ন হলেও ‘ডেলিগেটেড ওয়ার্ক’-এর কাজ সময়মত শেষ না হলে নিচের বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব দেয়া দরকার।

(ক) বিদ্যুৎ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে

- ডিপিপি প্রস্তুত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য পিজিসিবি দূত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং দেশে সরসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের (এফডিআই) স্বার্থে ডিসেম্বর ২০২৪ এ সমাপ্ত করতে হবে।

(খ) গ্যাস পাইপলাইন সরবরাহ কাজের ক্ষেত্রে

- প্রকল্প এলাকার অভ্যন্তরে অবস্থিত ১৪ ইঞ্চি এবং ২০ ইঞ্চি গ্যাস পাইপলাইন তড়িৎ অপসারণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। এ বিষয়ে তিতাস গ্যাস লিমিটেডকে আরও তৎপর হতে হবে। কারণ এই দুখরনের পাইপের কারণে ভূমি উন্নয়ন কাজের গতি মন্থর হচ্ছে।

চতুর্থ অধ্যায় প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক পর্যালোচনা

8.1 প্রকল্পের SWOT ম্যাট্রিক্স

<p>Strengths (সবল)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ৬২০ একর জমির উপর জাপানি অর্থনৈতিক অঞ্চল। • সুবিধাজনক এলাকায় প্রকল্পের অবস্থান। • জাপানসহ ১০০টি দেশি-বিদেশি শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ। • একজন পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিযুক্ত আছেন। • ৩২৫ কর্মরত শ্রমিক/ কর্মকর্তাকে কোভিড টিকা দেয়া হয়েছে। • মোট ২১টি ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ করা হয়েছে। • সিসি ক্যামেরা ব্যবহার করে দূরবর্তী স্থান (অফিস ও বাসা) থেকে প্রকল্প এলাকা মনিটরিং করা। • পুরো প্রকল্পের সীমানার (৬২০ একর) জন্য কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ করা। • কবরস্থানে যাওয়ার জন্য স্থানীয় জনগণের চাহিদার ভিত্তিতে প্রবেশপথ নির্মাণ করা। • প্রকল্পের টেকসইকরণ পরিকল্পনা আছে। 	<p>Weaknesses (দুর্বল)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ডিপিপিতে Power Station নির্মাণের প্রস্তাব থাকলেও পরবর্তীতে দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ বিবেচনায় এটি বাদ দেয়া হয়েছে। • প্রকল্প এলাকার বাইরে জলাবদ্ধতা বৃদ্ধি পাওয়া। • প্রাথমিক ডিজাইনের ভিত্তিতে দরপত্র আহবান করা। • বাংলাদেশ ব্যাংকের বিলম্বে অর্থ ছাড়। • লিজ দলিল না থাকায় বর্গাচাষীগণ ফসলের ক্ষতিপূরণ পায়নি। • ডোবা, নালা ও পুকুর ভরাট হওয়ার কারণে প্রকল্প এলাকায় মাছের প্রাকৃতিক উৎস নষ্ট হয়েছে।
<p>Opportunities (সুযোগ)</p> <ul style="list-style-type: none"> • সরাসরি জাপানি বিনিয়োগের মাধ্যমে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন। • প্রায় ১ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। • জাপান ছাড়াও দেশি ও বিদেশি শিল্প উদ্যোক্তা এখানে প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে পারবে। • গ্রামীণ অর্থনীতির বদলে শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে উঠবে। • আধুনিক প্রযুক্তির/হাইটেক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হবে। • আন্তর্জাতিক বাজারে এখানে উৎপাদিত পণ্য সরাসরি রপ্তানি হবে। • বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ফলে জিডিপিতে অবদান রাখবে। • বিশ্ববাণিজ্যে বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। 	<p>Threats (ঝুঁকি)</p> <ul style="list-style-type: none"> • শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠার সময় ভারি যন্ত্রপাতি ব্যবহারজনিত উচ্চমাত্রার শব্দের কারণে আশেপাশের জনগণ শব্দদূষণের শিকার হতে পারে। • আন্তর্জাতিক মানদণ্ড না মেনে শিল্পকারখানা স্থাপিত হলে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে।

8.2 SWOT বিশ্লেষণ

এ অধ্যায়ে প্রকল্পটির সার্বিক SWOT বিশ্লেষণ অর্থাৎ সবল (Strengths) ও দুর্বল (Weaknesses), সুযোগ (Opportunities) ও ঝুঁকি (Threats)- এ দিকগুলো আলোচনা করা হয়েছে। সাধারণত কোন প্রকার সবল ও দুর্বল প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত। পক্ষান্তরে, সুযোগ প্রকল্পের ভিতরের ও বাইরের উভয় নিয়ামক এবং ঝুঁকি প্রকল্পের বাইরের নিয়ামকের সাথে সংশ্লিষ্ট। এদেরকে চিহ্নিত করার জন্য প্রকল্পটির বিভিন্ন অঙ্গের সংশ্লিষ্ট বিষয়বলি বিবেচনা করা হয়েছে প্রকল্প পর্যায়ে সোয়াট (Project Level SWOT) হিসেবে। পরামর্শক দলের

বাস্তব পর্যবেক্ষণ, সমীক্ষার মাঠ পর্যায়ের তথ্য, প্রকল্প কর্মকর্তাগণের সাথে নিবিড় আলোচনা, এফজিডি, কেআইআই এবং স্থানীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্পটির SWOT বিশ্লেষণ করা হলো।

৪.২.১ প্রকল্পের সবল দিকসমূহ

- *প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য*

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চলে শিল্প স্থাপনের জন্য মৌলিক অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নত করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে “বাংলাদেশ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল লিমিটেড” নামে একটি যৌথ মালিকানা কোম্পানি গঠন। [৩য় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৩.৯]

- *প্রকল্প এলাকা নির্বাচন ও অবস্থান*

প্রকল্পের শুরুর আগে সম্ভাব্যতা যাচাই জরিপ সম্পাদনের জন্য দুটি সাইট (শ্রীপুর ও গাজীপুর এবং আড়াইহাজার ও নারায়ণগঞ্জ) প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করা হয়েছিল। তবে চূড়ান্তভাবে আড়াইহাজারকে নির্বাচন করা হয়েছে যা ঢাকার নিকটবর্তী (শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে ৩৫ কিমি দূরে), ভূমি অধিগ্রহণ কম জটিলতা এবং উক্ত এলাকায় ঘরবাড়ি কম থাকা। [৩য় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৩.৯]

- *সম্ভাব্যতা যাচাইসহ অন্যান্য জরিপ সম্পাদন*

প্রকল্পের শুরুর আগে সম্ভাব্যতা যাচাই জরিপ ছাড়াও আরও কয়েকটি জরিপ পরিচালিত হয়েছে যেমন- Topographic Survey, Water Source, and soil investigation, Water Supply Plan, On-site Basic Infrastructure Plan, Internal Road Plan, Rainwater drainage Plan, Water Supply Plan, Sewerage Plan, Gas Distribution, Power Distribution এবং Telecommunication distribution. [৩য় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৩.৯]

- *প্রকল্পের ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কাজের গুণগতমান যাচাইকরণ*

বুয়েট ও নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করে প্রকল্পের ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কাজের গুণগতমান যাচাই করা হচ্ছে। [৩য় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৩.১০]

- *Environmental Management Plan (EMP) পরিপালন*

Environmental Management Plan (EMP) প্রণয়ন ও প্রতিপালন করা হচ্ছে। [৩য় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৩.১০]

- *প্রকল্পের অর্থায়ন*

উন্নয়ন সহযোগী জাইকা’র অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হচ্ছে। এছাড়া, বাংলাদেশে অনেকগুলো প্রকল্প জাইকার আর্থিক সহযোগিতায় বর্তমানে বাস্তবায়িত হচ্ছে। [৩য় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৩.১১]

- *দ্বিপাক্ষিক সরকারি উদ্যোগ*

বিগত ২০১৪ সালের মে মাসে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জাপান সফর এবং একই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে জাপানের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরের সময় দুদেশের উচ্চ পর্যায়ের সভায় সমঝোতার ভিত্তিতে জাপানিজ ইকোনোমিক জোন প্রকল্পটির উদ্যোগটি গৃহীত হয়। জাপান সবসময় বাংলাদেশের বিশ্বস্ত উন্নয়ন সহযোগী। [৩য় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৩.৯]

- *বেজার সুনাম*

সারা বাংলাদেশে ১০০টি অর্থনৈতিক জোন প্রতিষ্ঠা করা তাদের লক্ষ্য। এরই মধ্যে তারা প্রায় ১০টি অর্থনৈতিক জোন প্রতিষ্ঠা করেছেন। জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চল তারই একটি। [৩য় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৩.১০]

- **ভূমি অধিগ্রহণ**

ভূমি অধিগ্রহণ Acquisition and Requisition Immovable Property Act 2017 (ARIPA 2017) অনুসারে করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৯০% প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। [৩য় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৩.১.৩, ৩.৭, ৩.৮]

- **অভিজ্ঞ ও খ্যাতনামা পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও ঠিকাদার নিয়োগ**

জাপানের অভিজ্ঞ ও খ্যাতনামা পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (নিপ্পন কোই) ও ঠিকাদার (তোয়া করপোরেশন) নিয়োগ দেয়া হয়েছে। [৩য় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৩.১০]

- **Corporate Social Responsibilities (CSR) অনুসরণ**

প্রকল্প এলকার ১০ কিমি ব্যাসার্ধের মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা তৈরি করা হয়েছে, যেগুলো CSR-এর আওতায় BSEZ হতে সহযোগিতা পাবে। [৩য় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৩.১১]

Environmental Health & Safety (EHS) নীতিমালা অনুসরণ

মোট ৩৮৫ জন গ্রামবাসীকে করোনার ১ম ও ২য় ডোজ টিকা দেয়া জন্য তালিকাভুক্ত করে ১ম ও ২য় ডোজ টিকা দেয়া হয়েছে। [৩য় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৩.১১]

৪.২.২: প্রকল্পের দুর্বল দিকসমূহ

- **Power Station নির্মাণের প্রস্তাব বাদ দেয়া**

ডিপিপিতে Power Station নির্মাণের কথা ছিল কিন্তু দেশের সার্বিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ বিবেচনায় এটি বাদ দিয়ে শুধু সাব-স্টেশন ও ট্রান্সমিশন লাইন নির্মাণ করা হচ্ছে। ২৩০ কেভি জাতীয় গ্রিডলাইন হতে নির্মিত সাব-স্টেশনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংযোগ নেয়া হবে। লাইন ইন লাইন আউট (LILO)-এর মাধ্যমে পিজিসিবি কর্তৃক কারিগরি বিবেচনার মাধ্যমে এ সাব-স্টেশন নির্মিত হবে। [৩য় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৩.১০]

- **প্রাথমিক ডিজাইনের ভিত্তিতে দরপত্র আহ্বান**

প্রাথমিক ডিজাইনের ভিত্তিতে দরপত্র আহ্বান করার ফলে পরবর্তীতে ঠিকাদারের সাথে কাজ সম্পাদনে জটিলতা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা অনেক। [৩য় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৩.১০]

- **শিল্প কারখানায় দুর্ঘটনার ঝুঁকি বিবেচনা না করা**

শিল্প কারখানায় দুর্ঘটনা প্রতিরোধে Accord and Alliance মতো নির্ধারিত মানদণ্ড মেনে চলার কোন নির্দেশনা নেই।

- **প্রকল্প বাস্তবায়নে সময় বৃদ্ধির সম্ভাবনা**

এ পর্যন্ত যতটুকু কাজ হয়েছে তাতে ২০২৩ সালের জুনের মধ্যে বিদ্যুৎ সাব-স্টেশন নির্মাণসহ প্রকল্পটি প্রকল্পটি সমাপ্ত হবার সম্ভাবনা কম। মনে হচ্ছে প্রকল্প বাস্তবায়নে সময় বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। [৩য় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৩.১০]

- **প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু হওয়ায় বিলম্ব**

কোভিড ১৯ মহামারি এবং বিদ্যুৎ সাব-স্টেশনসহ গ্যাস সংযোগ কার্যক্রম শুরুতে বিলম্ব হয়। [৩য় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৩.১.২, ৩.১.৪, ৩.১.৫, ৩.১.৬]

- **বাংলাদেশ ব্যাংকের বিলম্বে অর্থ ছাড়**

অর্থ ছাড়ের ক্ষেত্রে দেরি না হলেও প্রকল্প সাহায্য ব্যয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকে সময় ক্ষেপণ হয়। [৩য় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৩.৬.৪]

- *ফসলী জমির ক্ষতিপূরণ ন দেয়া*

বর্গাচাষীদের ফসলী জমির মালিক কর্তৃক ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়নি। [৩য় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৩.১, ৩.৭]

৪.২.৩: প্রকল্পের সুযোগসমূহ

- *বিশেষ অর্থনৈতিক জোন*

জাইকা'র আর্থিক সহযোগিতায় এটি একটি বিশেষ অর্থনৈতিক জোন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। সুমিতোমো কর্পোরেশন জাপান ও বেজা মিলে Bangladesh SEZ Ltd নামে একটি যৌথ মালিকানা কোম্পানি গঠিত হয়েছে, যেটি স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডে নিবন্ধিত হয়েছে। [৩য় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৩.৯]

- *দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ*

প্রকল্পটির বাস্তবায়ন শেষে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ বাড়বে। জাপান ছাড়াও দেশি ও বিদেশি শিল্প উদ্যোগত্রা এখানে প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে পারবে। আধুনিক প্রযুক্তির/হাইটেক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হবে। বিশ্ববাণিজ্যে বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। [৩য় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৩.৯]

- *নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে*

১০০টি জাপানি শিল্প প্রতিষ্ঠান এ অর্থনৈতিক অঞ্চল তাদের শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা করবে। এতে প্রায় ১ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। [৩য় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৩.৯]

- *আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন*

গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত এলাকায় ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাবে এবং নাগরিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির ফলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হবে। গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির বদলে শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে উঠবে। [৩য় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৩.৯, ৩.১১]

- *সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি*

জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অবকাঠামোগত উন্নয়নের ফলে নিকটবর্তী এলাকায় উন্নত রাস্তাঘাটসহ সারা দেশের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হবে। [৩য় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৩.৯]

- *রাজস্ব বৃদ্ধি*

১০০টি জাপানি শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে সরাসরি রপ্তানি হবে। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ফলে জিডিপিতে এটি অবদান রাখবে। এতে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে। [৩য় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৩.৯]

- *জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে এবং দারিদ্রের হার কমবে।*

প্রায় ১ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে এবং এতে দারিদ্রের হার কমবে। [৩য় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৩.৮]

- *নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।*

কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টির ফলে গ্রামীণ নারীদের সক্ষমতা ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হবে। [৩য় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৩.১২]

৪.২.৪: প্রকল্পের ঝুঁকিসমূহ

- *দূষণ বৃদ্ধির ঝুঁকি*

শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠার সময় ভারি যন্ত্রপাতি ব্যবহারজনিত উচ্চমাত্রার শব্দের কারণে আশেপাশের জনগণ শব্দদূষণের শিকার হতে পারে। এছাড়া বায়ুদূষণের সম্ভাবনা রয়েছে। [৩য় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৩.৭, ৩.৯, ৩.৮, ৩.১২]

- *পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের উপর প্রভাব*

আন্তর্জাতিক মানদণ্ড না মেনে শিল্পকারখানা স্থাপিত হলে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে বলে মনে হয়। [৩য় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৩.৭, ৩.৮, ৩.৯. ৩.১২]

- *জলাবদ্ধতা বৃদ্ধি*

ল্যান্ড ডেভেলপার কর্তৃক অপরিষ্কৃত আবাসন প্রকল্প গড়ে উঠলে জলাবদ্ধতা বেড়ে যাবে। অপরিষ্কৃত নগরায়নের ফলে এলাকার খাল ও পুকুরগুলো ভরাট হয়ে যাবার কারণে প্রায়ই জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হচ্ছে। [৩য় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৩.৭, ৩.৮, ৩.৯, ৩.১২]

- *পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ*

স্থাপনাগুলো যথাযথভাবে নির্মিত না হলে এবং পর্যাপ্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে স্থাপনাসমূহ ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে। [৩য় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৩.৯]

পঞ্চম অধ্যায়

পর্যালোচনা হতে প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণ

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণে সার্বিক পর্যবেক্ষণ, ডিপিপি পর্যালোচনা এবং মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন পদ্ধতিতে সরেজমিন ভৌত অবকাঠামো পর্যবেক্ষণ, খানা জরিপ, দলীয় আলোচনা ও কেআইআই-এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের আলোকে গৃহিত পর্যবেক্ষণ নিম্নে প্রদান করা হলো:

৫.১ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি

প্রকল্পটি ২৫৮২.১৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০১৯ সালের মার্চ মাসে ECNEC কর্তৃক অনুমোদিত হয়, যার বাস্তবায়নকাল ০১ মার্চ ২০১৯ - ৩০ জুন ২০২৩। মোট ব্যয়ের ৮২ শতাংশ প্রকল্প সাহায্য হিসেবে জাইকা এবং বাকি ১৮ শতাংশ বাংলাদেশ সরকার প্রদান করবে। প্রকল্প কর্তৃপক্ষের হিসেব অনুযায়ী মার্চ ২০২২ সাল পর্যন্ত মোট আর্থিক অগ্রগতি ২৩.৪%। তন্মধ্যে রাজস্ব ব্যয়ে ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি ৯.৮% এবং মূলধন ২৯.১%। কন্টিনজেন্সি বাদে মার্চ ২০২২ সাল পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি দাঁড়ায় ২৫.২%। প্রকল্প শেষ হতে এক বৎসরের কিছু বেশি সময় বাকি আছে। যদিও প্রকল্পটি মার্চ, ২০১৯ সালে শুরু হয়, কিন্তু ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। অক্টোবরে ২০১৯ সালে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের মাধ্যমে প্রকল্পটি প্রকৃতপক্ষে যাত্রা শুরু করে এবং ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দের মাত্র ৬.৯ % ভাগ খরচ হয়। তৃতীয় বছর থেকে প্রকল্পটির অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

৫.২ ভৌত কাজের অগ্রগতি

প্রকল্পের ভৌত কাজ দুটি অংশে বিভক্ত, যেমন- প্রথমটি ভূমি উন্নয়ন, এবং দ্বিতীয়টি অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন (আনুষঙ্গিক কাজ ও অন্যটি ইউটিলিটি: বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ও টেলিযোগাযোগ)। ভূমি উন্নয়ন ও আনুষঙ্গিক কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে জাপানি কোম্পানি তোয়া (TOA) কর্পোরেশনকে। ভূমি উন্নয়ন ও আনুষঙ্গিক কাজের অংশগুলো হলো-বালু ভরাট, ঢাল সুরক্ষা, রিটেইনিং ওয়াল, সীমানা প্রাচীর, পিভিডি ও সংরক্ষণ খাল, পুকুর ও পাম্পিং স্টেশন। এ কাজের প্রাক্কলিত মূল্য হলো ৯৭৬ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। কিন্তু তোয়া কর্পোরেশনের সাথে ২৬৩ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা কমে ৭১২ কোটি ৮২ লক্ষ টাকায় চুক্তিমূল্য নির্ধারিত হয়েছে। প্রকল্প অফিস থেকে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত ভূমি উন্নয়ন অগ্রগতির তথ্য পাওয়া গেছে, যা সারণি-১১ এ প্রদর্শিত হলো। বালু ভরাট কাজ ভূমি উন্নয়নের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। মোট ১০.১৪ মিলিয়ন ঘনমিটার মাটি ভরাটের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল, যার মধ্যে ৮.২৭ মিলিয়ন ঘনমিটারের কাজ মার্চ ২০২২ সালের মধ্যে শেষ হয়েছে। শতকরা হিসেবে এটা দাঁড়ায় ৮১.৫%। অনুরূপভাবে ঢাল সুরক্ষার মোট কাজের পরিমাণ ৭৩,১৫৩ ঘনমিটার। এর মধ্যে ৫৭,২৯০ ঘনমিটার কাজ শেষ হয়েছে; শতকরা হিসেবে প্রায় ৭৮.৩%। রিটেইনিং ওয়ালের কাজ ৯৫% শেষ হয়েছে। সংরক্ষণ খাল পুকুরের গাইড বাঁধ নির্মাণ সম্পূর্ণ শেষ হয়েছে। তবে সবচেয়ে কম হয়েছে পিভিডি-এর কাজ, মাত্র ১৯.৭% এবং সীমানা প্রাচীর, ৪৪%।

৫.২.১ ভূমি উন্নয়ন অগ্রগতি

১ ডিসেম্বর ২০২০ সাল হতে ভূমি উন্নয়ন কাজ শুরু হয়েছে। ভূমি উন্নয়নের কাজ মার্চ ২০২০ সাল পর্যন্ত তেমন এগোয়নি। ২০২০ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশে যখন কোভিড-১৯ শুরু হয়, তখন জাপানিরা সবাই বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যান এবং ফলে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। আগস্ট ২০২১ সালে তাঁরা আসা শুরু করেন এবং ডিসেম্বর ২০২১ সাল থেকে আবার পুরোদমে কাজ শুরু হয়। কোভিডের ফলে প্রকল্পটির কার্যক্রম বাঁধাপ্রাপ্ত হয়।

৫.২.২ অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন (ডেলিগেটেড ওয়ার্কস)

৩টি কার্য প্যাকেজের মাধ্যমে বিদ্যুৎ, গ্যাস ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা প্রকল্প এলাকায় ডেলিগেটেড ওয়ার্কস-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। তবে ভৌত কাজ এখনও শুরু হয়নি।

৫.৩ ক্রয় কার্যক্রম

৫.৩.১ ক্রয় পরিকল্পনা

ডিপিপি অনুযায়ী মোট ক্রয় প্যাকেজের সংখ্যা ১০টি। তন্মধ্যে কার্য প্যাকেজের সংখ্যা-৬টি, পণ্য প্যাকেজের সংখ্যা-৩টি এবং সেবা প্যাকেজের সংখ্যা-১টি। ৬টি কার্য প্যাকেজের মধ্যে ৩টি Delegated Works ক্রয় পদ্ধতির প্যাকেজ, যেখানে তিতাস গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড সিটি গ্যাস স্টেশনসহ সঞ্চালন লাইন, বিটিসিএল টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা এবং পিজিসিবি কর্তৃক সাব-স্টেশন ও সঞ্চালন লাইন স্থাপন করা হবে। প্রকল্প অফিসের অভ্যন্তরীণ অঙ্গসজ্জা WD6-এর মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। কম্পিউটার এবং এক্সেসরিজ (GD2)-এর মাধ্যমে ক্রয় করা হবে। সেবার একমাত্র প্যাকেজটি হলো পরামর্শক সেবা (PS1)।

৫.৩.২ কার্যক্রম সংক্রান্ত প্যাকেজ

(১) প্যাকেজের নাম (WD1): ভূমি উন্নয়ন, সীমানা প্রাচীর, এক্সেস রোড, সংরক্ষণ খাল, সংরক্ষণ পুকুর ও পাম্পিং স্টেশন

ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত মূল্য: ৯৭৬.৩৯ কোটি টাকা। এ প্যাকেজের আওতায় কার্যসমূহ: ভূমি উন্নয়ন: ৭.৯ মিলিয়ন ঘনমিটার, সীমানা প্রাচীর: ৭ হাজার মিটার, এক্সেস রোড: ৩৩৭ মিটার, সংরক্ষণ খাল, সংরক্ষণ পুকুর, পাম্পিং স্টেশন: ১৭১.৪ হাজার ঘনমিটার।

ক্রয় পদ্ধতি: OTM (ICB)

অর্থের উৎস: জাইকা

চুক্তি অনুমোদনকারি কর্তৃপক্ষের নাম: সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত কেবিনেট কমিটি।

প্যাকেজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

এ কার্যক্রমের উদ্দেশ্যে ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে কালের কন্ঠ ও The Financial Express পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয় এবং সিপিটিইউ ওয়েবসাইট <https://cptu.gov.bd/advertisemnt-works/details-6475.html> ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে প্রকাশিত হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী দরপত্র বিক্রয় শুরু হয় ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ ও শেষ হয় ১৮ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে। অর্থাৎ সম্ভাব্য ক্রয়কারীকে ৬১ দিন সময় দেয়া হয়। প্রকল্প অফিস থেকে তথ্যের মাধ্যমে জানা যায় যে বিক্রয়কৃত দরপত্রের মোট সংখ্যা ০৬টি। তার মধ্যে জমাকৃত দরপত্রের সংখ্যা ০২টি। ১৮ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে দরপত্র খোলা হয়। তিন (৩) জন সদস্যের উপস্থিতিতে দরপত্র খোলা হয়েছিল যেখানে টিওএস কমিটির সদস্যদের স্বাক্ষর ছিল। দেখা যায় মোট রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা ২টি কিন্তু কোন ননরেসপনসিভ দরপত্র ছিল না।

দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (TOC) গঠিত হয়েছিল ৭ জন সদস্য নিয়ে যার মধ্যে ২ জন বহিঃসদস্য ছিলেন। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে। উক্ত সভায় মূল্যায়ন কমিটির সব সদস্য উপস্থিত ছিলেন। মূল্যায়ন প্রতিবেদন ৪ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুমোদিত হয়। জাপানের তোয়া কর্পোরেশনকে (TOA Corporation) ০১ এপ্রিল ২০২০ তারিখে নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড (NOA) প্রদান করা হয়। বিগত ২৭ জানুয়ারী ২০২০ সালে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু কোভিড-১৯-এর কারণে সময়মত কাজ শুরু করা যায়নি। উল্লেখ্য যে, কাজ শুরু হয়েছিল ০১ আগস্ট ২০২০ তারিখে। প্রকৃতপক্ষে, জাপানি বিশেষজ্ঞরা ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশে আসার পরে ভূমি উন্নয়নের কাজ পুরোদমে শুরু হয়। চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ আগস্ট ২০২২। কিন্তু কোভিডের কারণে কার্যচুক্তির মেয়াদ জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

বিশ্লেষণ

Public Procurement Rules 2008 সম্পর্কিত বাংলাদেশ গেজেট (অতিরিক্ত, জানুয়ারি ২০০৮) প্রকাশিত ধারা ৬১ এবং বিধি ৯০ অনুসারে অভ্যন্তরীণ ক্রয়-উন্মুক্ত দরপত্র (OTM) বিষয়ে মূল্য-সীমা, দরদাতাদের জন্য সময় নির্ধারণ ও বিজ্ঞাপন প্রচারের মাধ্যমে সকল যোগ্য দরদাতার নিকট হতে দরপত্র আহ্বান করতে হবে। কার্যক্রম সংক্রান্ত

প্যাকেজটি Public Procurement Rules 2008-এর বিধি অনুযায়ী দুটি পত্রিকা মাধ্যমে দরপত্র বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে, সঠিকভাবে কমিটি গঠন হয়েছে, বিধিবদ্ধভাবে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং উক্ত ক্রয় প্যাকেজটি পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে।

উৎস: প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়, জুন ২০২২

৫.৩.৩ পণ্যক্রয় সংক্রান্ত প্যাকেজ

(২) প্যাকেজের নাম (GD-2) : কম্পিউটার, এক্সোসরিজ, অফিস ইকুইপমেন্ট
ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত মূল্য: ২২.০০ লক্ষ টাকা, চুক্তি অনুযায়ী মূল্য: ১৩.৩১ লক্ষ টাকা,
ক্রয় পদ্ধতি: OTM (NCB), অর্থের উৎস: GOB
চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নাম: প্রকল্প পরিচালক

প্যাকেজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

উক্ত পণ্যক্রয়ের উদ্দেশ্যে ১৪/১০/২০২০ তারিখে দৈনিক যুগান্তর এবং ১০/১০/২০২০ তারিখে Asian Age-এ বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। দরপত্র বিক্রয় শুরু হয় ১৩/১০/২০২০ তারিখ এবং শেষ হয় ২৮/১০/২০২০ তারিখ। টেন্ডার ক্রয়কারীদের জন্য ১৬দিন সময় দেয়া হয়। প্রকল্প অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের মাধ্যমে জানা যায় যে, বিক্রয়কৃত দরপত্রের সংখ্যা ৮টি এবং জমাকৃত দরপত্রের সংখ্যা ৮টি। টিওএস অনুযায়ী ০৩/১১/২০২০ তারিখে দরপত্র খোলা হয় এবং ৩ (তিন) জন সদস্যের উপস্থিতিতে দরপত্র খোলা হয় যেখানে টিওএস কমিটির সদস্যদের স্বাক্ষর ছিল। মোট রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা ২টি এবং ননরেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা ৬টি। স্বল্প মূল্যের ক্রয় প্যাকেজ হওয়ায় দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি গঠিত হয়েছিল ৩ জন সদস্য নিয়ে যার মধ্যে ১ জন বহিঃসদস্য ছিলেন। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ০৯/১১/২০২০ তারিখে। উক্ত সভায় মূল্যায়ন কমিটির সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন। মূল্যায়ন প্রতিবেদন ১৫/১১/২০২০ তারিখে অনুমোদিত হয়। Smart Technology (BD) Ltd-কে ১৫/১১/২০২০ তারিখে নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড (NOA) প্রদান করা হয়। চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ ০৮/১২/২০২০। চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরু করার তারিখ ১৪/১২/২০২০ এবং শেষ করার তারিখ ২৪/১২/২০২০। দুটি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া এবং কমিটি গঠন, কার্যাদেশ প্রদান ইত্যাদি সঠিকভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। সুতরাং বলা যায় যে, উক্ত ক্রয় প্যাকেজটি পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে।

বিশ্লেষণ

Public Procurement Rules 2008 সম্পর্কিত বাংলাদেশ গেজেট (অতিরিক্ত, জানুয়ারি ২০০৮) প্রকাশিত ধারা ৬১ এবং বিধি ৯০ অনুসারে অভ্যন্তরীণ ক্রয়-উন্মুক্ত দরপত্র (OTM) বিষয়ে মূল্য-সীমা, দরদাতাদের জন্য সময় নির্ধারণ ও বিজ্ঞাপন প্রচারের মাধ্যমে সকল যোগ্য দরদাতার নিকট হতে দরপত্র আহ্বান করতে হবে। পণ্যক্রয় সংক্রান্ত প্যাকেজটি Public Procurement Rules 2008-এর বিধি অনুযায়ী দুটি পত্রিকা মাধ্যমে দরপত্র বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে, সঠিকভাবে কমিটি গঠন হয়েছে, বিধিবদ্ধভাবে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং উক্ত ক্রয় প্যাকেজটি পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে।

উৎস: প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়, জুন ২০২২

৫.৩.৪ সেবা-সংক্রান্ত প্যাকেজ

(৩) প্যাকেজের নাম (PS-1) : পরামর্শক সেবা
ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত মূল্য : ১১৯.৭৬ কোটি টাকা, চুক্তিমূল্য: ১১৯.৭৬ কোটি টাকা
ক্রয় পদ্ধতি: OTM (QBS), অর্থের উৎস: জাইকা
চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নাম : সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত কেবিনেট কমিটি।

প্যাকেজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

উপর্যুক্ত কার্য ক্রয়ের উদ্দেশ্যে ০৭/০৯/২০১৭ তারিখে দৈনিক সমকাল এবং একই তারিখে The Financial Express পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয় এবং সিপিটিইউ ওয়েবসাইট <https://cptu.gov.bd/advertisemnt-works/details-6475.html> ০৭/০৯/২০১৭ তারিখে প্রকাশিত হয়। দরপত্র বিক্রয় শুরু হয় ০৭/০৯/২০১৭ তারিখ এবং শেষ হয় ১২/১০/২০১৭ তারিখ। অর্থাৎ দরপত্র বিক্রয়ের জন্য ৩৬ দিন সময় দেয়া হয়। প্রকল্প অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, বিক্রয়কৃত দরপত্রের মোট সংখ্যা ০২টি এবং দরপত্র জমা দেয় একটি কোম্পানি। টিওএস অনুযায়ী ১২/১০/২০১৭ তারিখে দরপত্র খোলা হয়। দরপত্র খোলা হয় ৫জন সদস্যের উপস্থিতিতে যেখানে টিওএস কমিটির সদস্যদের স্বাক্ষর ছিল। মোট রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা ১টি এবং ননরেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা ০ (শূন্য)।

দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি গঠিত হয়েছিল ৫ জন সদস্য নিয়ে যার মধ্যে ২ জন বহিঃসদস্য ছিলেন। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ০৩/১০/২০১৮ তারিখ এবং দ্বিতীয় সভা ১২/১২/২০১৮ তারিখে। সভায় মূল্যায়ন কমিটির সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন। মূল্যায়ন প্রতিবেদন ১২/১২/২০১৮ তারিখে অনুমোদিত হয়। জাপানের নিপ্পন কোই লিঃ (Nippon Koei Ltd)-কে নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড (NOA) প্রদান করা হয় বিগত ১২/১২/২০১৮ তারিখে এবং তাদের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৮/১২/২০১৯ তারিখ। চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরু হয় ২১/০১/২০২০ তারিখ এবং শেষ করার তারিখ জুন ২০২৪। দুটি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া এবং কমিটি গঠন, কার্যাদেশ প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে সঠিকভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। সুতরাং বলা যায় যে, উক্ত প্যাকেজটি পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে।

বিশ্লেষণ

Public Procurement Rules 2008 সম্পর্কিত বাংলাদেশ গেজেট (অতিরিক্ত, জানুয়ারি ২০০৮) প্রকাশিত ধারা ৬১ এবং বিধি ৯০ অনুসারে অভ্যন্তরীণ ক্রয়- উন্মুক্ত দরপত্র (OTM) বিষয়ে মূল্য-সীমা, দরদাতাদের জন্য সময় নির্ধারণ ও বিজ্ঞাপন প্রচারের মাধ্যমে সকল যোগ্য দরদাতার নিকট হতে দরপত্র আহবান করতে হবে। কার্যক্রম সংক্রান্ত প্যাকেজটি Public Procurement Rules 2008-এর বিধি অনুযায়ী দুটি পত্রিকা মাধ্যমে দরপত্র বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে, সঠিকভাবে কমিটি গঠন হয়েছে, বিধিবদ্ধভাবে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং উক্ত ক্রয় প্যাকেজটি পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে।

উৎস: প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়, জুন ২০২২

৫.৩.৫ প্রকল্প বাস্তবায়নে মূল্য সাশ্রয়

প্রকল্পটি ১০টি প্যাকেজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ৩টি প্যাকেজ (WD1, WD3 এবং WD4) “ডেলিগেটেড ওয়ার্কস”-এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দুটি প্যাকেজ WD6 এবং GD2 ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। আর WD1 এবং PS1 বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রাথমিক হিসেবে দেখা যাচ্ছে ৪টি প্যাকেজে (WD1, WD6, GD2 এবং PS1) থেকে আনুমানিক ২৬৩ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা সাশ্রয় হবে। বেশির ভাগ সাশ্রয়ই পাওয়া যাবে WD1 (ভূমি উন্নয়ন, সীমানা প্রাচীর ও আনুষঙ্গিক ভৌত কাজ) বাস্তবায়নের মাধ্যমে।

৫.৪ উদ্দেশ্য অর্জন (মার্চ ২০২২ পর্যন্ত)

প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হলো নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চলে শিল্প স্থাপনের জন্য মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন করা। এর মধ্যে ভূমি উন্নয়ন কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে (৮২%) অন্যান্য কাজ যেমন-সংরক্ষণ খাল ও পুকুরের গাইড বাঁধ (১০০%), সীমানা প্রাচীর (৪৪%), স্লোপ প্রটেকশন (৭৮%), এক্সেস রোড, পথচারী চলাচলের রাস্তা ইত্যাদি নির্মাণের কাজ বিভিন্ন পর্যায়ে আছে। ইউটিলিটিসমূহ, যেমন-বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র ও সঞ্চালন লাইন, গ্যাস সঞ্চালন লাইন ও টেলিযোগাযোগ লাইন প্রভৃতির মাঠ পর্যায়ের কাজ এখনও শুরু হয়নি। কিন্তু মূল নকশার কাজ, রুট সার্ভে ও

গ্যাস পাইপ সংগ্রহ প্রক্রিয়া ইতোমধ্যেই শেষ হয়েছে। ঠিকাদার নিয়োগের প্রক্রিয়া টেলিযোগাযোগ লাইনের ক্ষেত্রে শেষ পর্যায়ে আছে। বিদ্যুৎ ও গ্যাসের ক্ষেত্রে ঠিকাদার নিয়োগ হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে নভেম্বর ২০২২ এর মধ্যে এগুলো সমাপ্ত হবে। এমতাবস্থায় প্রকল্পটি ঠিক লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে বলে প্রতীয়মান হয়। সরেজমিনে পরিদর্শন করে দেখা গিয়েছে যে, ভূমি উন্নয়নের কাজ ডিজাইন অনুযায়ী মানসম্মতভাবে দ্রুত এগিয়ে চলছে।

৫.৫ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা

প্রকল্পের শুরু থেকে অর্থাৎ মার্চ ২০১৯ থেকে ০৮ অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত কোন প্রকল্প পরিচালক ছিলেন না। জনাব সালেহ আহমদ, প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব), হিসেবে ০৯ অক্টোবর ২০১৯ এ যোগদান করেন। তাঁর কার্যালয়ের ঠিকানা হচ্ছে - মোনেম বিজনেস ডিস্ট্রিক্ট (লেভেল-১), ১১১ বীর উত্তম, সি আর দত্ত রোড, ঢাকা-১২০৫। তাঁর অফিসে ১ জন কর্মকর্তা প্রেষণে কর্মরত আছেন। এছাড়াও আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে নিয়োজিত আছেন আরও ১০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারি। বর্তমানে প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারির সংখ্যা মোট ১২ জন।

৫.৬ পিআইসি ও পিএসসি সভা

প্রকল্প দলিলে উল্লেখ না থাকলেও সাধারণত প্রতি ৩ মাসে একবার প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (PIC) ও ৬ মাসে ১ বার প্রকল্প স্ট্রিয়ারিং কমিটির সভা হওয়ার কথা। কিন্তু কোভিড-১৯ এর জন্য বাস্তবে তা হয়নি। একটি উল্লেখযোগ্য সময় পর্যন্ত প্রথমে লকডাউন এবং পরে চলাফেরায় বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল। জাপানিজ ঠিকাদার ও পরামর্শকবৃন্দ জাপানে চলে যায়। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে সময় নিয়েছে। এ পর্যন্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভা হয়েছে ৩টি এবং প্রকল্প স্ট্রিয়ারিং কমিটির সভাও হয়েছে ৩টি। তবে প্রতি সপ্তাহে বুধবার প্রকল্প পরিচালকের সাথে উন্নয়ন সহযোগির Online সভা হয়। এছাড়াও প্রতিমাসে অন্তত একবার প্রকল্প পরিচালক, পরামর্শকবৃন্দ, কন্ট্রাকটর ও সাপ্লাইয়ারদের সাথে প্রকল্প এলাকায় সভা করে থাকেন এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও প্রতিনিয়ত পরিবীক্ষণ করে থাকেন। এছাড়া গ্যাস, বিদ্যুৎ ও টেলিযোগাযোগ কার্যক্রমের বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে PMO, BEZA ও সংস্থাসমূহের মধ্যে সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

৫.৭ অডিট সম্পর্কিত

ফাপাড (Foreign Aided Project Audit Directorate) কর্তৃক এ পর্যন্ত দুটি অডিট হয়েছে, ১ম বার ২০১৯-২০ অর্থবছরে এবং ২য় বার ২০২০-২১ অর্থবছরে।

প্রথম অডিট

২০১৯-২০২০ সালের আর্থিক প্রতিবেদনের নিরীক্ষা রিপোর্ট তৈরি হয়েছে ১৪/১০/২০২০ তারিখে। মোট ৭টি অডিট আপত্তি ছিল, যা ইতোমধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- মোবাইলাইজেশন এডভান্স এডজাস্টমেন্ট না করা, হোটেল বিলে ভ্যাট না দেয়া, বীমা প্রিমিয়াম না দেয়া, কয়েকটি আইটেমের লেজার ঠিকমত তৈরি না করা ইত্যাদি।

দ্বিতীয় অডিট

বিগত ০৪ এপ্রিল ২০২২ তারিখে ২০২০-২১ অর্থবছরের নিরীক্ষা প্রতিবেদনে মোট ৬টি অডিট আপত্তি ছিল এবং এই আপত্তিগুলো হচ্ছে- (১) প্রকল্প অফিসের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র ক্রয় করা; (২) সেমিনার ও কনফারেন্স বাবদ ব্যয়; (৩) ডিপিপিতে বছরভিত্তিক ক্রয় পরিকল্পনার আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরের পরিবর্তে ২০২০-২১ অর্থবছরে ক্রয়; (৪) পুনর্বাসন-সংক্রান্ত সেবাক্রয় (RAP); (৫) অভ্যন্তরীণ শোভাবর্ধন কাজের জন্য অতিরিক্ত ব্যয়; এবং (৬) কর পরিশোধ সময়মত না করা।

প্রাথমিক পর্যায়ে চাহিদা মেতাবেক সকল প্রাসঙ্গিক দলিলসহ সবগুলো অডিট আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে।

অডিট আপত্তির জবাব

১. DPP-তে ক্রয় পরিকল্পনার Office Equipment অংশে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র ক্রয় করার কথা উল্লেখ আছে।
২. JEZ-এর অঞ্চলিক অফিসের জন্য One Stop Service (OSS)-এর আওতায় খরচ করা হয়েছে এবং এটিও DPP-তে উল্লেখ আছে।
৩. DPP-তে বছরভিত্তিক ক্রয় পরিকল্পনার আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরের ক্রয় করার কথা কিন্তু চাহিদা না থাকায় সেটি সম্ভব হয়নি। তবে পরের বছর চাহিদা অনুযায়ী তা ক্রয় করা হয়েছে এবং ক্রয়ের পরিমাণ নির্ধারিত বাজেটের মধ্যেই ছিল।
৪. DPP-তে পুনর্বাসন-সংক্রান্ত সেবাক্রয় (RAP) সংস্থানসহ বেজা চেয়ারম্যানের অনুমোদনসাপেক্ষে DPP অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে।
৫. DPP-তে বর্ণিত অভ্যন্তরীণ শোভাবর্ধন কাজের জন্য প্রাক্কলিত ব্যয় ৫৫.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৪৯.৮৩ লক্ষ টাকার ক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। অর্থাৎ ক্রয়কাজে মূল্য সাশ্রয় হয়েছে।
৬. IBAS (Integrated Budget and Accounting System)-জনিত জটিলতার কারণে প্রাথমিক পর্যায়ে ভ্যাট/ট্যাক্স প্রদান করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে প্রকল্প কর্তৃপক্ষের অনুরোধের প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর অফিস কর্তৃক সংশোধনের পর ট্যাক্স/ভ্যাট পরিশোধ করা হয়েছে।

দৃষ্টব্য: প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়ের নির্দেশনায় এবং গোপনীয়তার কারণে অডিট আপত্তির টাকার পরিমাণ উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সুপারিশ ও উপসংহার

৬.১ সুপারিশমালা

১. প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ যথাযথভাবে এগিয়ে চলছে কিনা ও নির্ধারিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ডেলিগেটেডে ওয়ার্ক সহ অন্যান্য কাজসমূহ সম্পন্ন হচ্ছে কিনা তা আইএসইডিসহ অন্যান্য সংস্থার নিবিড় তদারকি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। [৪.২.১/৪.২.২]
২. যে ৬টি প্যাকেজের অদ্যাবধি ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়নি সেগুলো চাহিদা সাপেক্ষে ডিপিপি বর্ণিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। [৩.২/৩.২.১]
৩. প্রকল্পের অভ্যন্তরে পরিবেশ দূষণকারী ও জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর শিল্প কারখানা যাতে গড়ে না উঠে এবং যে সকল শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠিত হবে সেগুলো যেন পরিবেশ-বান্ধব হয় তা কর্তৃপক্ষকে নিশ্চিত করা প্রয়োজন। [৪.২.৩]
৪. JEZ প্রকল্প সন্নিকটে অন্যান্য আবাসন প্রকল্প গড়ে উঠার কারণে নিকটবর্তী খালে পানি নিষ্কাশন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে এ খালগুলোর পানির স্বাভাবিক চলাচল ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য পুনঃখনন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। [৩.৯]
৫. পিজিসিবি পরিকল্পিত মূল কার্যক্রম যাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে (ডিসেম্বর ২০২৪) তাদের কাজ শেষ করতে পারে সেজন্য প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণে পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। [৩.১.৪/৩.১.৫]
৬. বর্তমানে চলমান অবকাঠামো নির্মাণ কাজে স্থানীয় দক্ষ জনশক্তিকে কাজে সম্পৃক্ত করে প্রকল্প কাজকে ত্বরান্বিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। [৩.১১, ৩.১২]
৭. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কিছু কারখানা প্রতিষ্ঠা করতে পারলে অর্থনৈতিক অঞ্চলটি দ্রুত এর লক্ষ্যের দিকে এগুতে পারবে। এজন্য সীমানা প্রাচীর দ্রুত সমাপ্ত করা প্রয়োজন।

৬.২ উপসংহার

প্রকল্পটি সরাসরি জাপানি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জোন কর্তৃপক্ষ (BEZA) কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। এতে জাপানি খ্যাতনামা কোম্পানিগুলো শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা করবে। জাপানি শিল্প উদ্যোক্তা ছাড়াও অন্যান্য দেশি ও বিদেশি শিল্প উদ্যোক্তারাও যেন এ প্রকল্পে বিনিয়োগ করে সেজন্য উন্নত অবকাঠামো ব্যবস্থা নিশ্চিত করেই বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এতে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিও বৃদ্ধি পাবে। উক্ত JEZ প্রকল্পে দেশীয় জনশক্তির একটি বড় অংশ কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের ফলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে এবং এর ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে জাপানি বিনিয়োগকারীসহ অন্যান্য দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগ করবেন। এ জাতীয় প্রকল্প বাংলাদেশে অন্যান্য অঞ্চলে স্থাপিত হলে অর্থনীতিতে ব্যাপক সুফল বয়ে আনবে। এতে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের বিনিয়োগ-বান্ধব দেশ হিসেবে ভাবমূর্তি বৃদ্ধি পাবে। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীরা সরকার ঘোষিত বিনিয়োগ প্রণোদনার সুযোগ গ্রহণ করে দেশের অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে বিনিয়োগে এগিয়ে আসবেন। এভাবে এসডিজি (SDG) বাস্তবায়নে বাংলাদেশ আরো একধাপ এগিয়ে যাবে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার একটি হাতিয়ার হিসেবে কাজ করবে।

রেফারেন্স

- Zikmund, W. G. (2019), Business Research Methods, 8th Ed.
- T. R. Meredith and S. J. Mentel (2015), Project Management: A managerial Approach, 8th Ed.
- Annual Development Programme 2021-22, Planning Commission
- Development Project Proposal (DPP), Infrastructure Development for Japanese Economic Zone at Araihasar, Narayanganj, March 2019
- Progress report, March 2022

সংযুক্তিসমূহ:

সংযুক্তি-১: কেআইআই: ক্রয় সংক্রান্ত প্রশ্নমালা: ১

দরপত্র অনুযায়ী প্যাকেজের/কাজের নাম: Supply, Installation, Testing and Commissioning of computer, Accessories, and office equipment (Desktop 07 nos, printer 02 Nos, Photocopies 01 no, Scanner 02 No, Air conditioner 01 No, laser distance meter 1no, NAS storage 01 No, Paper shredder 1no, DSLR camera 01 No.

প্যাকেজ নাম্বারঃ GD2

একক: সেট

পরিমাণ: ১

প্রাক্কলিত মূল্য: ২২.০০ লক্ষ টাকা

চুক্তি অনুযায়ী মূল্য: ১৩.৩১ লক্ষ টাকা

প্রকৃত মূল্য পরিশোধ: ১৩.৩১ লক্ষ টাকা

মূল্য পার্থক্য: ৮.৬৯ লক্ষ টাকা

দরপত্র আহ্বানের পদ্ধতি (ICB/NCB/OTM/LTM ইত্যাদি)- OTM/ NCB

ক্রয় সংক্রান্ত কোন গাইডলাইন অনুসরণ করা হয়েছে? PPR-2008

চুক্তি অনুমোদনকারী সংস্থার নাম: প্রকল্প পরিচালক

ক্রয় সংক্রান্ত চেকলিস্ট

নং	বিষয়	উত্তর/মন্তব্য লিখুন
১	প্রকল্পের নাম	নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন
২	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)
৪	দরপত্র অনুযায়ী কাজের নাম/প্যাকেজ নং (ক্রমিক অনুসারে)	Supply, Installation, testing and commissioning of computer accessories and office equipment. Package GD2.
৫	ক্রয় পদ্ধতি	OTM(NCB)
৬	দরপত্র বা প্রস্তাব প্রস্তুতকরণের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা?	হ্যাঁ হ্যাঁ না
৭	বিনির্দেশনা প্রস্তুতকরণে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা?	হ্যাঁ হ্যাঁ না
৮	দরপত্র প্রকাশের মাধ্যম (জাতীয়/আন্তর্জাতিক) (বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকার নামসহ তারিখ)	১।পত্রিকার নামঃ (বাংলা) যুগান্তর তারিখঃ ১৪-১০-২০২০ ২।পত্রিকার নামঃ (ইংরেজি) The Asian Age তারিখঃ ১৩-১০-২০
৯	দরপত্র বিক্রয় শুরু এবং শেষের তারিখ ও সময়	শুরু তারিখ ২৩-১০-২০ শেষ তারিখ ২৮-১০-২০, সময়ঃ ৩:৩০
১০	বিক্রয়কৃত দরপত্রের সংখ্যা	৮ টি
১১	প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা	৮ টি
১২	টিওএস তৈরির তারিখ	০৩.১১.২০২০
১৩	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়	তারিখঃ ০৩-১১-২০২০ সময়ঃ ৩:০০
১৪	দরপত্র খোলার সময় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	৩ জন
১৫	টিওএস কমিটির সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর আছে কি না?	আছে

১৬	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার তারিখ	০৯ /১১ / ২০২০	
১৭	মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা	৩ জন, বহিঃ সদস্য সংখ্যা ০১জন	
১৮	উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	৩ জন, বহিঃ সদস্য সংখ্যা ০১জন	
১৯	দরপত্রের জামানত জমা হয়েছিল কি না? (ব্যাংক পে-অর্ডার, চালান ইত্যাদি)	হ্যাঁ	হ্যাঁ
		না	
২০	রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	২ টি	
২১	নন-রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	৬ টি	
২২	মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের তারিখ	১২-১১-২০২০	
২৩	Notification of Award প্রদানের তারিখ	১৫-১১-২০ তারিখ	
২৪	প্রস্তাবকৃত মূল্য (ডিপিপি/আরডিপিপি)	২২.০০ লক্ষ টাকা	
২৫	চুক্তি মূল্য	১৩.৩১ লক্ষ টাকা	
২৬	কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম	Smart Technologies (BD) Ltd.	
২৭	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	০৮-১২-২০২০	
২৮	ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ	১৫-০১-২০২১	
২৯	কার্যাদেশ/চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ	১৪-১২-২০২০	
৩০	চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ		
৩১	প্রকৃত কাজ শেষের তারিখ	২৪-১২-২০২০	
৩২	<input type="checkbox"/> সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে কি? <input type="checkbox"/> হলে কতদিন বৃদ্ধি; এবং <input type="checkbox"/> বৃদ্ধির কারণ;	প্রযোজ্য নয়	
৩৩	সরবরাহকৃত পণ্য/মালামালের ওয়ারেন্টি ছিল কি ?	হ্যাঁ	হ্যাঁ
		না	
৩৪	ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ এর কোন ব্যত্যয় হয়েছিল কি না ?	হ্যাঁ	
		না	না
৩৫	যদি হয়ে থাকে তবে তার কারণ উল্লেখ করুন	প্রযোজ্য নয়	
৩৬	ক্রয় সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সংরক্ষিত আছে কি না ?	হ্যাঁ	হ্যাঁ
		না	
৩৭	ক্রয় সংক্রান্ত কোন প্রকার অডিট হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ	
		না	না
৩৮	হ্যাঁ হলে অডিট আপত্তি ছিল কিনা?	হ্যাঁ	
		না	না
৩৯	অডিট আপত্তি থাকলে কতটি আপত্তি ছিল এবং কতটি নিষ্পন্ন হয়েছে?	প্রযোজ্য নয়	
৪০	অডিট আপত্তি নিষ্পন্ন না হয়ে থাকলে তার কারণ?	প্রযোজ্য নয়	

তথ্য প্রদানকারীর নামঃ

ইঞ্জিঃ মিঠুন চক্রবর্তী, পদবীঃ সহকারী ইঞ্জিনিয়ার (ইলেকট্রিক্যাল)(বেঙ্গা প্রকল্প অফিস)

তারিখ: ২২-৪-২০২২

সংযুক্তি-২: কেআইআই: ক্রয় সংক্রান্ত প্রশ্নমালা: ২

দরপত্র অনুযায়ী প্যাকেজের (লট)/কাজের নাম: Land development, Boundary wall, Access Road, Retention canal & pond and Pumping Station.

প্যাকেজ (লট) নাম্বার: WD1 একক: যথাক্রমে ঘন মি:, মি:, ঘন মি:, ঘন মি: পরিমাণ: যথাক্রমে

৭৯০০০০ ঘনমি:, ৭০০০ মি:, ৩৩৭ ঘন মি:, ১৭১৪০০ ঘন মি:

প্রাক্কলিত মূল্য: ৯৭৬.৩৯ কোটি টাকা চুক্তি অনুযায়ী মূল্য: ৭১২.৮১ কোটি টাকা

প্রকৃত মূল্য পরিশোধ (টাকায়) মূল্য পার্থক্য: ২৬৩.৫৮ কোটি টাকা কম

দরপত্র আহ্বানের পদ্ধতি (ICB/NCB/OTM/LTM ইত্যাদি): ICB

ক্রয় সংক্রান্ত কোন গাইডলাইন অনুসরণ করা হয়েছে? Japanese ODA guidelines, April 2012

চুক্তি অনুমোদনকারী সংস্থার নাম: CCGP (Cabinet Committee on Government Purchase).

ক্রয়-সংক্রান্ত চেকলিস্ট

ক্রমিক নং	বিষয়	উত্তর/মন্তব্য লিখুন
১	প্রকল্পের নাম	নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন
২	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)
৪	দরপত্র অনুযায়ী কাজের নাম/প্যাকেজ নং (ক্রমিক অনুসারে)	Land development, Boundary wall, Access Road, Retention canal & pond and Pumping Station, WD1.
৫	দরপত্র বা প্রস্তাব প্রস্তুতকরণের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা?	হ্যাঁ না
৬	বিনির্দেশনা প্রস্তুতকরণে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা?	হ্যাঁ না
৭	দরপত্র প্রকাশের মাধ্যম (জাতীয়/আন্তর্জাতিক) (বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকার নামসহ তারিখ এবং ওয়েব সাইট'এর নাম)	১। পত্রিকার নামঃ (বাংলা) কালের কণ্ঠ তারিখঃ ১৬-০২-২০১৯ ২। পত্রিকার নামঃ (ইংরেজি) The financial express তারিখঃ ১৫/০২/২০১৯ ৩। সিপিটিইউ ওয়েব সাইট https://cptu.gov.bd/advertisement-works/details-64575.html তারিখঃ ১৭-২-২০১৯
৮	দরপত্র বিক্রয় শুরু এবং শেষের তারিখ ও সময়	শুরু: ১৩-০২-২০১৯ শেষ ১৮-০৪-২০১৯ তারিখঃ সময়ঃ ২:৩০
৯	বিক্রয়কৃত দরপত্রের সংখ্যা	০৬ টি
১০	প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা	০২ টি
১১	টিওএস তৈরির তারিখ	১৮-০৪-২০১৯
১২	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়	১৮-০৪-২০১৯
১৩	দরপত্র খোলার সময় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	৩ জন
১৪	টিওএস কমিটির সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর আছে কি না?	হ্যাঁ

১৫	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার তারিখ	০২-১০-২০১৯	
১৬	মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা	৭ জন, বহিঃ সদস্য সংখ্যা ২জন	
১৭	উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	৫ জন, বহিঃ সদস্য সংখ্যা ২জন	
১৮	দরপত্রের জামানত জমা হয়েছিল কি না? (ব্যাংক	হ্যাঁ	হ্যাঁ
১৯	পে-অর্ডার, চালান ইত্যাদি)	না	
	রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	০২টি	
২০	নন-রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	০৪ টি	
২১	মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের তারিখ	০৪/১২/২০১৯	
২২	Notification of Award প্রদানের তারিখ	০১/০৪/২০২২ তারিখ	
২৩	প্রস্তাবকৃত মূল্য (ডিপিপি/আরডিপিপি)	৯৭৬৩৯.৯১ লাখ টাকা	
২৪	চুক্তি মূল্য	৭১২৮১.৯৮ লাখ টাকা	
২৫	কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম	TOA Corporation, Japan	
২৬	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	জুলাই ২০১৯	
২৭	ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ	জানু ২০২৩	
২৮	কার্যাদেশ/চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ	আগস্ট ২০২০	
২৯	চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ	জুন ২০২৩	
৩০	প্রকৃত কাজ শেষের তারিখ	প্রযোজ্য নয়	
৩১	<input type="checkbox"/> সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে কি? <input type="checkbox"/> হলে কতদিন বৃদ্ধি; এবং <input type="checkbox"/> বৃদ্ধির কারণ;	না	
৩২	সরবরাহকৃত পণ্য/মালামালের ওয়ারেন্টি ছিল কি ?	হ্যাঁ	হ্যাঁ
		না	
৩৩	ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ এর কোন ব্যত্যয় হয়েছিল কি না ?	হ্যাঁ	হ্যাঁ
		না	
৩৪	যদি হয়ে থাকে তবে তার কারণ উল্লেখ করুন		
৩৫	ক্রয়-সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সংরক্ষিত আছে কি না ?	হ্যাঁ	হ্যাঁ
৩৬		না	
৩৭	ক্রয়-সংক্রান্ত কোন প্রকার অডিট হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ	
		না	না
৩৮	হ্যাঁ হলে অডিট আপত্তি ছিল কিনা?	হ্যাঁ	
		না	না
৩৯	অডিট আপত্তি থাকলে কতটি আপত্তি ছিল এবং কতটি নিষ্পন্ন হয়েছে?	আপত্তির সংখ্যা ০ টি নিষ্পত্তির সংখ্যা ০ টি	
৪০	অডিট আপত্তি নিষ্পন্ন না হয়ে থাকলে তার কারণ?	প্রযোজ্য নয়	

তথ্য প্রদানকারীর নামঃ

ইঞ্জিঃ মিঠুন চক্রবর্তী, পদবীঃ সহকারী ইঞ্জিনিয়ার (ইলেকট্রিক্যাল)(বেঙ্গা প্রকল্প অফিস)

তারিখঃ ২২-৪-২০২২

সংযুক্তি-৩: কেআইআই: ক্রয় সংক্রান্ত প্রশ্নমালা: ৬

উত্তরদাতা সম্পর্কিত তথ্য

১। নামঃ ইঞ্জিঃ মিঠুন চক্রবর্তী ২

দরপত্র অনুযায়ী প্যাকেজের /কাজের নাম: প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট অফিসের অভ্যন্তরীণ অঙ্গসজ্জা

প্যাকেজ নাম্বার: WD6 একক: সেট

পরিমাণ: ১

প্রাক্কলিত মূল্য: ৫২.৪১ লক্ষ টাকা

চুক্তি অনুযায়ী মূল্য: ৪৯.৮৩ লক্ষ টাকা

প্রকৃত মূল্য পরিশোধ: ৪৯.৮৩ লক্ষ টাকা মূল্য পার্থক্য: দুই লক্ষ আটান্ন হাজার টাকা

দরপত্র আহ্বানের পদ্ধতি (ICB/NCB/OTM/LTM ইত্যাদি): OTM (NCB)

ক্রয় সংক্রান্ত কোন গাইডলাইন অনুসরণ করা হয়েছে? পি পি আর-২০০৮

চুক্তি অনুমোদনকারী সংস্থার নাম: প্রকল্প পরিচালক

ক্রয়-সংক্রান্ত চেকলিস্ট

ক্রমিক নং	বিষয়	উত্তর/মন্তব্য লিখুন	
	প্রকল্পের নাম	নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন	
১.	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	
২.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)	
৩.	দরপত্র অনুযায়ী কাজের নাম/প্যাকেজ নং (ক্রমিক অনুসারে)	Interior Decoration of PIU office, WD6	
৪.	ক্রয় পদ্ধতি	OTM	
৫.	দরপত্র বা প্রস্তাব প্রস্তুতকরণের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা?	হ্যাঁ	হ্যাঁ
		না	
৬.	বিনির্দেশনা প্রস্তুতকরণে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা?	হ্যাঁ	হ্যাঁ
		না	
৭.	দরপত্র প্রকাশের মাধ্যম (জাতীয়/আন্তর্জাতিক) (বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকার নামসহ তারিখ এবং ওয়েব সাইট'এর নাম)	১।পত্রিকার নামঃ (বাংলা) কালের কন্ঠ তারিখঃ২৬-১১-২০১০ পত্রিকার নামঃ (ইংরেজি) Financial Express তারিখঃ২৬-১১-২০	
৮.	দরপত্র বিক্রয় শুরু এবং শেষের তারিখ ও সময়	শুরুর তারিখ: ২৬-১১-২০ শেষের তারিখ: ১৫-১২-২০ সময়: ৩:০০	
৯.	বিক্রয়কৃত দরপত্রের সংখ্যা	১১ টি	
১০.	প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা	১১ টি	
১১.	টিওএস তৈরির তারিখ	১৫-১২-২০২০	
১২.	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়	তারিখঃ ১৭-১২-২০ সময়ঃ ৩:৩০	
১৩.	দরপত্র খোলার সময় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	৩ জন	
১৪.	টিওএস কমিটির সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর আছে কি না?	আছে	
১৫.	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার তারিখ	৩০/১২/২০	
১৬.	মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা	৩ জন, বহিঃ সদস্য সংখ্যা ১ জন	
১৭.	উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	৩ জন, বহিঃ সদস্য সংখ্যা ১ জন	
১৮.	দরপত্রের জামানত জমা হয়েছিল কি না? (ব্যাংক	হ্যাঁ	হ্যাঁ

	পে-অর্ডার, চালান ইত্যাদি)	না	
	রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	৩ টি	
	নন-রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	৮ টি	
১৯.	মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের তারিখ	৩০-১২-২০২০	
২০.	Notification of Award প্রদানের তারিখ	০৩-০১-২১ তারিখ	
২১.	প্রস্তাবকৃত মূল্য (ডিপিপি/আরডিপিপি)	৫৫.০০ লক্ষ টাকা	
২২.	চুক্তি মূল্য	৪৯.৮৩ লক্ষ টাকা	
২৩.	পার্শ্বক্য	৪.১৬ লক্ষ টাকা	
২৪.	কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম	ARTISTIC	
২৫.	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	১৪-০১-২০২১	
২৬.	ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ	২১-০১-২০২১	
২৭.	কার্যাদেশ/চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ	১৬-০১-২০২১	
২৮.	চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ	১৩-০৩-২০২১	
২৯.	প্রকৃত কাজ শেষের তারিখ		
৩০.	<input type="checkbox"/> সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে কি? <input type="checkbox"/> হলে কতদিন বৃদ্ধি; এবং <input type="checkbox"/> বৃদ্ধির কারণ;	না	
৩১.	সরবরাহকৃত পণ্য/মালামালের ওয়ারেন্টি ছিল কি ?	হ্যাঁ	হ্যাঁ
		না	
	ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ এর কোন ব্যত্যয় হয়েছিল কি না ?	হ্যাঁ	
		না	না
	যদি হয়ে থাকে তবে তার কারণ উল্লেখ করুন		
	ক্রয়-সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সংরক্ষিত আছে কি না ?	হ্যাঁ	হ্যাঁ
		না	
	ক্রয়-সংক্রান্ত কোন প্রকার অডিট হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ	হ্যাঁ
		না	
	হ্যাঁ হলে অডিট আপত্তি ছিল কিনা?	হ্যাঁ	হ্যাঁ
		না	
	অডিট আপত্তি থাকলে কতটি আপত্তি ছিল এবং কতটি নিষ্পন্ন হয়েছে?	আপত্তির সংখ্যা ১ টি নিষ্পত্তির সংখ্যা ১ টি	
	অডিট আপত্তি নিষ্পন্ন না হয়ে থাকলে তার কারণ?	প্রযোজ্য নয়	

তথ্য প্রদানকারীর নামঃ

ইঞ্জিঃ মিঠুন চক্রবর্তী, পদবীঃ সহকারী ইঞ্জিনিয়ার (ইলেকট্রিক্যাল)(বেঙ্গা প্রকল্প অফিস)

তারিখ: ২২-৪-২০২২

সংযুক্তি-৪: কেআইআই: ক্রয় সংক্রান্ত প্রশ্নমালা: ৭

উত্তরদাতা সম্পর্কিত তথ্য

১। নাম: সালেহ আহমদ ২. পদবী: প্রকল্প পরিচালক

দরপত্র অনুযায়ী প্যাকেজের কাজের নাম: Consulting services for basic infrastructure development under foreign direct investment.

প্যাকেজ নাম্বার: PS1 একক: MM পরিমাণ: F-310 MM (21 nos)

L-413MM (22 nos)

প্রাক্কলিত মূল্য: ১১৯৭৬.৭৭ লক্ষ টাকা

চুক্তি অনুযায়ী মূল্য: ১১৯৭৬.৭৭ লক্ষ টাকা

প্রকৃত মূল্য পরিশোধঃ ৪৫৮২.৯০ লক্ষ টাকা(আংশিক) মূল্য পার্থক্য:

দরপত্র আহবানের পদ্ধতি (ICB/NCB/OTM/LTM ইত্যাদি): ICB(QBS)

ক্রয়-সংক্রান্ত কোন গাইডলাইন অনুসরণ করা হয়েছে? হ্যাঁ

চুক্তি অনুমোদনকারী সংস্থার নাম: CCGP

ক্রয়-সংক্রান্ত চেকলিস্ট

ক্রমিক নং	বিষয়	উত্তর/মন্তব্য লিখুন
১	প্রকল্পের নাম	নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন
২	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)
৪	দরপত্র অনুযায়ী কাজের নাম/প্যাকেজ নং (ক্রমিক অনুসারে)	Consulting services for basic infrastructure development under foreign direct investment, PS1.
৫	ক্রয় পদ্ধতি	QBS (Quality Based Selection).
৬	দরপত্র বা প্রস্তাব প্রস্তুতকরণের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা?	হ্যাঁ হ্যাঁ না
৭	বিনির্দেশনা প্রস্তুতকরণে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা?	হ্যাঁ হ্যাঁ না
৮	দরপত্র প্রকাশের মাধ্যম (জাতীয়/আন্তর্জাতিক) (বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকার নামসহ তারিখ এবং ওয়েব সাইট'এর নাম)	১। পত্রিকার নামঃ (বাংলা) সমকাল তারিখঃ ০৭-০৯-১৭ ২। পত্রিকার নামঃ (ইংরেজি) Financial Express তারিখঃ ০৭-০৯-১৭ ৩। সিপিটিইউ ওয়েব সাইট http://www.cptu.gov.bd/ShowDetailEOI.aspx?EOIID=3757 তারিখঃ ০৭-০৯-২০১৭
৯	দরপত্র বিক্রয় শুরু এবং শেষের তারিখ ও সময়	শুরুর তারিখ: ০৭-০৯-১৭ শেষের তারিখ: ১২-১০-১৭, সময়ঃ ২:০০
১০	বিক্রয়কৃত দরপত্রের সংখ্যা	২ টি
১১	প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা	১ টি
১২	টিওএস তৈরির তারিখ	১২-১০-১৭
১৩	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়	তারিখঃ ১২-১০-১৭ সময়ঃ ২:১৫
১৪	দরপত্র খোলার সময় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০৫ জন
১৫	টিওএস কমিটির সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর আছে কি না?	হ্যাঁ
১৬	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার তারিখ	০৩-১০-১৮ ও ১২-১২-১৮

১৭	মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা	০৫ জন, বহিঃ সদস্য সংখ্যা ০২ জন	
১৮	উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	৫ জন, বহিঃ সদস্য সংখ্যা ০২ জন	
১৯	দরপত্রের জামানত জমা হয়েছিল কি না? (ব্যাংক পে-অর্ডার, চালান ইত্যাদি)	হ্যাঁ	প্রযোজ্য নয়
		না	
২০	রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	১ টি	
২১	নন-রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	০ টি	
২২	মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের তারিখ	১২-১২-১৮	
২৩	Notification of Award প্রদানের তারিখ	১২-১২-১৮	
২৪	প্রস্তাবকৃত মূল্য (ডিপিপি/আরডিপিপি)	১১৯.৭৭ কোটি টাকা (ট্যাক্স/ভ্যাট ছাড়া)	
২৫	চুক্তি মূল্য	১১৯.৭৭ কোটি টাকা (ট্যাক্স/ভ্যাট ছাড়া)	
২৬	কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম	Nippon Koei Research Inc. Ltd, Japan	
২৭	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	১৮-১২-১৯	
২৮	ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ	জুন ২৩ (DL ছাড়া)	
২৯	কার্যাদেশ/চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ	২১-০১-২০২০	
৩০	চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ	জুন ২৪ (DL সহ)	
৩১	প্রকৃত কাজ শেষের তারিখ	প্রযোজ্য নয়	
৩২	<input type="checkbox"/> সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে কি? <input type="checkbox"/> হলে কতদিন বৃদ্ধি; এবং <input type="checkbox"/> বৃদ্ধির কারণ;	প্রযোজ্য নয়	
৩৩	সরবরাহকৃত পণ্য/মালামালের ওয়ারেন্টি ছিল কি ?	হ্যাঁ	
		না	
৩৪	ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ এর কোন ব্যত্যয় হয়েছিল কি না ?	হ্যাঁ	হ্যাঁ
		না	
৩৫	যদি হয়ে থাকে তবে তার কারণ উল্লেখ করুন		
৩৬	ক্রয়-সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সংরক্ষিত আছে কি না ?	হ্যাঁ	হ্যাঁ
		না	
৩৭	ক্রয়কৃত মালামাল রিসিভ পদ্ধতি		
৩৮	ক্রয়-সংক্রান্ত কোন প্রকার অডিট হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ	
		না	না
৩৯	হ্যাঁ হলে অডিট আপত্তি ছিল কিনা?	হ্যাঁ	প্রযোজ্য নয়
		না	
৪০	অডিট আপত্তি থাকলে কতটি আপত্তি ছিল এবং কতটি নিষ্পন্ন হয়েছে?	আপত্তির সংখ্যা-----টি প্রযোজ্য নয় নিষ্পত্তির সংখ্যা-----টি	
৪১	অডিট আপত্তি নিষ্পন্ন না হয়ে থাকলে তার কারণ?	প্রযোজ্য নয়	

তথ্য প্রদানকারীর স্বাক্ষর ও সীলমোহর
সালেহ আহমদ (প্রকল্প পরিচালক)
তারিখ: ২২-৪-২০২২

সংযুক্তি-৫: তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের টুল

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন
প্রশ্নমালা ২: প্রকল্প পরিচালকের সাক্ষাৎকার

উত্তরদাতার ব্যক্তিগত তথ্যাদি

উত্তরদাতার (প্রকল্প পরিচালকের) নাম: সালেহ আহমদ

তারিখঃ ২২-০২-২০২২

১. প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন দায়িত্ব পালনকারী প্রকল্প পরিচালকদের ক্রমানুসারে তথ্য দিন

দায়িত্ব পালন সময়	প্রকল্প পরিচালকের নাম	প্রকল্প পরিচালক বদলের কারণ
৯ অক্টোবর ২০১৯ হতে অদ্যাবধি	সালেহ আহমদ যুগ্মসচিব	প্রযোজ্য নয়

২. প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন কিনা? হয়ে থাকলে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন?

- প্রকল্পের শুরু থেকে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ না দেয়া
- ভূমি অধিগ্রহণে জটিলতা
- যথাযথ ডিজাইন ছাড়া দরপত্র আহবান

৩. প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে বেজলাইন সার্ভে হয়েছিল কিনা? হয়ে থাকলে, কখন হয়েছে? হ্যাঁ

৪. প্রকল্প অনুমোদনে বিলম্ব হয়েছে কি না হ্যাঁ/না? বিলম্ব হয় নি

বিলম্ব হয়ে থাকলে কারণ কি?

৫. যথা সময়ে অর্থছাড় হচ্ছে কি না হ্যাঁ/ না?

বিলম্ব হয়ে থাকলে কারণ কি?

অর্থছাড়ের ক্ষেত্রে দেরি না হলেও প্রকল্প সাহায্য ব্যয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সময় ক্ষেপণ হয়। সময় কমিয়ে আনা যেতে পারে।

৬. অত্র প্রকল্পে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান নিশ্চিত হয়েছে কি না? হ্যাঁ/না:

৭. আলোচ্য প্রকল্পের জন্য বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত আছে কি না? হ্যাঁ/না:

৮. বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রগতি হচ্ছে কি না? হ্যাঁ/না:

না হয়ে থাকলে কারণসহ বিস্তারিত বলুন

কোভিড-১৯ এর বিস্তারের কারণে বিলম্ব হয়েছে?

৯. খাতওয়ারী বাজেট চাহিদা অনুযায়ী নিয়মিত বরাদ্দ পাচ্ছেন কি না? হ্যাঁ/না:

১০. আপনার প্রকল্পটি বিভিন্ন বিভাগ ও মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়মিত মনিটরিং হয় কিনা? হ্যাঁ/না:

মনিটরিং হয়ে থাকলে প্রতিষ্ঠানগুলোর নাম বলুন

১১. প্রকল্পের ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন হচ্ছে কিনা? হ্যাঁ/না: হ্যাঁ

১২. প্রয়োজন অনুযায়ী জনবল নিয়োগ করা হয়েছে কিনা? হ্যাঁ/না: হ্যাঁ

১৩. প্রকল্পের কার্যক্রম সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে কর্মপরিকল্পনা প্রদান করুন

(যেমনঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র/উপকেন্দ্র, বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন, গ্যাস সঞ্চালন/ বিতরণ লাইন, টেলিফোন লাইন)

বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র জুন ২০২৪, গ্যাস জুন ২০২৩, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা জুন ২০২২।

১৪. প্রকল্পের বিভিন্ন ধাপে উত্তরণের জন্য Exit plan আছে কিনা? হ্যাঁ/না: প্রযোজ্য নয়

যদি থাকে তবে বিস্তারিত জানান

১৫. এ প্রকল্পের যন্ত্রাংশ ও মালামাল এর গুণগত মান কেমন ছিল? উত্তর: মানসম্মত

১৬. আপনাদের বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন রীতিমত অডিট হয় কিনা- হ্যাঁ/না? উত্তর: হ্যাঁ

১৭. নিম্নোক্ত বছরসমূহের অডিট হয়েছে কি?

২০১৮-১৯	হ্যাঁ	না
২০১৯-২০	হ্যাঁ	না
২০২০-২১	হ্যাঁ	না

১৮. শেষোক্ত বছরের অডিট প্রতিবেদনের একটি কপি পেতে পারি কি? হ্যাঁ/না

১৯. উক্ত বছরসমূহের কোন অডিট আপত্তি ছিল কি? থাকলে কয়টি? সংখ্যা

২০১৮-১৯	হ্যাঁ	না
২০১৯-২০	হ্যাঁ	না
২০২০-২১	হ্যাঁ	না

২০. অডিট আপত্তিসমূহের নিষ্পত্তি সময়মত করেছেন কি?

২০১৮-১৯	হ্যাঁ	না
২০১৯-২০	হ্যাঁ	না
২০২০-২১	হ্যাঁ	না

২১. আপত্তিসমূহের নিষ্পত্তি সময়মত না হলে তার কারণ কি?

২২. ফাপাডের নিষ্পত্তি সময়মত না হলে তার কারণ কি?

২৩. এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন আরও অন্য প্রকল্প গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখবে কিনা? হ্যাঁ/না
যদি উত্তর হ্যাঁ হয় তবে কিভাবে

উত্তর: বাংলাদেশে ৩টি জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। এ প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের সাথে বঙ্গবন্ধু শিল্প নগরস্থ জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চল-২ সম্পূর্ণ।

২৪. ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করেছে কিনা- হ্যাঁ/না? উত্তর: হ্যাঁ

উত্তর না হলে এক্ষেত্রে আপনার পর্যবেক্ষণ জানান

২৫. ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এ ধরনের আরও প্রকল্প গ্রহণ করার পরিকল্পনা আছে কি? হ্যাঁ/না
উত্তর হ্যাঁ হলে বিস্তারিত বলুন

উত্তর: দেশে জাপানিজ বিনিয়োগের চাহিদা বিবেচনায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগরের একটি জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

সেকেন্ডারী তথ্য সংগ্রহ

২৬. প্রকল্পের বছর ভিত্তিক ক্রয় পরিকল্পনা ও বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা দাখিল করুন

২৭. প্রকল্পের অঙ্গ-ভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির তথ্য দাখিল করুন

২৮. সম্পাদিত কাজের টেষ্ট রেজাল্ট ও প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ;

২৯. চুক্তিপত্র ও আনুসঙ্গিক সংযোজনী;

৩০. কার্যাদেশ ও ভেরিয়েশন অর্ডারের কপি;

৩১. আইপিসি

৩২. ব্যাংক স্টেটমেন্ট এবং ব্যয় বিবরণী প্রতিবেদন

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন
প্রশ্নমালা ৩: ক্রয়-সংক্রান্ত প্রশ্নমালা

উত্তরদাতা সম্পর্কিত তথ্য

১। নাম ----- ২. পদবী-----

প্রতিটি দরপত্রের জন্য পৃথকভাবে তথ্য প্রদান করুন

দরপত্র অনুযায়ী প্যাকেজের (লেট)/কাজের নাম:

প্যাকেজ (লেট) নাম্বার একক: পরিমাণ:

প্রাক্কলিত মূল্য: চুক্তি অনুযায়ী মূল্য:

প্রকৃত মূল্য পরিশোধ (টাকায়) মূল্য পার্থক্য:

দরপত্র আহ্বানের পদ্ধতি (ICB/NCB/OTM/LTM ইত্যাদি) -----

ক্রয়-সংক্রান্ত কোন গাইডলাইন অনুসরণ করা হয়েছে?

চুক্তি অনুমোদনকারী সংস্থার নাম:

ক্রয় সংক্রান্ত চেকলিস্ট

(প্রতিটি প্যাকেজের জন্য আলাদা আলাদা চেক লিস্ট ব্যবহার করা হবে)

নং	বিষয়	উত্তর/মন্তব্য লিখুন
১	প্রকল্পের নাম	
২	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	
৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	
৪	দরপত্র অনুযায়ী কাজের নাম ও লট/প্যাকেজ নং (ক্রমিক অনুসারে)	
৫	ক্রয় পদ্ধতি	
৬	ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরন	(১) অন-লাইন (২) অফ-লাইন
৭	দরপত্র বা প্রস্তাব প্রস্তুতকরণের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা?	হ্যাঁ
		না
৮	বিনির্দেশনা প্রস্তুতকরণে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা?	হ্যাঁ
		না
৯	দরপত্র প্রকাশের মাধ্যম (জাতীয়/আন্তর্জাতিক) (বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকার নামসহ তারিখ এবং ওয়েব সাইট'এর নাম)	১। পত্রিকার নামঃ (বাংলা)-----তারিখঃ----- -----২। পত্রিকার নামঃ (ইংরেজি)-----তারিখঃ----- ----- ৩। সিপিটিইউ ওয়েব সাইট -----তারিখঃ----- -----
১০	দরপত্র বিক্রয় শুরু এবং শেষের তারিখ ও সময়	শুরু-----শেষ----- তারিখঃ সময়ঃ
১১	বিক্রয়কৃত দরপত্রের সংখ্যা	-----টি
১২	প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা	-----টি
১৩	টিওএস তৈরির তারিখ	
১৪	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়	তারিখঃ সময়ঃ
১৫	দরপত্র খোলার সময় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	-----জন
১৬	টিওএস কমিটির সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর আছে কি না?	
১৭	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার তারিখ	//
১৮	মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা	----- জন, বহিঃ সদস্য সংখ্যা-----জন
১৯	উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	----- জন, বহিঃ সদস্য সংখ্যা-----জন
২০	দরপত্রের জামানত জমা হয়েছিল কি না? (ব্যাংক পে-অর্ডার, চালান ইত্যাদি)	হ্যাঁ
		না
২১	রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	----- টি
২২	নন-রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	----- টি
২৩	মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের তারিখ	
২৪	Notification of Award প্রদানের তারিখ	-----তারিখ
২৫	প্রস্তাবকৃত মূল্য (ডিপিপি/আরডিপিপি)	-----টাকা
২৬	চুক্তি মূল্য	-----টাকা
২৭	কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম	

২৮	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	
২৯	ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ	
৩০	কার্যাদেশ/চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ	
৩১	চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ	
৩২	প্রকৃত কাজ শেষের তারিখ	
৩৩	<input type="checkbox"/> সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে কি? <input type="checkbox"/> হলে কতদিন বৃদ্ধি; এবং <input type="checkbox"/> বৃদ্ধির কারণ;	
৩৪	সরবরাহকৃত পণ্য/মালামালের ওয়ারেন্টি ছিল কি ?	হ্যাঁ
		না
৩৫	ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ এর কোন ব্যত্যয় হয়েছিল কি না ?	হ্যাঁ
		না
৩৬	যদি হয়ে থাকে তবে তার কারণ উল্লেখ করুন	
৩৭	ক্রয়-সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সংরক্ষিত আছে কি না ?	হ্যাঁ
		না
৩৮	ক্রয়কৃত মালামাল রিসিভ পদ্ধতি	
৩৯	ক্রয়-সংক্রান্ত কোন প্রকার অডিট হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ
		না
৪০	হ্যাঁ হলে অডিট আপত্তি ছিল কিনা?	হ্যাঁ
		না
৪১	অডিট আপত্তি থাকলে কতটি আপত্তি ছিল এবং কতটি নিষ্পন্ন হয়েছে?	আপত্তির সংখ্যা-----টি নিষ্পত্তির সংখ্যা-----টি
৪২	অডিট আপত্তি নিষ্পন্ন না হয়ে থাকলে তার কারণ?	----- ----- -----

তথ্য প্রদানকারীর স্বাক্ষর ও সীলমোহর
তারিখ:

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন
প্রশ্নমালা ৪: কী ইনফরমেন্টদের সাক্ষাৎকার

উত্তরদাতার ব্যক্তিগত তথ্যাদি

উত্তর দাতার নাম -----

পেশা/পদবী -----

মোবাইল নাম্বার-----

১. এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন আরো অন্য প্রকল্প গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখবে কি না?
যদি উত্তর হ্যাঁ হয়, তবে কিভাবে?

২. ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করেছে কি না?
উত্তর না হলে এক্ষেত্রে আপনার পর্যবেক্ষণ জানান

৩. আপনার জানামতে সব ধরনের ভূমি অধিগ্রহণের বিষয়গুলো নিষ্পত্তি হয়েছে কি না? নাহলে কেন?

৪. ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এ ধরনের আরো প্রকল্প গ্রহণ করার প্রয়োজন/পরিকল্পনা আছে কি?

৫. প্রকল্পে অর্থ ছাড়ে কোন বিলম্ব হচ্ছে কি না

৬. বিলম্ব হয়ে থাকলে বিস্তারিত বলুন

৭. প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সবল দিকসমূহ বলুন

৮. প্রকল্পের দুর্বল দিকসমূহ বলুন

৯. প্রকল্পের সুযোগসমূহ বলুন

১০. প্রকল্পের ঝুঁকিসমূহ বলুন

১১. আপনারা কি মনে করেন এ প্রকল্পটি হলে এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হবে?
যদি উন্নয়ন হয়, তাহলে কিভাবে হবে বলে মনে করেন?

১২. আপনি কি মনে করেন এ ধরনের প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়নের ফলে জাপানি বিনিয়োগের পথ প্রশস্ত হবে? হলে
কিভাবে?

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন

প্রশ্নমালা ৫: FGD পরিচালনার জন্য চেকলিস্ট

ফোকাস গ্রুপ আলোচনার স্থানঃ

- ১। জেলাঃ
২। উপজেলাঃ
৩। গ্রামঃ
৪। তারিখঃ

নং	অংশগ্রহণকারীদের নাম	গ্রামের নাম	লিঙ্গ	বয়স	পেশা	শিক্ষা	মোবাইল নং
১							
২							
৩							
৪							
৫							
৬							
৭							
৮							
৯							

১. আপনারা সম্ভবত জানেন যে আপনাদের এলাকায় জাপানি সহযোগিতায় একটি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এ অঞ্চলটি প্রতিষ্ঠিত হলে আপনাদের কি ধরনের সুবিধা হবে বলে মনে করেন?
২. আপনাদের এলাকায় কি ধরনের আর্থ-মাজিক উন্নয়ন হবে?
৩. অঞ্চলটি প্রতিষ্ঠিত হলে কোন ধরনের সমস্যা তৈরি হবে বলে মনে করেন? হলে কি কি?
৪. আপনাদের কারো জমি অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ অধিগ্রহণ করেছে কি? যদি করে থাকে, তবে কত সংখ্যক লোকের?
৫. আপনারা ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন কি? যদি পেয়ে থাকেন, তবে বাজারমূল্যের কতগুণ বেশি?
৬. এমন কেউ আছেন কি, যিনি কোন ক্ষতিপূরণ পাননি? কেন পাননি? আপনারা কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন কি?
৭. ক্ষতিপূরণ পাওয়ার ব্যাপারে কোন হয়রানির শিকার হয়েছিলেন কি? হলে কি ধরনের?
৮. কি ভাবে এ সমস্ত সমস্যার সমাধান করলেন?
৯. পরিবেশগত কোন সমস্যা হবে কি? হলে কি ধরনের? কিভাবে এ সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে বলে মনে করেন?

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন

প্রশ্নমালা ৭: খানা জরিপের প্রশ্নমালা

- ১। উত্তরদাতার নামঃ -----
- ২। পিতা/স্বামীর নামঃ-----
- ৩। বয়সঃ-----
- ৪। শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ-----
- ৫। পেশাঃ-----
- ৬। ঠিকানাঃ পাড়া/মহল্লাঃ -----, গ্রামঃ-----, ইউনিয়নঃ-----
- ৭। মোবাইল নম্বরঃ-----
- ৮। খানার অবস্থানঃ-----
- ৯। খানার সদস্য সংখ্যাঃ পুরুষঃ----- নারীঃ----- মোটঃ-----
- ১০। আপনার খানায় কতজন সদস্যের বয়স ৬ থেকে ১২ বছরের মধ্যে? ----- জন।
- ১১। এর মধ্যে কতজন নিয়মিত স্কুলে যায়? ----- জন।
- ১২। আপনার খানার কতজন সদস্য বুঝে লিখতে ও পড়তে পারেন? ----- জন।
- ১৩। আপনার খানায় কতজন সদস্য আয়মূলক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত? পুরুষঃ----- নারীঃ-----
- ১৪। আপনাদের প্রধান বসত ঘরের ধরন কি?
১= Apartment house, ২= Building, ৩= Semi Pacca
৪= Tin shed, ৫= Thatched, ৬= Others (specify).
- ১৫। বাড়িটি কি আপনার নিজস্ব মালিকানাধীন, না ভাড়া?
১= Owned, ২= Rented, ৩= Others (specify).
- ১৬। আপনাদের ব্যবহৃত পায়খানা কি ধরনের?
১= High Commode/low pan, ২= Slab latrine, ৩= Pit latrine
৪= Hanging latrine, ৫= Open Place, ৬= Others.
- ১৭। পানীয় জলের উৎস কি?
১= Supply water, ২= Tube well, ৩= Pond/Canal/River
৪= Others (specify)-----.
- ১৮। আলোর জন্য কি ব্যবহার করেন? (Multiple)
১= Electricity, ২= Kerosene lamp, ৩= Solar PV
৪= Others (specify)-----.
- ১৯। রান্না বান্নার জন্য জ্বালানি হিসেবে কি ব্যবহার করেন? (Multiple)
১= Electricity, ২= Kerosene, ৩= Gas/Bio-gas
৪= Fire wood, ৫= LPG Cylinder, ৬= Others (specify)-----
- ২০। আপনার খানার মালিকানায় কোন জমি আছে কি?
১= Yes ২= NO
- ২১। থাকলে কি পরিমাণ আছে? -----শতাংশ।
- ২২। আপনি কি পরিমাণ জমি চাষাবাদ করেন? ----- শতাংশ।
- ২৩। আপনি বেজা কর্তৃক উন্নয়নকৃত আড়াইহাজার জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চলের নাম শুনছেন?
১= Yes ২= NO
- ২৪। এ প্রকল্পে আপনার কোন জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে কি?
১= Yes ২= NO
- ২৫। হয়ে থাকলে, কি পরিমাণ জমি অধিগ্রহণ হয়েছে? ----- শতাংশ।
- ২৬। কখন অধিগ্রহণ করা হয়েছে (মাস-সন)? -----।
- ২৭। ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন কি? ১= Yes ২= NO
- ২৮। পেয়ে থাকলে, কি পরিমাণ জমির ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন? ----- শতাংশ।
- ২৯। কি হারে ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন? -----।

২৯। কত টাকা ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন? ----- টাকা।

৩০। কখন ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন? -----।

৩১। ক্ষতিপূরণ পেতে কোন অসুবিধা হয়েছিল কি?

১= Yes ২= NO

৩২। হ্যাঁ হলে কি ধরনের অসুবিধা?

৩৩। যে ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন তাতে আপনি কতটুকু সন্তুষ্ট?

১ = খুব বেশি, ২ = বেশি, ৩ = মোটামুটি, ৪ = অসন্তুষ্ট, ৫ = খুবই অসন্তুষ্ট

৩৪। অসন্তুষ্ট হলে, কেন? -----

৩৫। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আপনার মতে পরিবেশ ও সমাজের উপর কী কী প্রভাব হতে পারে?

১ = জলাবদ্ধতা, ২ = পানি দূষণ, ৩ = বায়ু দূষণ, ৪ = শব্দ দূষণ, ৫ = যানজট, ৬ = বর্জ্য অব্যবস্থাপনা, ৭ = বহিরাগত শ্রমিকের আধিক্য, ৮ = দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, ৯ = স্বাস্থ্য ঝুঁকি/HIV/AIDS/STD, ১০ = নারীর প্রতি সহিংসতা, ১১ = জমির মূল্য দ্রুত বৃদ্ধি, ১২ = অন্যান্য (নির্দিষ্টকরণ)

৩৬। জমি অধিগ্রহণের পূর্বে আপনাদের সাথে কোন অবহিতকরণ সভা (Disclosure Meeting) হয়েছিল কি?

১= Yes ২= NO

৩৭। হ্যাঁ হলে, কখন হয়েছিল (মাস-সন)? -----

৩৮। উক্ত সভাতে কি বলা হয়েছিল?

৩৯। জমি অধিগ্রহণের ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য আপনাদের থেকে কোন প্রস্তাব চাওয়া হয়েছিল কি?

১ = হ্যাঁ, ২ = না।

৪০। উত্তর হ্যাঁ হলে, কি কি প্রস্তাব দিয়েছিলেন?

৪১। অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার ফলে আপনাদের কি কি সুবিধা হবে বলে মনে করেন?

১ = নতুন কাজের সুযোগ, ২ = ব্যবসার সুযোগ, ৩ = অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ৪ = অবকাঠামো উন্নয়ন, ৫ = স্থানীয় উদ্যোক্তা সৃষ্টি, ৬ = উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, ৭ = গতিশীলতা বৃদ্ধি, ৮ = ভাড়ার জন্য বাড়ি ঘরের সংখ্যা বৃদ্ধি, ৯= উন্নত ইউটিলিটি ব্যবস্থা, ১০ = অন্যান্য (নির্দিষ্টকরণ)

৪২। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আপনাদের এলাকায় কোন কোন সেক্টরে কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে মনে করেন?

১ = মোটর মেকানিক, ২ = অটো রিক্সা চালনা, ৩ = রিক্সা/ভ্যান চালনা, ৪ = সিএনজি, ৫ = বাস/ট্রাক/পিকআপ, ৬ = ক্ষুদ্র ব্যবসা, ৭ = মৎস্য চাষ, ৮ = শাকসবজি/ফল চাষ, ৯ = পশু পালন, ১০ = হাঁস-মুরগি পালন, ১১ = অন্যান্য (নির্দিষ্টকরণ)

৪৩। আপনি কি মনে করেন, আপনার পরিবারের সদস্যদের নতুন পেশা গ্রহণের জন্য অথবা দক্ষতা বাড়ানোর জন্য প্রশিক্ষণ প্রয়োজন? ১ = হ্যাঁ, ২ = না।

৪৪। উত্তর হ্যাঁ হলে, কি কি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে মনে করেন?

১ = মোটর মেকানিক, ২ = কারিগরি প্রশিক্ষণ, ৩ = কাপড় সেলাই, ৪ = গাড়ি চালনা, ৫ = ক্ষুদ্র ব্যবসা, ৬ = মৎস্য চাষ, ৭ = শাকসবজি/ফল চাষ, ৮ = পশু পালন, ৯ = হাঁস-মুরগি পালন, ১০ = অন্যান্য (নির্দিষ্টকরণ)

৪৫। আপনাদের কোন অসুবিধা সন্তাবনা দেখছেন কি? হ্যাঁ হলে, কি ধরনের অসুবিধা?

৪৬। বর্তমানে আপনাদের পরিবারের মাসিক ব্যয় কত? টাকা

৪৭। বর্তমানে আপনাদের পরিবারের বাৎসরিক আয় কত?টাকা

৪৮। আপনাদের কোন লোন আছে কি? ১ = হ্যাঁ, ২ = না

৪৯। আপনার পরিবারের কোন সদস্য কি কোন NGO গ্রুপের সদস্য? ১ = হ্যাঁ, ২ = না

৫০। হ্যাঁ হলে, কোন গ্রুপের সদস্য?-----

৫১। এ অর্থনৈতিক অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য আপনার মতামত/সুপারিশ কি কি?

১ = স্থানীয় জনসাধারণের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা, ২ = বায়ু/পানি/শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, ৩ = বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ৪ = যথাযথ পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, ৫ = স্থানীয় জনগণের কাজের সুযোগ নিশ্চিত করা, ৬ = স্থানীয় জনগণের জন্য লাইফ স্কিল ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা, ৭ = অন্যান্য (নির্দিষ্টকরণ)

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন
প্রশ্নমালা ৩: পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি বাংলাদেশ (PGCB)

- ১। উত্তরদাতার নামঃ
- ২। পদবীঃ
ঠিকানাঃ
মোবাইল নং
- ৩। আপনি সম্ভবত জানেন যে আড়াই হাজার উপজেলায় বেজা কর্তৃক স্থাপিত ও জাইকা এবং বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে একটি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। বেজা কর্তৃপক্ষ আপনাদের কাছে কত MW বিদ্যুৎ চেয়েছে?
- ৪। আপনারা ঐ পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রদান করতে সক্ষম কিনা?
- ৫। যদি সক্ষম হয়ে থাকেন তবে বেজা কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দিতে পারবেন কিনা?
- ৬। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহে BEZA কে বিশেষ কোন অগ্রাধিকার দিবেন কিনা?
হ্যাঁ/না হলে বিস্তারিত বলুনঃ
- ৭। বেজার বাৎসরিক বিদ্যুৎ চাহিদা কি হারে বাড়বে বলে আপনাদের বলা হয়েছে?
- ৮। বর্ধিত চাহিদা অনুযায়ী আপনারা বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে প্রতি পারবেন কিনা?
বিদ্যুতের দাম বর্তমানে কেমন? ভবিষ্যতে বাড়ার সম্ভাবনা কেমন?
- ৯। PGCB কর্তৃক নির্মিত বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন ও যন্ত্রপাতি স্থাপনে BEZA কর্তৃপক্ষ কাজের মান তদারকিতে কোন বিশেষজ্ঞ/পরামর্শক নিয়োগ করবে এ রকম কোন প্রস্তাব পেয়েছেন কিনা?
- ১০। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য দৈনিক/সাপ্তাহিক/মাসিক রুটিন চেকআপের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা? হয়ে থাকলে কিভাবে? পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এখানে জড়িত হবে কিনা? হলে কিভাবে?

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন

প্রশ্নমালা ৪: গ্যাস সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান

- ১। নামঃ
- ২। পদবীঃ
ঠিকানাঃ
মোবাইল নংঃ
- ৩। আপনি সম্ভবতঃ জানেন যে বেজা নারায়ণগঞ্জের আড়াই হাজারে জাইকা কর্তৃক অর্থায়িত একটি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করছে। এর জন্য বেজা কর্তৃপক্ষ বর্তমানে কি পরিমাণ গ্যাস প্রয়োজন হবে বলে আপনাদেরকে জানিয়েছে? চাহিদার পরিমাণ কি হারে বাড়বে বলে বলা হয়েছে?
- ৪। বেজার উল্লিখিত চাহিদা পূরন করতে আপনারা বর্তমানে সক্ষম কিনা এবং ভবিষ্যতে ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে সক্ষম কিনা?
- ৫। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরবরাহ করতে পারবেন কিনা?
- ৬। প্রতি ইউনিট গ্যাসের দাম কত হবে? ভবিষ্যতে দাম বৃদ্ধির সম্ভবনা কি রকম?
- ৭। আড়াই হাজার অর্থনৈতিক অঞ্চলে গ্যাস সরবরাহের জন্য কোন কোন প্রতিষ্ঠান জড়িত? (উৎপাদন হতে কারখানা গেট পর্যন্ত)
- ৮। সঞ্চালন লাইন ও বন্টন লাইন নির্মাণ প্রক্রিয়াতে গুনগত মান নির্ধারণ ও বজায় রাখতে আপনাদের ভূমিকা কি?
- ৯। আড়াই হাজার অর্থনৈতিক অঞ্চলে গ্যাস সঞ্চালন ও বন্টন কি আপনাদের একটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্প?

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন

প্রশ্নমালা ৫: টেলিযোগাযোগ

- ১। নামঃ
- ২। পদবীঃ
ঠিকানাঃ
মোবাইল নম্বর:
- ৩। আপনি সম্ভবত অবহিত আছেন যে, নারায়ণগঞ্জের আড়াই হাজারে জাইকা কর্তৃক অর্থায়িত একটি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করছে। এর জন্য বেজা কর্তৃপক্ষ বর্তমানে আপনাদের কাছে কত ক্যাপাসিটির টেলিফোন ও ইন্টারনেট সংযোগের আবেদন করেছে?
- ৪। সেই চাহিদা পূরনে আপনারা সক্ষম কিনা?
- ৫। বেজার (BEZA) আড়াই হাজার অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য নির্ধারিত সময়ের (জুন ২০২৩) মধ্যে সংযোগ দিতে পারবেন কিনা?
- ৬। ইন্টারনেটের গতি কত হবে?
- ৭। ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন কিনা?
- ৮। সার্বক্ষনিক ও নিরবিচ্ছিন্ন সেবা প্রদানের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন কিনা?
- ৯। লাইন স্থাপন ও সংযোগের জন্য বিটিসিএল কিভাবে এ কাজ সম্পাদন করবে?
- ১০। এ কাজের গুনগত মান নিশ্চিত করতে আড়াই হাজারের অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ কোন বিশেষজ্ঞ /পরামর্শক নিয়োগ করবে কিনা?

সংযুক্তি-৬: টেকনিক্যাল ও স্ট্রাকচারিং কমিটি সভার সুপারিশসমূহ
২৩/০২/২০২২ ইং তারিখের টেকনিক্যাল কমিটির ১ম সভার কার্যবিবরণী

নং	টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশসমূহ	সুপারিশের আলোকে খসড়া প্রারম্ভিক প্রতিবেদন
১.	খসড়া প্রারম্ভিক প্রতিবেদনের কভার পৃষ্ঠায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা উল্লেখ করা হয়েছে। এটি একটি সরকারি ডকুমেন্ট হওয়ায় কভার পৃষ্ঠায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা উল্লেখ করা সমীচীন হবে না। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা প্রতিবেদনের পিছনের পৃষ্ঠায় নিচের দিকে রাখা যেতে পারে	খসড়া প্রারম্ভিক প্রতিবেদনে কভার পৃষ্ঠায় নাম ও ঠিকানা বাদ দেয়া হয়েছে এবং আইএমইডি'র পূর্ণরূপ বানান শুদ্ধভাবে লেখা হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা প্রতিবেদনের পিছনের পৃষ্ঠায় রাখা হয়েছে। পৃষ্ঠাঃ কভার পৃষ্ঠা এবং শেষ পৃষ্ঠা
২.	প্রতিবেদনের সূচিপত্রটি বেশ এলোমেলো/অগোছালো ও পাঠযোগ্য নয় যা সুশৃঙ্খল ও পাঠোপযোগী করে বিন্যস্ত করতে হবে। তাছাড়া, সূচিপত্র ও Acronyms অংশে পৃষ্ঠা নম্বার অবশ্যই রোমান হরফে উল্লেখ করতে হবে। আইএমইডি'র নিবিড় পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত পরিপত্রের প্রারম্ভিক প্রতিবেদন (Inception Report) প্রণয়নের জন্য নির্ধারিত নমুনা ফরম্যাট অনুযায়ী প্রতিবেদনটি পুনর্গঠন করতে হবে	প্রতিবেদনের সূচিপত্রটি সুশৃঙ্খল ও পাঠোপযোগী করে বিন্যস্ত করা হয়েছে। তাছাড়া, সূচিপত্র ও Acronyms অংশে পৃষ্ঠা নম্বার অবশ্যই রোমান হরফে লেখা হয়েছে। আইএমইডি'র নিবিড় পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত পরিপত্রের প্রারম্ভিক প্রতিবেদন (Inception Report) প্রণয়নের জন্য নির্ধারিত নমুনা ফরম্যাট অনুযায়ী প্রতিবেদনটি পুনর্গঠন করা হয়েছে। পৃষ্ঠাঃ iv
৩.	প্রতিবেদনের ১ম অধ্যায়ে সূচনা অংশে প্রকল্পের সূচনা, নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের পটভূমিতে প্রকল্পের পটভূমি উল্লেখসহ অন্যান্য বেশ কয়েকটি স্থানে বেশ এলোমেলো অবতারণা লক্ষ করা যায় যা অনভিপ্রেত। পটভূমি অংশে একনেক কর্তৃক প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ ভুল উল্লেখ করা হয়েছে। ২য় অধ্যায়ের বিষয়বস্তুও মানসম্মত হয়নি। এ অধ্যায়ে লগ ফ্রেম উল্লেখ করার স্থলে শুধু আউটপুট উল্লেখ করা হয়েছে। ২য় অধ্যায়ের ২.৩ নং অনুচ্ছেদে প্রকল্পের অঙ্গাভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি উল্লেখের সারণিতে ২টি কলাম ফাঁকা রাখা হয়েছে। দক্ষ রিপোর্ট রাইটার দ্বারা পুরো প্রতিবেদনটি দ্রুততম সময়ের মধ্যে Re-write করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে	প্রতিবেদনের ১ম অধ্যায়ে সূচনা অংশে প্রকল্পের সূচনা, নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের পটভূমিতে প্রকল্পের পটভূমি উল্লেখসহ সংশোধন করা হয়েছে। পটভূমি অংশে একনেক কর্তৃক প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ সংশোধন করা হয়েছে। ২য় অধ্যায়ের বিষয়বস্তু মানসম্মত করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে লগ ফ্রেম উল্লেখ করার স্থলে শুধু আউটপুট অংশটি সংশোধন করে লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কার্যক্রম ও আউটপুট লেখা হয়েছে। ২য় অধ্যায়ের ২.৩ নং অনুচ্ছেদে প্রকল্পের অঙ্গাভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি উল্লেখের সারণিতে ২টি কলাম ফাঁকা রাখা হয়েছে। পরবর্তীতে ২টি কলাম নিবিড় পরিবীক্ষণ কর্মকান্ড চলাকালীন সময়ে প্রকল্প অফিস থেকে সংগ্রহ করে পূরণ করা হবে। পৃষ্ঠাঃ ৬
৪.	প্রতিবেদনের সূচিপত্রের পর পর রিপোর্টে ব্যবহৃত বেশ কিছু শব্দ যেমন- KII, FGD, ICB, NCB, OTM ইত্যাদি শব্দের পূর্ণরূপ প্রদান করতে হবে। প্রতিবেদনে উল্লিখিত বেশ কিছু তথ্য-উপাত্তে বেশ তথ্যবিভ্রাট দেখা যায় যা সংশোধন করতে হবে	KII, FGD, ICB, NCB, OTM ইত্যাদি শব্দের পূর্ণরূপ শুদ্ধভাবে সংশোধন করা হয়েছে। প্রতিবেদনে উল্লিখিত তথ্য-উপাত্ত সংশোধন করা হয়েছে। পৃষ্ঠাঃ iv

৫.	প্রতিবেদনে উল্লিখিত ৯৮১টি খানা জরিপ Influence Area'তে যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে, ১২টি এফজিডি'র মধ্যে মহিলা ও পুরুষ দলের ডিসকাশন পৃথকভাবে আয়োজন করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতিবেদনে উল্লিখিত ৬টি মহিলা ও ৬টি পুরুষ দলের স্থলে ৩টি মহিলা ও ৯টি পুরুষ দলের সমন্বয়ে এফজিডি আয়োজন করা সমীচীন হবে এবং এফজিডি আয়োজনের স্থান ও সময় রিপোর্টে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। তাছাড়া, KII তে ইউটিলিটি সংস্থাগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে	Influence Area'তে ৯৮১টি খানা জরিপের স্থলে ৩৮১টি উল্লেখ করা হয়েছে এবং ১২টি এফজিডি'র মধ্যে ৬টি মহিলা ও ৬টি পুরুষের স্থলে ৩টি মহিলা ও ৯টি পুরুষ দলের সমন্বয়ে এফজিডি আয়োজন করা হবে। এফজিডি আয়োজনের স্থান ও সময় রিপোর্টে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া, KII তে ইউটিলিটি সংস্থাগুলো (যেমন: বিদ্যুৎ, গ্যাস ও টেলিযোগাযোগ সংস্থা) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পৃষ্ঠাঃ ১৪
৬.	প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য এবং প্রকল্পটির উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ রেখে আলোচনা মোতাবেক অবশ্যই প্রশ্নমালা পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাস করতে হবে	প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য এবং প্রকল্পটির উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ রেখে প্রশ্নমালা পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। পৃষ্ঠাঃ ২৩,২৬,২৭
৭.	প্রতিবেদনের অধ্যায় এবং প্যারাসমূহকে সুন্দর ও Chronologically বিন্যস্ত হবে। খসড়া প্রতিবেদন পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষায়ান্তে ভুল বানান ও বাক্য গঠনে দুর্বলতাসহ মুদ্রণজনিত ত্রুটি বিদ্যুতি দূর করতে হবে	প্রতিবেদনের অধ্যায় এবং প্যারাসমূহকে সুন্দর ও Chronologically বিন্যস্ত করা হয়েছে। খসড়া প্রতিবেদন পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষায়ান্তে ভুল বানান ও বাক্য গঠনে দুর্বলতাসহ মুদ্রণজনিত ত্রুটি বিদ্যুতি দূর করা হয়েছে। পৃষ্ঠাঃ ১,২,৩,৪,৫,৬,১৪,১৮,২০

০৮/০৩/২০২২ ইং তারিখের স্টিয়ারিং কমিটির ১ম সভার কার্যবিবরণী

ক্র নং	স্টিয়ারিং কমিটির সুপারিশ সমূহ	সুপারিশের আলোকে খসড়া প্রারম্ভিক প্রতিবেদন
১.	প্রারম্ভিক প্রতিবেদনের উপর ২৩/০২/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশসমূহ প্রতিবেদনে যথাযথভাবে প্রতিফলিত করতে হবে	টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশসমূহ প্রতিবেদনে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।
২.	প্রতিবেদনে সারাংশ (Abstract), নির্ঘণ্ট, Acronyms, গ্রন্থপঞ্জি, সাক্ষাৎকারদাতাদের শ্রেণিকরণ ছক, সংখ্যা ও রেফারেন্স এর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে হবে।	প্রতিবেদনে সারাংশ (Abstract), নির্ঘণ্ট, Acronyms, গ্রন্থপঞ্জি, সাক্ষাৎকারদাতাদের শ্রেণিকরণ ছক, সংখ্যা ও রেফারেন্স এর অন্তর্ভুক্তি রয়েছে।
৩.	প্রশ্নমালার ক্ষেত্রে প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও বিভিন্ন শ্রেণি পেশার সুবিধাভোগীদেরকে বিবেচনায় নিয়ে যৌক্তিক প্রশ্নের মাধ্যমে সঠিক তথ্য তুলে এনে প্রতিবেদনে সন্নিবেশ করতে হবে। এছাড়া, সমীক্ষা পরিচালনা পদ্ধতিতে কেস স্টাডি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	প্রশ্নমালার ক্ষেত্রে প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও বিভিন্ন শ্রেণি পেশার সুবিধাভোগীদেরকে বিবেচনায় নিয়ে যৌক্তিক প্রশ্নের মাধ্যমে সঠিক তথ্য তুলে এনে প্রতিবেদনে সন্নিবেশ করা হয়েছে। এছাড়া, সমীক্ষা পরিচালনা পদ্ধতিতে কেস স্টাডি অন্তর্ভুক্ত করা হবে।
৪.	প্রারম্ভিক প্রতিবেদনে বিদ্যমান তথ্যগত ভুল/বিভ্রাট সঠিকভাবে সংশোধন করতে হবে।	প্রারম্ভিক প্রতিবেদনে বিদ্যমান তথ্যগত ভুল/বিভ্রাট সঠিকভাবে সংশোধন করা হয়েছে।

৫.	প্রারম্ভিক প্রতিবেদনে বানান ভুল ও বাক্য গঠনে দুর্বলতাসহ সকল মুদ্রণজনিত ত্রুটি/বিচ্যুতি দূর করতে হবে।	প্রারম্ভিক প্রতিবেদনে বানান ভুল ও বাক্য গঠনে দুর্বলতাসহ সকল মুদ্রণজনিত ত্রুটি/বিচ্যুতি দূর করা হয়েছে।
৬.	উপর্যুক্ত সুপারিশসহ স্টিয়ারিং কমিটির সভার আলোচনা/পর্যালোচনার আলোকে সংশোধিত প্রতিবেদন অতি দ্রুত আইএমইডি'তে পেশ করতে হবে	উপর্যুক্ত সুপারিশসহ স্টিয়ারিং কমিটির সভার আলোচনা/পর্যালোচনার আলোকে সংশোধিত প্রতিবেদন আইএমইডি'তে দাখিল করা হয়েছে।

২৭.০৪.২০২২ তারিখের টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশের আলোকে প্রতিবেদন সংশোধনের বিবরণ

নং	টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশ সমূহ	সুপারিশের আলোকে প্রথম খসড়া প্রতিবেদন
১.	প্রতিবেদনটি আইএমইডি'র নিবিড় পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত পরিপত্রের নির্ধারিত ফরম্যাট অনুযায়ী যথাযথভাবে প্রণয়ন করতে হবে।	প্রতিবেদনটি আইএমইডি'র নিবিড় পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত পরিপত্রের নির্ধারিত ফরম্যাট অনুযায়ী যথাযথভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে।
২.	প্রতিবেদনের শুরুতে “সারাংশ” শিরোনামে রিপোর্টের সারসংক্ষেপ লিখা হয়েছে যা “নির্বাহী সারসংক্ষেপ” দ্বারা প্রতিস্থাপন করতে হবে। এছাড়া, এ নির্বাহী সারসংক্ষেপের বিষয়বস্তুও মানসম্পন্ন হয়নি। প্রতিবেদনের নির্বাহী সারসংক্ষেপ আরও সমৃদ্ধ করে তাতে সমগ্র প্রতিবেদনের প্রতিফলন ঘটাতে হবে।	প্রতিস্থাপন করা হয়েছে (পৃষ্ঠা নং iii) প্রতিবেদনের নির্বাহী সারসংক্ষেপ আরও সমৃদ্ধ করে মানসম্পন্ন করা হয়েছে (পৃষ্ঠা নং iii)
৩.	প্রতিবেদনের কভার পৃষ্ঠায় একই তথ্যের পুনরাবৃত্তি হয়েছে যা আলোচনা মোতাবেক সংশোধন করতে হবে। প্রতিবেদনের সূচিপত্র প্রদান করা হলেও তার শিরোনাম দেয়া হয়নি এবং সূচিপত্রটি পরিপত্র মোতাবেক পুনর্বিনিয়াস করতে হবে।	প্রতিবেদনের কভার পৃষ্ঠায় একই তথ্যের পুনরাবৃত্তি দূর করা হয়েছে (পৃষ্ঠা নং- কভার পৃষ্ঠা) সূচিপত্রে শিরোনাম দেয়া হয়েছে (পৃষ্ঠা নং ii) সূচিপত্রটি পরিপত্র মোতাবেক পুনর্বিনিয়াস করা হয়েছে (পৃষ্ঠা নং ii)
৪.	প্রতিবেদনের ১ম অধ্যায়ে প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ অংশে বেশ তথ্যগত বিভ্রাট ও দুর্বল বাক্যের অবতারণা লক্ষ্য করা যায় যা সংশোধন করতে হবে। যেমন- এ অংশে প্রকল্পের মূল বাস্তবায়নকাল মার্চ, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত নির্ধারিত থাকলেও বাস্তবায়নকাল মার্চ, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৫ পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে। একইভাবে প্রকল্পের আওতায় অধিগ্রহণকৃত ভূমির পরিমাণেও তথ্যগত ভুল রয়েছে। ১ম অধ্যায়ের ১.৩ নং অনুচ্ছেদে তথ্যগত বিভ্রাট দেখা যায়। প্রকল্পটি অদ্যাবধি সংশোধন না হওয়া সত্ত্বেও একই অধ্যায়ের ১.৪ নং অনুচ্ছেদের ১ম প্যারায় প্রকল্পের সংশোধন নামে একটি অনুচ্ছেদ সংযোজন করা হয়েছে যা অনভিপ্রেত। প্রতিবেদনের ৩য় অধ্যায়ে তথ্যগত অসামঞ্জস্যতা	প্রতিবেদনের সকল অধ্যায়ের তথ্যগত বিভ্রাট দূর করা হয়েছে ও দুর্বল বাক্যের অবতারণা সংশোধন করা হয়েছে।

নং	টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশ সমূহ	সুপারিশের আলোকে প্রথম খসড়া প্রতিবেদন
	ও দুর্বল বাক্যের অবতারণা দেখা যায়। একই অধ্যায়ের ৩.৪ অনুচ্ছেদে স্থানীয় কর্মশালার তথ্যাদি আরও সমৃদ্ধ করা প্রয়োজন।	
৫.	প্রতিবেদনে SWOT বিশ্লেষণ ৩য় ও ৪র্থ অধ্যায়ে ২ বার উল্লেখ করা হয়েছে যা পরিপত্র অনুযায়ী সংশোধন করতে হবে এবং প্রতিবেদনে এলাকাভিত্তিক ম্যাপ প্রদান করতে হবে।	SWOT বিশ্লেষণ পরিপত্র অনুযায়ী সংশোধন করা হয়েছে (পৃষ্ঠা নং ৫১-৫২)
৬.	প্রতিবেদনে প্রকল্পভুক্ত ডেলিগেটেড ওয়ার্কগুলোর কার্যক্রম বিস্তারিতভাবে প্রদান করতে হবে এবং প্রতিবেদনে কেস স্টাডি সংযোজন করতে হবে।	প্রকল্পভুক্ত ডেলিগেটেড ওয়ার্কগুলোর কার্যক্রম বিস্তারিতভাবে প্রদান করা হয়েছে (পৃষ্ঠা নং ১৫-১৮)
৭.	প্রতিবেদনের ৫ম অধ্যায়ে প্রদত্ত পর্যবেক্ষণ ও ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে প্রদত্ত সুপারিশ বেশ হালকা ও দুর্বল প্রকৃতির যা আরও সমৃদ্ধ ও মানসম্পন্ন করতে হবে। প্রতিবেদনের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে উপসংহার সুপারিশের আগে দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে, সুপারিশের পরে উপসংহার দেয়া যেতে পারে।	সুপারিশের প্রেক্ষিতে পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন ও সুপারিশমালা অধ্যায় সমৃদ্ধ ও মানসম্পন্ন করা হয়েছে (পৃষ্ঠা নং ৫৩) সুপারিশের পরে উপসংহার দেয়া হয়েছে (পৃষ্ঠা নং ৬২)
৮.	প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম পিপিএ/পিপিআর অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে কিনা তার ওপর সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষণ থাকতে হবে;	প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম পিপিএ/পিপিআর অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষণ করা হয়েছে (পৃষ্ঠা নং ২০)
৯.	প্রতিবেদনের অধ্যায় এবং প্যারাসমূহকে সুন্দর ও Chronologically সাজাতে হবে। খসড়া প্রতিবেদন পুঞ্জানুপুঞ্জ পরীক্ষান্তে ভুল বানান ও বাক্য গঠনে দুর্বলতাসহ মুদ্রণজনিত ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করতে হবে।	খসড়া প্রতিবেদন পুঞ্জানুপুঞ্জ পরীক্ষান্তে ভুল বানান ও বাক্য গঠনে দুর্বলতাসহ মুদ্রণজনিত ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করা হয়েছে। পৃষ্ঠা- ১০,১২,১৪,১৮
১০.	উপযুক্ত সুপারিশসমূহ প্রতিপালন করে সংশোধিত প্রতিবেদন অতি দ্রুত আইএমইডি'তে পেশ করতে হবে।	সুপারিশসমূহ প্রতিপালন করে সংশোধিত প্রতিবেদন অতি দ্রুত আইএমইডি'তে পেশ করা হয়েছে।



নলেজ ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্টস (কেএমসি) লিঃ

ঠিকানা: বাড়ি # ০৯ লেভেল-০৩), রোড # ১/বি, বনানী, ঢাকা-১২১৩

মোবাইল: +৮৮০১৮৩৯৯২৯৪০০

ওয়েব: <https://www.kmcltd.org>